আমেরিকায় ইসলাম

আবুসাইদ মাহফুজ

আমেরিকায় ইসলাম

আবুসাইদ মাহফুজ

www.pathagar.com

আমেরিকায় ইসলাম

আবুসাইদ মাহফুজ

প্রকাশক :
Al Hikmah Multimedia,
Bangla Amar Publications Inc.
12635 McDougal St.
Detroit, MI 48212, USA
প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৮
স্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বিনিময় মূল্য ঃ
বাংলাদেশ ঃ ৬০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৪ ডলার
যুক্তরাজ্য ঃ ২ পাউন্ড

মুদ্রণে ঃ
হক প্রিন্টার্স
২১০ ফকিরাপুল, কালভার্ট রোড
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

Islam : Americay Islam (Islam in America)
Abu Sayed Mahfuz
Published by : Al Hikmah Multimedia, Inc. Detroit, Michigan

www.pathagar.com

উৎসর্গ-

- আমার মরহুম আব্বাজানের রুহের প্রতি। যিনি আমার জীবনে দেখা একজন আদর্শ মানুষ। যাঁর সাথে আমার অনেক মতপার্থক্য এবং মতদ্বৈততা থাকার পরও যিনি আমার দৃষ্টিতে জীবনে দেখা একজন মহাপুরুষ। যাঁর কাছ থেকে আমি নীতি এবং আদর্শ শিখেছি। আমার সেই মরহুম আব্বার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ পাক আমার আব্বাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন।
- পরম শ্রদ্ধেয়া আম্মার প্রতি। যে মাকে সারা জীবন আমরা শুধু কষ্টই দিয়েছি, বিনিময়ে কিছুই দিতে পারিনি। যে মা আমাদের সবার জন্য সবকিছুই বিলিয়ে দিয়েছেন, নিজের জন্য কখনোই কিছুই রাখেননি বা রাখেন না। To my beloved son Saleh Mahfuz. আমার জীবনে অনেককিছু বা সবকিছুই হারানোর মাঝে যে আমার সোনার মানিক। যার প্রতি আমার সকল দোয়া, ভালবাসা, স্বপ্ন। আল্লাহ পাক তাকে একজন ভাল মানুষ করুন, ভাল মুসলমান করুন। একজন সত্যিকার সালেহ করুন। আমার বড় ভগ্নিপতি মাওলানা আলী আক্কাসের প্রতি যিনি আমাকে ছোটবেলায় খুব ভালবেসে মোহাদ্দেস সাহেব ডাকতেন। তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল আমি একজন বড় মোহাদ্দেস হই। আমার ভাইবোন-আত্মীয় স্বজনদের প্রতি যাঁরা ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন ভাবে আমার জীবনে অবদান রেখেছেন।
- আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্রগ্রামের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ আবু বকর রফিক স্যারের প্রতি। ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক হেড মাওলানা, হযরত শাহজালালের পূণ্যভূমির কৃতি সন্তান মরহুম মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবকে, ঢাকা আলীয়ায় বিদায় মুহূর্তে যাঁর হাতে বোখারী শরীফের ছবক্ব নেয়া এবং ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সোনাইমুড়ী আলীয়া মাদ্রাসার আমার শিক্ষকগন বিশেষভাবে মাওলানা খায়রুল বাশার, মাওলানা আবুসাইদ সাহেব।
- আমার ফুফাত ভাই রুহুল আমিন ম্যানেজার সাহেব, ভাবী, এবং মেঝে মামা, মামী যাঁদের সহযোগীতা ভুলবার নয়।
- সহপাঠি, রুমমেট, বন্ধু ডঃ ইউসুফ আলী। আমার একান্ত স্নেহভাজনেষূ ছোটভাই ছাত্রনেতা আবদুদ্দাইয়ান ইউনুস, একান্ত বন্ধু সানোয়ার জাহান, আবুজাফর ওবায়েদ উল্লাহ (ওবায়েদ ভাই)
- আমার জীবনের একান্ত কিছু মানুষ যাঁরা আমাকে নিঃশর্তভাবে আদর,যত্ন এবং ভালবাসা দিয়েছিলেন বিনিময়ে আমি তেমন কিছুই দিতে পারিনি, যাদের ভালবাসার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।
- তোমরা যারা সবসময় শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা দিয়ে আমাকে প্রাণবন্ত রেখেছিলে তোমাদেরকে।

তোমাদের সবার মঙল জীবনের প্রত্যাশায়

www.pathagar.com

পটভূমিকা

এই বইটি লেখার প্রেক্ষাপট দীর্ঘ। দেখলেই বুঝা যাবে এটা একটা সংকলন। সংকলিত প্রবন্ধ সমূহ লেখা শুরু হয়েছে মূলত ১১ সেপ্টেম্বরের প্রেক্ষাপটেই।
প্রবন্ধগুলো যেহেতু সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখা সেহেতু একটি অপরটির সাথে আষ্ঠে পৃষ্ঠে বাঁধা নয়।

ধর্ম কি ও কেন, এবং আধুনিক বিশ্বে ধর্ম, এবং সন্ত্রাসবাদ এবং ইসলাম এ জাতীয় প্রবন্ধগুলো মুলতঃ তত্ব ও তথ্যভিত্তিক। বলা যায় গবেষনাধর্মী, এ লৈখাগুলো লেখার আগে আমাকে অনেক পড়াশোনা করতে হয়েছে। আয়েশা রাঃ এর বয়স নিয়ে লেখাটিও একান্তই গবেষনাধর্মী। চিরাচরিতভাবে আয়েশা রাঃ এর বয়স নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি এমনকি আলেমদের অনেকের ধারনা রয়েছে যে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বিয়ের সময় আয়েশা রাঃ বয়স ছিল ৭ বা ৯। কমপক্ষে নিবন্ধিত প্রবন্ধটির আলোচনায় এটা স্পষ্ট হবে যে আয়েশা রাঃ নাবালিকা ছিলেন না।

আমেরিকায় ইসলাম ও মুসলমান প্রবন্ধটিতে একদিকে যেমন ইতিহাস, তত্ব এবং তথ্য সরবরাহের চেষ্টা করা হয়েছে অপরদিকে লেখকের ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতাও স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের সাথে আমার ব্যাক্তিগত সম্পৃক্ততা থাকার কারণে তত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ হয়েছে বলে আসা করা যায়। অপরদিকে বাস্তব অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তত্ব ও তথ্যকে সমৃদ্ধ করার প্রত্যয়ে প্রতিটি ব্যাক্তি এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একাডেমিক রিসার্চ ও করা হয়েছে। এ প্রবন্ধটি লিখতে গিয়েও প্রবন্ধকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে যথাসাধ্য পড়াশোনা এবং গবেষনা করার চেষ্টা করেছি।

বইতে ব্যাবহৃত ছবি সমূহের কিছু কিছু ছবি ইন্টারনেট থেকে নেয়া। আবার অনেকগুলো ছবি আমার নিজের হাতেও নেয়া। ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বইটিতে লেখা প্রায় প্রতিটি তথ্যই তত্ব ও বিশ্লেষনার দিক থেকে বাস্তবধর্মী এজন্যই দাবী করা যেতে পারে যে, ১৯৯৫ সালে আমেরিকায় আসার পর থেকে প্রথম ৫-৬ বছর আমার কেটেছে ভ্রমন করে। সুখে হোক বা দুঃখে হোক যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৫০ থেকে ৫৫টি শহরে আমাকে যেতে হয়েছে। আমার ভ্রমনের তালিকায় হোয়াইট হাউজ, ওয়াশিংটন ডি.সির জাতীয় জাদুঘর, নিউ ইয়র্কের ওয়াল্ড ট্রেইড সেন্টার, এম্পায়ার স্টেইট বিল্ডিং, স্ট্রাচু অফ লিবার্টি জাতীয় ভ্রমন কেন্দ্র অপরদিকে ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল ইউনিভার্সিটি, বা কানেকটিকাটের হার্টফোডে অবস্থিত মার্ক টুইনের বাড়ীর মতো অনেক কিছুই তালিকায় ছিল।

মালয়েশীয়ায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে এসেও Internatioinal Institute of Islamic Thought (সংক্ষেপে IIIT, ট্রিপল আইটি) এর ছাত্র বিষয়ক সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করার সুবাদে এম.এস.এ এবং ইসনা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা Dr. Jamal Barjinji, হিশাম আত তালিব, ইসনার দীর্ঘ সময়কালীন সেক্রেটারী জেনারেল Dr. Iqbal Unus

www.pathagar.com

ইকবাল ইউনুস এর মত মহান ব্যাক্তিদের খুব আপন জনে পরিণত হয়েছিলাম। টেম্পল ইউনিভার্সিটির অন্ধ অধ্যাপক ডঃ মাহমুদ আইয়ুব, বিশিষ্ট গবেষক অপরদিকে একজন ডিপ্লোম্যাট হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ইসলাম ইন আমেরিকা বইয়ের লেখক Dr. Sulaiman Nyang, আমেরিকার ফিকহ কাউন্সিলের সভাপতি, ভার্জিনিয়াস্থ স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠান গ্র্যাজুয়েট স্কুল অফ ইসলাম এন্ড সোস্যাল সাইন্সের প্রেসিডেন্ট এবং আল আজহারের সাবেক গবেষক ডঃ Dr Taha Jabir Alwani, বিশিষ্ট দার্শনিক, ইসলামী আধ্যাত্মবাদের আধুনিক প্রবক্তা জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর Syed Hussain Nasr, এসব মহান ব্যাক্তিদের কাছে আসার সুযোগ আমার এই বই রচনার সুতিকাগার বলা যেতে পারে।

মালয়েশীয়াস্থ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন এবং তৎপরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামিক সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা, ইকনা, ইন্টারন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অফ ইসলামিক থট এর মত সংগঠন এবং সংস্থাগুলোর সাথে সম্পৃক্ততা আমেরিকায় মুসলমানদের ইতিহাস এবং জীবন সম্পর্কে জানতে সহায়তা করেছে। আমার এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমি এসব প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট মহান ব্যাক্তিদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি বিশিষ্ট গবেষক স্ট্যামফোড বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ আল ফারুক সাহেবের কাছে যিনিই প্রথম ১১ই সেপ্টেম্বরের পর 'সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম' প্রবন্ধটি রচনার দায়িত্ব আমার উপর দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। লস এঞ্জেলেস থেকে প্রকাশিত মাসিক পড়শী পত্রিকায় আমেরিকায় ইসলাম শীর্ষক এক বিশেষ সংখ্যায় আমার উপর দায়িত্ব পড়েছিল মূল প্রবন্ধ লেখার। তাই একটু খাটাখাটি, রিসার্চ এবং পড়াশোনা করে সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করি। আমার সে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর অনেক জ্ঞানী গুণীর কাছ থেকে চিঠি এবং ফোন কল পাই। আমেরিকায় বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে একজন বিশেষ বিজ্ঞানী ডঃ আতাউল করিম আমাকে মাত্র ২-৩ লাইনের একটা ই মেইল করেছিলেন। ই মেইলে লিখলেন, "Mahfuz your article is exactly to the point I like it" ডঃ আতাউল করিম একজন উঁচু মানের জ্ঞানী মানুষ তাঁর কাছ থেকে একটি ছোট্র ইমেইলই ছিল বিরাট বিরাট অনুপ্রেরণা। স্টেইট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক থেকে একজন অনুরোধ জানালেন আমার প্রবন্ধটা ইংরেজীতে অনুবাদ করতে।

আমার এই প্রকাশনর জন্য আরো কিছু লোককেও ধন্যবাদ দেয়া যেতে পারে যাঁরা বলা যায় আমাকে বাধ্য করেছেন কলম ধরতে। যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেস থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার সম্পাদক এবং সিংগাপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক যিনি নিজেকে নাস্তিক দাবী করেন এবং বিভিন্ন ছদ্মনামে লিখে ইসলামকে আক্রমন করেন; তাঁদেরকেও আমার ধন্যবাদ জানাতে হয় এজন্য যে, তাঁদের কিছু আক্রমনের জবাব দিতে গিয়ে আমাকে পড়াশোনা করতে হয়েছে এবং

www.pathagar.com

কলম ধরতে হয়েছে এবং এই প্রকাশনার দুটি নিবন্ধ তাদের প্রত্যুত্তরে লেখা প্রবন্ধেরই ফসল। সুতরাং বুঝতেই পারছেন কেউ বিরোধীতা করলে লাভই হয়।

আমার মনে হয়, আরো একজন বিশ্বখ্যাত ব্যাক্তিকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। আধুনিক বিশ্বের সবচে' খ্যাত, সবচে' শক্তিশালি, সবচে' বিতর্কিত এবং হয়তোবা সবচে' বেশী প্রত্যাখ্যাত ব্যাক্তি প্রেসিডেন্ট বুশ, এবং তাঁর বন্ধু বিন লাদেনকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। যাঁদের কৃপায় সারা বিশ্ব আজ অশান্ত। যার ক্রমধারাতেই ইসলাম সম্পর্কে বিতর্ক এসেছে, প্রশ্ন এসেছে এবং হয়তোবা যা প্রতিক্রিয়ায় এই বইয়ের জন্ম।

কাদের উদ্দেশ্যে লেখা এবং লেখার উদ্দেশ্য কি এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে প্রবন্ধগুলি যতদূর সম্ভব সকল ধরনের মানুষের জন্য খোলা রাখা হয়েছে। তবে যেহেতু তত্ব তথ্য এবং যুক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে সেহেতু আত্মবিশ্বাসের সাথে বলা যেতে পারে যুক্তি ও বুদ্ধির চর্চাকারীরা এই বই পড়ে সবচে' বেশী মজা পাবেন। তারপরও বলতে হবে, প্রবন্ধগুলির লেখক আমি একজন মুসলমান। শুধু মুসলমান নই, ধর্ম আমার মনে প্রাণে বিশ্বাসে। আমার বিশ্বাস, ধর্ম হলো মানুষের আত্মার খোরাক, দেহ গঠনে খাদ্য যেমন অবশ্যম্ভাবী, মন, হৃদয় এবং আত্মার খোরাকের জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস সেই বিশ্বাসই হলো ধর্ম। মানুষে মানুষে বিশ্বাসের প্রকৃতিতে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তারপরও বিশ্বাস হলো মানুষের প্রেরণা।

এই বইয়ের আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি হলো যারা সন্ত্রাসের সাথে ইসলামকে জড়ানো ব্যার্থ প্রয়াস চালাচ্ছেন তারা ইসলামের প্রতি অবিচার করছেন। ইসলাম সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় কোনদিন দেয়নি এবং দেয়না। কোন প্রকৃত ধর্মই সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। পবিত্র কোরআনের বানী শান্তির বাণী, কোরআনের মূল শিক্ষাই হলো বিশ্ব মানবতার কল্যাণে।

মুসলিম বিশ্বের চলমান যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো স্থানীয় ভৌগলিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা। তত্ব দর্শন বা শিক্ষাগত নয়। ইসলামের দর্শন বা শিক্ষার সাথে এটাকে জোর করে টেনে আনা অন্যায় এবং অনৈতিক।

ধর্মকে সামনে নিয়ে বা ব্যাবহার করে স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা যুগে যুগেই হয়েছে, কিন্তু সেটা সকল ধর্মেই এক ধরনের স্বার্থান্বেষী মহল করছে এবং করে আসছে। এজন্য ধর্মকে বা মুসলমানদের কে দোষারোপ করা একদেশদর্শীতা ছাড়া আর কিছু নয়। যুগে যুগেই এক ধরনের মানুষ ধর্মকে ব্যাবহার করেছে বরং প্রকৃতপক্ষে প্রমানিত সত্য হলো যারা ধর্মকে এভাবে ব্যাবহার করেছে ধর্মের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক কোন কালেই ছিল না।

৪০০০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রায় সকল ধর্মেই কিছু লোক যুগে যুগে ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যাবহার করে স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা নিজেরা ধর্ম পালন করেনা। এই প্রকৃতি ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ সবার মত মুসলমানদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু সেজন্য কোন ধর্মকেই দোষারোপ করা ঠিক হবে না।

www.pathagar.com

সূচীপত্র ঃ

১. সন্ত্রাসবাদ এবং ইসলাম -
   - o জিহাদ কি? জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ -
   - o মুসলিম বিশ্বে এত সমস্যা কেন? -
২. ধর্ম কি ও কেন -
৩. ধর্মে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতা -
৪. আধুনিক বিশ্বে ধর্ম -
৫. আমেরিকায় ইসলাম ও মুসলমান -
   - o ঐতিহাসিক পটভূমিকা
   - o আমেরিকায় মুসলমানদের ধারা ও প্রকৃতি -
   - o আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলমান
   - o ককেসীয় বা সাদা আমেরিকান মুসলমান -
   - o ইমিগ্র্যান্ট মুসলমান -
   - o বাংলাদেশী মুসলমান -
   - o নন বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্ট মুসলমান -
   - o আমেরিকায় জন্ম নতুন প্রজন্ম -
   - o সুফীবাদের প্রভাব -
   - o জ্ঞান, গবেষনা এবং বুদ্ধি বৃত্তিক ক্ষেত্রে -
   - o মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (এম.এস. এ) প্রতিষ্ঠা -
   - o ইসলামিক সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা (ইসনা) -
   - o ইন্টানন্যাশনাল ইন্সটিউট অফ ইসলামিক থট -
   - o মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত -
   - o ১১ই সেপ্টেম্বর পরবর্তী আমেরিকায় ইসলাম -
৬. ইসলাম এবং আধুনিকতা -
৭. ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু কটুক্তির জবাব -
   - o রাসুল (সাঃ) এর বিয়ে এবং আয়েশা (রা) বয়স । -
৮. চাঁদ দেখা বির্তক ঃ সমাধান কোন পথে -

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদ এবং ইসলাম

সাম্প্রতিককালের ঘটনাপ্রবাহে বিশেষত ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে একজন বিবেকবান মানুষের মাথায় প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক যে, ইসলামটা আসলে কি? সন্ত্রাস এবং ইসলামের মধ্যে সম্পর্কই বা কি? কারো কারো মাথায় হয়তো আরো জটিলভাবে প্রশ্ন আসতে পারে যে, শুধু সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহই কেন। পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যায় যেখানে ইসলাম বা মুসলমান সেখানেই সমস্যা। ফিলিস্তিন, কাশ্মির, আফগানিস্তান, বসনিয়া, সুদান, পাকিস্তান, ইরান, যেখানেই তাকাই মুসলিম দেশ মানেই সমস্যা। তাহলে কি বলা যেতে পারে ইসলাম ধর্মটার সাথেই সমস্যাটা জড়িত? উপরন্তু যারা একটু প্রগতিশীলমনা তাদের কেউ যদি জিহাদ শব্দটির সাথে পরিচিত হয় তখন আরেকটু তালগোল পাকিয়ে যায় তার উপরে ব্যাপারটা আরো জটিল আকার ধারণ করতে পারে যদি কারো কাছে ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ কোরান থেকে কিছু অংশ ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয় যে এবং অপব্যাখ্যা করা হয় যে, কোরানে সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করা হয়েছে, তখন তো ইসলামকে একটি সন্ত্রাসবাদী দল বা মতাদর্শ হিসেবে চিন্তা করতে এক বিন্দুমাত্র ও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

ব্যাপারটা এজন্য একটু জটিল বৈ কি। তাহলে কি সত্যি সত্যি ইসলাম একটি সন্ত্রাসবাদী ধর্ম? মুসলমানরা কি তাহলে আসলেই সন্ত্রাসী? আপনি যদি একজন মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে আবেগবশতঃ কথাটা আপনার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু একজন ব্যাক্তি যিনি মুসলমান নন বা ইসলাম সম্পর্কে যাঁর জ্ঞান শুধু প্রচার মাধ্যমের মধ্যে সীমিত তার কাছে তো খারাপ লাগার কথা নয়, এমনকি তারপক্ষে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে মনে করা অসম্ভব কিছুও নয়।

আজকের এই নিবন্ধে উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে সঠিক তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে সত্য এবং বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা হবে।

ইসলাম অর্থ কি?

ইসলাম শব্দের অর্থ কি? ইসলাম আরবী শব্দ। ইসলাম শব্দের ধাতুগত মুল শব্দ হলো 'সলম'। আরবী ভাষায় যবর এবং যের এর পার্থক্যের কারণে এই শব্দটির উচ্চারণ সিলমুন বা সালমুন দুটোই হতে পারে। সিন অক্ষরের নীচে যের দিয়ে অর্থাৎ সিলমুন পড়লে এর অর্থ দাঁড়ায় আত্নসমর্পণ আর সিন অক্ষরের উপর যবর দিয়ে অর্থাৎ সালমুন পড়লে এর অর্থ দাঁড়ায় শান্তি। অর্থাৎ কথাটাকে স্পষ্ট করে বলতে হয় ইসলাম শব্দটির মৌলিক অর্থ হলো আত্নসমর্পন এবং শান্তি। ইসলামী চিন্তাবিদরা কথাটার ব্যাখ্যা এভাবে দেন যে, ইসলাম অর্থ আল্লাহর কাছে আত্নসমর্পন করা আর আত্নসমর্পন করার মাধ্যমেই মানব জীবনের শান্তি নিহিত রয়েছে। এটাই মূলতঃ এক কথায়

www.pathagar.com

ইসলামের অন্তঃনহিত অর্থ। আত্মসমর্পন কথাটাকে আরেকটু ব্যাখা করতে গেলে বলা যায় সাধারণত মানুষের মধ্যে একটা অহংবোধ বা আমিত্ব থাকে সেই অহংবোধ বা আমিত্বকে জলাঞ্জলী দিয়ে নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর সমর্পন করা।

পবিত্র কোরআনে কথাটার ভাবার্থ এভাবে ব্যাক্ত করা হয়েছেঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার ত্যাগ (ও কোরবানী), আমার জীবন এবং মৃত্যু (সব কিছু) আল্লাহর জন্য সমর্পিত।" (আল কোরআন ৬ঃ১৬২)।

আল্লাহর জন্য সমর্পন করার মূল অর্থ হলো, আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত করা। হাদিস শরীফে কথাটাকে এভাবে বর্নণা করা হয়েছে, "মানুষের জন্য তাই পছন্দ কর যা তুমি তোমার নিজের জন্য পছন্দ কর এতেই তুমি প্রকৃতপক্ষে একজন ঈমানদার হতে পারবে।"

বিষয়টাকে স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্মে যে 'নির্বাণ' কে পরম শান্তি বলা হয়েছে (নির্বানং পরমং সুখং), সুফিবাদের ভাষায় সেটাকেই 'ফানা ফিল্লাহ' বলা হয়েছে। যেটাকে চীনের 'তাও' ধর্মে 'উ চী' হিসেবে এবং কনফুসিয়াস মতবাদে যেটাকে 'সু' বা পরার্থবাদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেটাই মূলতঃ পরিস্ফুট হয়েছে আল্লাহর কাছে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে।

পবিত্র কোরানে বলা হয়েছেঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"ঐ ব্যাক্তির কথার চে' আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং সৎ কাজ করে আর ঘোষনা দেয় যে আমি একজন মুসলমান" (আল কোরআন ৪১ঃ৩৩)।

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াতের দৃষ্টিতে আল্লাহর দিকে ডাকা এবং সৎ কাজ করা হলো একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য। কোরআনের পর ইসলামের দ্বিতীয় পবিত্র গ্রন্থ হলো হাদিস। হাদিস হলো মূলতঃ নবী মুহম্মদ (সঃ) এর কথা, কাজ বা স্বীকৃতি। মুসলমান এর সংজ্ঞায় হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, "মুসলিম হলো সে ব্যাক্তি যার কথা এবং হাত (কর্ম) দ্বারা অন্য মুসলমান প্রশান্তি লাভ করে"। (তিরমিযি, নাসাঈ, দ্রষ্টব্যঃ মিশকাত ১ম খন্ড কিতাবুল ঈমান ৩৩)

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, "ঐ ব্যাক্তি মুসলমান হতে পারেনা যে নিজে পেট পুরে অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে দিন কাটায়"।

www.pathagar.com

ঈমান এবং সৎকাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িতঃ

একজন ব্যাক্তি মুসলমান হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হলো ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। যে ব্যাক্তি এই বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে বলা হয় মুমিন। পবিত্র কোরআনের অধিকাংশ স্থানে যেখানেই ঈমান সম্পর্কে আলোচনা এসেছে সাথে সাথেই সৎকাজের আদেশ দেয়া হয়েছে। ঈমান সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো পর্যবেক্ষণ করলে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে ঈমান এবং সৎ কাজ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকি কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদের দৃষ্টিতে সৎকাজহীন ঈমানের কোন মূল্য নেই। অন্য অর্থে বলা যায় ঈমান বা ইসলাম হলো মূলতঃ সৎকাজ করা।

পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা রাসূল (সাঃ)কে জগতবাসীর জন্য রহমত বা শান্তি হিসেবে প্রেরণ করেছেন।" (আল কোরআন ১৭:১০৭) সুতরাং রাসূল সাঃ এর আনিত সকল বার্তা মূলত মানবজাতির জন্য কল্যানকরই।

তাহলে সমস্যাটা কোথায়? ইসলামকে কেন সন্ত্রাসবাদের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে আজকের নিবন্ধে কয়েকটি বিতর্কিত বা ভুল ব্যাখ্যাকৃত বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। বিষয়গুলোর একটি হলো জিহাদ। জিহাদ শব্দটাকে দু'দিক থেকে ভুল বুঝা হয়েছে বা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যারা জিহাদকে ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন তাদের অনেকেই একদিকে যেমন জিহাদকে বুঝতে ভুল করেছেন অপরদিকে যারা ইসলাম সম্পর্কে বুঝতে ভুল করেছেন বা যে কোন কারণবশতঃ ইসলামকে অপছন্দ করেন তারাও এই জিহাদকে ভুলভাবে বুঝেছেন।

জিহাদ কি? জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ ঃ

জিহাদ আরবী শব্দ। জিহাদের আরবী ধাতুগত আরবী শব্দ হলো 'জহদ' বা 'জাহদ' যার অর্থ হলো চেষ্টা করা, কোশেশ করা। সেই জাহদ বা জহদ থেকে উদ্গত এই জিহাদের মূল অর্থ হলো ইসলামের শিক্ষা বা আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করা কাজ করা। জিহাদ অন্য অর্থে আত্মশুদ্ধির জন্যও ব্যাবহৃত হয়ে থাকে হাদীস শরীফে বলা হয়েছেঃ "কঠিনতম জিহাদ হলো নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা।"
পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

www.pathagar.com

"যে ব্যাক্তি জিহাদ করে সে ব্যাক্তি মূলতঃ নিজের আত্মার উন্নয়নের জন্যই জিহাদ করে"। (আল কোরআন ২৯ঃ৬)

জিহাদের সাথে লড়াই, মারামারি বা ঝসড়া ফাসাদের কোনই সম্পর্ক নাই। সুতরাং আপনি যদি ইসলামকে ভালবাসেন কিংবা ঘৃণা করেন, বা যেই হোননা কেন, আপনার জন্য একথা স্পষ্টভাবে জানা থাকা দরকার যে জিহাদ শব্দটা শুনলে কারো মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি বা কোনপ্রকার গাত্রদাহের কোনই কারণ নাই। জিহাদের সাথে সন্ত্রাসের কোনই সম্পর্ক নাই। জিহাদের মধ্যে কোন উত্তেজনার কিছুই নেই।

ক্বিতাল কি? ক্বিতালের সাথে ইসলামের সম্পর্কঃ

হ্যাঁ, ইসলামী পরিভাষায় অন্য একটি শব্দ রয়েছে তা হলো ক্বিতাল। ক্বিতাল শব্দের অর্থ হলো যুদ্ধ করা, জীবনহীন করা কিংবা মৃত্যুদন্ড দেয়া।

এই কিতাল শব্দ নিয়ে এবার আমরা আলোচনায় আসবো। দেখা যাক একটা জীবনকে জীবনহীন করার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ার মূল উৎস পবিত্র কোরান কি বলছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"কোন জীবনকে জীবনহীন করোনা যা কিনা আল্লাহ পাক হারাম করেছেন। যদি না ঐ জীবন জীবনহীনতা বা মৃত্যুদন্ডের প্রাপ্য হয়" (দ্রষ্টব্য আলকোরআন ৬ঃ১৫১; ১৭ঃ৩৩; ২৫ঃ৬৮)

শুধু তাই নয়, নরহত্যাকে ইসলাম জঘন্য অন্যায় এবং পাপ মনে করে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

অর্থাৎ যে ব্যাক্তি অন্য কোন ব্যাক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলো, অথবা সন্ত্রাস সৃষ্টি করলো সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করলো। তেমনিভাবে কে যদি কোন প্রানীর জীবনকে রক্ষা করলো সে যেন পৃথিবীর সকল প্রাণীর জীবনকেই রক্ষা করলো। (আল কোরআন ৫:৩২)

www.pathagar.com

কোরআনের একাধিক স্থানে বর্ণিত উপরোক্ত বক্তব্যে একথাই স্পষ্ট যে, একজন ব্যাক্তি যদি মৃত্যুদন্ডের বা মৃত্যবরণ করার প্রাপ্য না হয় তাকে মৃত্যুদন্ড দিতে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অন্য অর্থে হ্যাঁ, একজন ব্যাক্তি যদি তার কৃতকর্মের কারণে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্য হয় সেক্ষেত্রে ইসলাম মৃত্যুদন্ড দেয়ার পক্ষপাতি। যদি কোন ব্যাক্তি অন্যায়ভাবে অন্য ব্যাক্তিকে হত্যা করে এক্ষেত্রে হত্যাকারিকে মৃত্যদন্ড দেয়ার বিধান ইসলামী পরিভাষায় রয়েছে সে মৃত্যুদন্ডকে বলা হয় কিসাস। এই কিসাস সম্পর্কে কোরআনের ঘোষনা হচ্ছে,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে বুদ্ধিমানগন, কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।" (আলকোরআন ২ঃ১৭৯)।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোরআনের দর্শন হলো একজন অন্যায়কারীকে শাস্তি দিলে বাকি অন্যায়কারীরা সাবধান হয়ে আর অন্যায় করবেনা। সুতরাং একজন খুনীকে মৃত্যুদন্ড দিলে খুন কমে যাবে। কথাটা স্পষ্ট করে বলতে হলে বলা যায় যে, ইসলাম শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেয়ার বিরুদ্ধে নয়। যদি কোন লোক সঠিক বিচারে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত হয় তবে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া যেতে পারে। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যুদন্ড দেয়াতে আপাতত যদিও একটি প্রাণ চলে যাচ্ছে, কিন্তু তাতে বাকী অনেকগুলো প্রাণ বেঁচে যাকে। অপরদিকে সঠিক বিচারের বাইরে কোন জীবনকে জীবনহীন করার ব্যাপারে ইসলামের কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

এবার আলোচনায় আসা যাক যদি ক্বিতাল শব্দটাকে যুদ্ধ বা লড়াই অর্থে ব্যবাবহার করা হয়। দেখা যাক এক্ষেত্রে কোরআনের বক্তব্য কি? পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"তোমাদের উপর যুদ্ধকে ফরজ করে দেয়া হয়েছে, যদিও এটা তোমাদের জন্য অপছন্দনীয় কাজ।" **(আল কোরআন ২ঃ২১৬)**।

এখন প্রশ্ন হলো কাজটা যদি অপছন্দনীয়ই হবে তাহলে আবার ফরজ করা হলো কেন? কেন যুদ্ধকে ফরজ করে দেয়া হয়েছে অপছন্দনীয় কাজ মনে করার পরও। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"হায় তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে কেন যুদ্ধ করছোনা! অথচ, এই সমস্ত (নিপীড়িত, নির্যাতিতরা চিৎকার করে) বলছে, ও খোদা! আমাদেরকে এই স্থান থেকে নিস্কৃতি দাও এখানকার মানুষগুলো যে বড়ই অত্যাচারী!"

www.pathagar.com

(আল কোরআন, ৪ঃ৭৫)

উপরোক্ত আয়াত থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে, নির্যাতিত মানুষের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করার জন্যই ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। যুদ্ধ বিগ্রহ খুব শখের বা মজার জিনিস নয়, কোরআন সেটাই বলেছে। অর্থাৎ বাধ্য হয়েই যুদ্ধের দিকে যেতে হচ্ছে। অত্যাচারী, জালিম শোষকগোষ্ঠী যখন নিরীহ মানুষের প্রতি তাদের হিংস্র থাবা বাড়িয়ে দেয় তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই ইসলামের নির্দেশ। কোরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

"তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে এ জন্য যে, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে।" (আল কোরআন ২২ঃ৩৯)।

সম্মানিত পাঠক, এখানে আরো একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে, অত্যাচারী নিপীড়িত মানুষকে অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য মুমিনদের উপর যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করা হয়েছে অথচ মুসলমানদের নিজেদের উপর যখন অত্যাচার করা হয়েছে তখন যুদ্ধের জন্য শুধু অনুমতি দেয়া হয়েছে। অবশ্যম্ভাবী করা হয়নি। যুদ্ধকে উৎসাহিত বা অনুমোদন দেয়ার অন্যতম আরো কারণের মধ্যে রয়েছে ফিতনা বা সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে এভাবে,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও সমাজ থেকে ফিতনা বা কলুষতা দূর হওয়া পর্যন্ত।" (আল কোরআন ২ঃ১৯৩; ৮ঃ৩৯)।

সমাজে যে সমস্যা আছে তাতো আমরা সবাই জানি। এবং এক শ্রেণীর হিংস্র মানুষ নামের অমানুষ আছে যারা নিজেদের স্বার্থে সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করে সেটাও আমরা জানি। ঐ সমস্ত কলুষতা দূরীকরনের জন্য কিছু লোককে তো এগিয়ে আসতে হবে তাই নয় কি? কে হবে ঐ সমস্ত বীর পুরুষ? ইসলাম মুসলমানদেরকেই নির্দেশ দিচ্ছে ঐ সামাজিক সমস্যা দূরীকরনে এগিয়ে আসার জন্য। সুরা বাকারা এবং সুরা আনফালে ২ঃ১৯৩, ৮ঃ৩৯ এ বিষয়েই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনায় যুদ্ধ, শান্তি, শাস্তি বিধান সম্পর্কে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট হবার কথা। ইসলাম সন্ত্রাসকে কোন প্রকার সমর্থন বা প্রশ্রয় দেয়না তবে ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের শুধু পক্ষেই নয় এটা ইসলামের নির্দেশ।

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বে এত সমস্যা কেন?

এ প্রশ্নটা খুবই জটিল। সত্যিই, বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দূর প্রাচ্য বা পৃথিবীর অন্য যে কোন অংশের তুলনায় মুসলিম বিশ্বেই সমস্যা সবচে' বেশী। এই জটিল প্রশ্নের আলোচনায় যাওয়ার আগে পাঠকদেরকে অন্ততঃ দুটো বিষয়ে মনযোগ আকর্ষণ করবো। (১) মুসলমান বা ইসলাম বলতে আসলে কি বুঝায় বা অন্য অর্থে সত্যিকারভাবে মুসলমান কারা এবং তাদের মধ্যে আসলে সন্ত্রাসধর্মী সমস্যা আছে কিনা। (২) বর্তমান বিশ্বের যে সমস্ত সমস্যা মুসলমানদেরকে নিয়ে বিরাজমান ঐ সমস্ত সমস্যার পেছনে কলকাঠি কারা নাড়ছেন বা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা ঐসব সমস্যার জন্য দায়ী কিনা।

(১) ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধি কারা ঃ

অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সাদামাটাভাবে ইসলামের সংজ্ঞা হলো ইসলামের ৫টি স্তম্ভ (ক) ঈমান (খ) নামাজ (গ) রোজা (ঘ) হজ্ব ও (ঙ) যাকাত

একজন ব্যাক্তির মুসলমান হবার সাথে পৈত্রিক নাম, বংশ, জন্মস্থান, মুখাবয়ব শারিরীক প্রতিচ্ছবি, বেশভুষা মৌলিক বিষয় নয়। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হবে কারো নাম আহমদ, মুহম্মাদ হলেই যে তিনি মুসলমান হবেন এমনটি নয়। শুধু অতিত ইতিহাসে নয় বর্তমানেও আরব বিশ্বে অনেক অমুসলমানের আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান জাতীয় মুসলিম নাম রয়েছে। আরবী নাম দেখলেই সেটা ইসলামিক বা ভাল নাম এমনতর মানষিকতা অনুন্নত মেধার স্বাক্ষর। ইরাকের উপপ্রধানমন্ত্রী তারেক আজিজের নাম শুনতে তো একজন মুসলমানের নামই মনে হয় অথচ তিনিএকজন খৃষ্টান। আসাদ না শুনলে ইসলামিক মনে হয়, আসাদ অর্থ হলো সিংহ। নাম নিয়ে আলোচনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো কোন বিষয়ে অহেতুক মোহাব্বতটা ক্ষতিকর। যেমনিভাবে লম্বা দাড়ি কিংবা আজানুলম্বিত জুব্বা থাকলে থাকলেই একজন ব্যাক্তি মুসলমান বা মুসলমানদের প্রতিনিধত্ব করেন না। যদি তা হতো তাহলে শিখরা হতো সবচে' বড় মুসলমান। আরব বিশ্বে খৃস্টানরাও লম্বা জুব্বা পরেন। একথা দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য যে, উপরোক্ত মন্তব্যে অনেক মুসলমানই আহত কিংবা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন তারপরও একথা মানতে হবে যে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট না থাকার কারণেই শুধুমাত্র আবেগতাড়িত হয়ে আমরা অনেকগুলো কাজ করে থাকি পরিণামে তার দায় দায়িত্ব ইসলামকে বহন করতে হয়।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সমস্যা আলোচনা করতে একথা বলতেই হবে যে, আমাদেরকে সমস্যার গোড়ায় যেতে হবে। আবেগ বর্জন করতে হবে। একজন ব্যাক্তিকে দেখতে বুজুর্গ মনে হলেই যে তিনি ইসলামী নেতৃত্বের জন্য সবচে' যোগ্য ব্যাক্তি এ ধরনের আবেগপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে। এসব নেতৃত্বের অনেকে প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে ভালবাসেননা। আবার কেউ কেউ আছেন ইসলামকে

www.pathagar.com

ভালবাসেন ঠিকই এবং ব্যাক্তিগতভাবে একজন ভাল মুসলমানও, তিনি ইসলামী আহকামসমূহ পালনও করেন অথচ বার বার ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে মুসলমান সমাজের ক্ষতি করছেন। ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ দিচ্ছেন। এসমস্ত ব্যাক্তিও অজ্ঞতার কারণে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার রাখেননা।

শুধু নেতৃত্বের ক্ষেত্রেই নয়। এ কথাও আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, মুসলমান হিসেবে আমরা তখনই দাবী করার অধিকার রাখি যখন আমরা ইসলামের অনুশাষন মেনে চলবো। বিশ্ব বিখ্যাত সাবেক পপ সংগীত শিল্পী কেটস স্টিভেনস বর্তমানে ইসলামগ্রহনকারী ইউসুফ ইসলাম একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমার ভাগ্য ভাল যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি মুসলমানদেরকে দেখার আগে। মুসলমানদের যে করুণ অবস্থা এতে আমি যদি ইসলাম সম্পর্কে পড়ার আগে মুসলমানদেরকে দেখতাম তাহলে হয়তোবা ইসলাম গ্রহন করতাম না।"

বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশগুলোর মানুষের মধ্যে আসলেই কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে। ব্যাপারটা আসলে ধর্মীয় বা আদর্শিক নয় বরং ভৌগলিক। যেমন স্বভাবতই উপমহাদেশের মানুষগুলো বেশ আবেগপ্রবণ। আবেগপ্রবণতা, অদূরদর্শীতা, পরিণাম না ভেবে গরম মাথায় ঝাপিয়ে পড়া এসব। এ রোগটা উপমহাদেশের যে কোন ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মুসলমান, হিন্দু খৃষ্টান, এমনকি নাস্তিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এই কারনে বাবরী মসজিদ নিয়ে এত হানাহানি, গুজরাটে হাজার হাজার মুসলমানের উপর হামলা। কাশ্মিরে সমস্যা। পাকিস্তানে গন্ডগোল। একই কারণে আমাদের বুদ্ধিজীবি সমাজের মধ্যে এত সমস্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে এই দুঃখজনক পরিস্থিতি।

পক্ষান্তরে পশ্চিমা জগতের মানুষের একটা সহজাত প্রবণতা হলো অন্যের কথা শোনা। মতবিরোধ করতে হলে বুদ্ধিমত্তার সাথে মতবিরোধ করা, ধৈর্য্য ধরা। ওয়া জাদেলহুম বিল্লা

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

এই নিবন্ধের পাঠকদের যাদের পশ্চিমা জগৎ সম্পর্কে ধারনা আছে তারা একটা কৌতুকের সাথে একমত হবেন যে, "আপনি যদি পশ্চিমা জগতে কারো কোন ক্ষতি করেন এতে তারা যদি আপনার উপর প্রচন্ডভাবে ক্ষুব্ধ ও হয় তারপর ও হাসবে, এবং বলবে "It's OK, It's OK, don't worry" আপনি হয়তো আস্বস্ত হবেন এই ভেবে যে, যাক ঝামেলাটা চুকে গেল। আর আবেগাপ্লুত হয়ে ভাববেন, আহা এই পশ্চিমারা কত ভাল মানুষ। কিন্তু পরদিনই আপনি টের পাবেন যে আপনার বিরুদ্ধে মামলা (স্যু) করা হয়েছে। ব্যাপারটা এমন নয় যে, তারা ভাল কিংবা খারাপ মানুষ এটা বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বরং এখানে মূল বক্তব্য হলো পশ্চিমারা ঠান্ডা মাথায়

www.pathagar.com

পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে পক্ষান্তরে এসিয়ানরা উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন না।

আগেই যেমন বলেছি আসলে ব্যাপারটা ভৌগলিক। অর্থাৎ এমন আচরণ আপনি পাবেন, খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু কিংবা নাস্তিক সবার মধ্যেই। শুধু তাই নয়, আপনি নিশ্চয়ই একজন বাংলাদেশী বা বাংগালী (যেহেতু বাংলা পড়ছেন সেজন্য ধরে নিচ্ছি) আপনি যদি পশ্চিমা জগতে বসবাস করেন আপনার ছেলেমেয়েরা যারা এদেশে বড় হচ্ছে তাদের আচরণে আপনি অনেকটা একই আচরণ দেখতে পাবেন। আপনার সন্তানরা ইসলামী শিক্ষা দীক্ষায় বড় হচ্ছে নাকি হিন্দু ধর্ম মতে কিংবা পুরো ধর্মের ছোঁয়ার বাইরে অবস্থান করছে সেটা বড় কথা নয়। তাদের সবারই ব্যাবহারিক জীবনে, তাদের আচার আচরণে আপনি ধৈর্য্য দেখতে পাবেন, অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখবেন।

(২) বর্তমান বিশ্বের সমস্যাসমূহের জন্য আসলে দায়ী কারা ঃ

আজকের বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় বেশীর ভাগ সমস্যা মুসলিম দেশসমূহে কিংবা মুসলমানদেরকে নিয়ে। ফিলিস্তিন, কাশ্মির, বসনিয়া, কসভো, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান সবগুলোই তো মুসলিম দেশ কিংবা অমুসলিম দেশ কিন্তু সমস্যাটা মুসলমানদেরকে নিয়ে। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার আগে সম্মানিত পাঠকদেরকে আমি একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যে, যে ঘটনা বা দুর্ঘটনা মূল কারণ বা সুত্রপাত বের করা খুবই প্রয়োজন। বের করা প্রয়োজন দূর্ঘটনার পেছনে কি কার্যকারন রয়েছে। আসুন প্রথমেই উপমহাদেশের সমস্যা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। তার আগে আমি পাঠকদেরকে অনুরোধ করবো একটা ম্যাপ নিয়ে পুরো উপমহাদেশের চিত্রটা একনজর দেখে নিতে, সম্ভব হলে ম্যাপটা চোখের সামনে রাখুন। লক্ষ্য করুন, কত আঁকা বাঁকা আমাদের উপমহাদেশের এই মানচিত্র।

বাংলাদেশের মানচিত্রটাই একটু ভালভাবে নজর দিয়ে দেখুন। ভারত, পাকিস্তান এবং কাশ্মিরের মানচিত্রটার প্রতি একটু নজর দিন। দেখুন কত আঁকা বাঁকা। এবার আসুন নজর দিন ইউরোপের মানচিত্রের দিকে, আমেরিকার মানচিত্রের দিকে। দেখুন কত সোজা করে ভাগ করা। অথচ আমাদের মানচিত্রটা কত জটিল। আপনি কি কখনো এটা নিয়ে ভেবে দেখেছেন। আমাদের দেশ ভাগ বা মানচিত্রটা কাদের দ্বারা প্রণিত? শুধু তাই নয় আমার আজও বুঝে আসেনা ১৯৪৭ সালে যখন ভারত উপমহাদেশ ব্রিটিশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করলো তখন কোন যুক্তিতে তৎকালীন পূব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশকে) পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করা হলো, যদিও পাকিস্তান

www.pathagar.com

এবং বাংলাদেশের ভাষা ভিন্ন, সংস্কৃতি ভিন্ন ভৌগলিকভাবে হাজার হাজার মাইল দূরে। পক্ষান্তরে পশ্চিম বংগের কিছু এরিয়া যাদের ভাষা বাংলা, যারা ধর্মে মুসলমান, যাদের সংস্কৃতি প্রায় বাংলাদেশীদের মতই সেই এরিয়াগুলোকে কেন বাংলাদেশের সাথে দেয়া হয়নি। তেমনিভাবে ভারতের আসাম এবং বাংলাদেশের সিলেট জেলা; ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতির দিক থেকে আসাম এবং সিলেট খুবই কাছাকাছি অথচ ভারত এবং বাংলাদেশে বিভক্ত। কাশ্মিরের অর্ধেক রাখা হয়েছে পাকিস্তানের সাথে বাকি অর্ধেক ভারতের সাথে। এতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে মূলতঃ উপমহাদেশের সমস্যাগুলোর কার্যকারণ ঐসমস্ত ইতিহাসের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। কাশ্মিরের বেশির ভাগ অধিবাসীরা ছিল মুসলমান, ভাগ যেহেতু করা হয়েছেই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে কাশ্মিরকে কেন ভারতের সাথে দেয়া হলো।

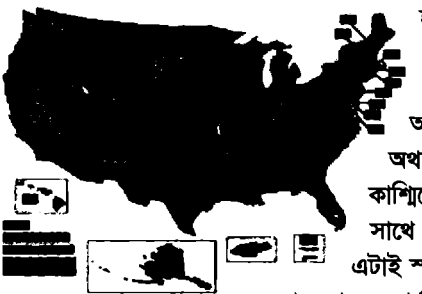

ফিলিস্তিনিরা ১৯৪৭ সাল থেকে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করছে অর্ধ শতাধিক বছর ধরে, কাশ্মিরীরা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছে অর্ধশতাধিক বছর ধরে এরা স্বাধীনতা তো পাচ্ছেই না বরং সংজ্ঞায়িত হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে। অপরদিকে ইন্দোনেশীয়ার ইস্ট তিমুর দ্বীপে পুর্তুগীজরা বাইরে থেকে এসে বসতি স্থাপন করে তারপর ইস্ট তিমুর বাসীরা ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে ২৫ বছরে তারা তাদের স্বাধীনতা পেয়ে যায়। ফিলিস্তিনি, কাশ্মিরি আর ইস্ট তীমুরবাসী এরা সবাই মানুষ, সবাই তাদের অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে। ইস্ট তিমুর বাসীরা স্বাধীনতা পেয়ে যায় ফিলিস্তিনিরা আর কাশ্মিরীরা পায় না, পার্থক্যটা এখানে, ফিলিস্তিনিরা আর কাশ্মিরীরা মুসলমান আর ইস্ট তিমুরবাসীরা খৃষ্টান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বসনিয়াকে সার্বিয়ার সাথে যুক্ত করা হয় কোন যুক্তিতে? বসনিয়ানরা তাদের নিজস্ব জাতীয় স্বকীয়তা, পরিচয় এবং মুসলমান হিসেবে বাঁচতে চায়। নেমে আসে বসনিয়ানদের উপর ঐতিহাসিক বর্বরতা তারপরও মুসলমানদেরকে সংজ্ঞায়িত করা হয় সন্ত্রাসী হিসেবে। তেমনিভাবে ঐতিহাসিক নিষ্ঠুরতা চলে কসোভোর মুসলমানদের উপর তাদের একমাত্র অপরাধ তারা নিজেদের পরিচয় এবং স্বকীয়তা নিয়ে বাঁচতে চায়। নিষ্ঠুরতা চলে জেনিনে ও মুসলমানদের উপর। কি অপরাধ ছিল

www.pathagar.com

ভারতের গুজরাটের মুসলমানদের ?! তারা তো তাদের স্বাধীনতাটাও চায়নি তারপরও কেন তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হলো। এরাও তো মানুষ, পশুকেও তো কেউ এভাবে হত্যা করতে পারেনা। কোথায় সেই বিশ্ববিবেক, কোথায় সেই বুদ্ধিজীবিরা। কি অপরাধ ছিল গুজরাটের মুসলমানদের। অপরাধ ছিল তো একটাই যে তারা মুসলমান। পরে তো এটা প্রমাণিত হলো যে এই বর্বর পৈশাচিক কর্মকান্ড ছিল রাজ্য সরকারসহ একটি কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্র। এরপরও বলা হচ্ছে মুসলমানরা সন্ত্রাসী।

কি অপরাধ ছিল আফগানিস্তানের নিরীহ মানুষের? দোষ করেছে বিন লাদেন, কিন্তু শাস্তি হলো কার?! কোথায় সেই বিন লাদেন? বিন লাদেনের তো কোন বিচার হয়নি?! বিন লাদেন কি কি অন্যায় করেছে সেসব তো উদ্ঘাটন করা হলোনা। কারা কারা বিন লাদেনের সাথে আছে, ষড়যন্ত্রের সাথে আর কারা জড়িত তাতো বের হলো না। কি অপরাধ ছিল আফগানিস্তানের মানুষের। খেলা সাঙ হলো কেন? তালেবানের অপরাধ ছিল তালেবান বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়নি। তারা বলেছিল, বিন লাদেন যে অপরাধী তারা তার প্রমাণ চায় তবেই তারা বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেবে। শেষ পর্য্যন্ত বিন লাদেন তার নিজের অবস্থাতেই থাকলো। তার সম্ভবত কিছুই হয়নি, কোন বিচার তো হয়ইনি। স্বভাবতই মনে হচ্ছে বিন লাদেন দিব্যি বেচে আছে। শাস্তি পেল আফগানিস্তানের নিরীহ মানুষ।

উপসংহারঃ

না, ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের কোনই সম্পর্ক নাই। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইতিহাস সাক্ষী মুসলমানরা নির্যাতিত হয়েছে অনেক বেশী।

মানতে হবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহের মানুষের মধ্যে অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে। অজ্ঞতা, অশিক্ষা, দূরদর্শিতার অভাব, আবেগপ্রবণতা, ক্রোধ ইত্যাদি। তবে বুঝতে হবে যে, সমস্যাগুলো ভৌগলিক। একজন কাশ্মিরী কিংবা ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যদি তার পিতা-মাতা আত্নীয় স্বজন হারিয়ে ক্রোধের বশবতী হয়ে প্রতিশোধস্পৃহ হয়ে পড়ে নিঃসন্দেহে সে ব্যাক্তিকে ফিলিস্তিনি বা কাশ্মিরী হিসেবে দেখতে হবে। মানুষের মধ্যে দোষ গুন দুটোই থাকে। কোন দোষকেই গড়পড়তা মুসলমানদের দোষ বলে চিত্রায়িত করা হবে অন্যায়। ভৌগলিক অবস্থানভেদে একেক দেশে একেক রকম সমস্যা রয়েছে। তেমনিভাবে দোষ এবং গুণ রয়েছে ইউরোকেন্দ্রিক দেশগুলোতে। ইউরোকেন্দ্রিক যে কোন কিছুই ভাল, সাদা মানে ভাল এমন মানষিকতা ঠিক নয়। মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রায়িত করার পেছনে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমগুলোর বাড়াবাড়ি রয়েছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যম যারা নিয়ন্ত্রন করছেন তাদের কেউ কেউ ইসলাম সম্পর্কে ভূল ধারনার বশবর্তী হয়ে আছেন।
কিছু কিছু মিডিয়ার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের পরিপ্রেক্ষিতেও কিছু কিছু ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

ধর্ম কি ও কেন

উপক্রমণিকাঃ

ধর্ম বিশ্বাসটা আসলে কি? ধর্মটা মুলতঃ একধরনের বিশ্বাস মাত্র। যে বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু অনেক কিছুই হতে পারে। যদিও পৃথিবীর বেশীর ভাগ ধর্মেরই কেন্দ্রবিন্দু ঈশ্বর, গড, বা আল্লাহ। ঈশ্বর, গড বা আল্লাহ আছে কি নেই এটা যুক্তি দিয়ে বুঝার বিষয় নয়। ধর্ম সম্পর্কে অধিকাংশ পশ্চিমা দার্শনিকদের মতে, very broadly: "Religion is any specific system of belief about deity, often involving rituals, a code of ethics, and a philosophy of life." ধর্ম হলো মূলতঃ এক প্রকার জীবন দর্শন। কোন না কোন প্রকার আধ্যাতিকতায় বিশ্বাস। অধিকাংশ ধর্মই কোন প্রকার ঈশ্বর, আল্লাহ বা এক প্রকার সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে।

ঈশ্বর বা আল্লাহ আছেন একথা যেমন যুক্তি দিয়ে কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না তেমনিভাবে ঈশ্বর বা আল্লাহ যে নেই তারও কোন যুক্তি দিয়ে প্রমান করার বিষয় নেই। এই উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বাসটা হলো প্রধান। কেউ নিজের, দুর্বলতা, ব্যার্থতা সীমাবদ্ধতা অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তার উপর চাপিয়ে দিয়ে শান্তি পান আবার কেউবা নিজের বিবেককেই চুড়ান্ত ভেবে বিবেকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। এক্ষেত্রে কেউ বিশ্বাস করেন অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তায় আবার কেউবা বিশ্বাস করেন অদৃশ্য বিবেকে। বিবেকবাদীদের বিবেকটাই তাদের ধর্ম। এরা যেহেতু নিজের চিন্তা বা কথিত বিবেক দ্বারা পরিচালিত তাই তারা নিজেদেরকে বড়ই বিবেকবান মনে করে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিজদেরকে বুদ্ধিজীবি ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

মানুষের বিশ্বাস, আদর্শ এবং অভিমত সম্পর্কে অগাস্টিন বলেছেন, "Everyone who understands also, believes, and everyone who has an opinion believes, too; but not everyone who believes understands, and no one who merely has an opinion understands.

প্রতিটি বোধসম্পন্ন মানুষেরই একটা বিশ্বাস আছে। কোন ব্যাপারে যারা কোন মত ব্যাক্ত করে সেটা বিশ্বাস থাকার কারনেই করে। কিন্ত কোন ব্যক্তি কোন কিছুতে বিশ্বাস করলেই তিনি যে বুঝেন তা নয় এবং একজন ব্যাক্তি যার যাচ্ছেতাই অভিমত সে আসলেই বুঝেনা।

ধর্ম হলো মানুষের চিরন্তন প্রয়োজনীয়তা। ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষ বাচতে পারেনা। একজন মানুষ অনেক্ষণ যাবৎ ঠান্ডায় অবস্থানের পর তারপর এরটু গরম বা উষনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে অপরদিকে অনেকক্ষণ যাবৎ গরমে অবস্থান করার পর যেমন একটু শীতলতা পেতে চায় ঠিক তেমনিভাবে একজন মানুষ বস্তুবাদী জড়জগতের কর্মব্যাস্ততার পর আত্নিক প্রশান্তি খুঁজে বেড়ায়। মানুষের এ চাহিদা কোনদিন কেউই দমন করতে পারেনি এবং পারবেনা। খাদ্য ছাড়া কোন শরীর যেমন কোনদিন বাচতে পারেনা, তেমনিভাবে ধর্ম ছাড়া, বিশ্বাস ছাড়া, আস্থা ছাড়া কোনদিন কোন আত্মা বা প্রাণ বাঁচতে পারেনা। বিশ্বাস ছাড়া পৃথিবীটাই আসলে অচল। আপনি

www.pathagar.com

গাড়িতে চড়েছেন একটা বিশ্বাস নিয়ে। এখানে আপনার বিশ্বাসটা হলো গাড়িটা আপনার গন্তব্যে নিয়ে যাবে এবং সহি সালামতে পৌছাবে। এ বিশ্বাসটা যদি আপনার না থাকতো আপনি গাড়িতে চড়তেন না। আপনার বিশ্বাসটা সঠিক কি বেঠিক সেটা পরের কথা। তবে আপনার একটা বিশ্বাস ছিল বলেই আপনি গাড়িতে চড়েছেন। মানুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় একটা বিশ্বাস নিয়ে, একে অপরকে বিশ্বাস করে। সারা জীবন একত্রে বাস করবে, ঘর সংসার করবে বা অন্য কিছু। প্রেমিক প্রেমিকাও একে অপরকে বিশ্বাস করে। বাজারে লেন দেন করতে গেলে সেখানেও একটা বিশ্বাস কাজ করে। এমনিভাবে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ পরিচালিত হয় কোন না কোন বিশ্বাস এবং পরস্পর আস্থার মাধ্যমে। আপনার বিশ্বাস ভুল হতে পারে কিন্তু কাজ করতে হলে বিশ্বাস আপনার লাগবেই। যারা বিশ্বাস করেনা তারা কোন সিদ্ধান্তে যেতে পারেনা। এদেরকে ইংরেজীতে বলা হয় কনফিউজড। এরা খুব তর্ক করতে ভালভাসে, তত্ব ঝাড়তে চায় কথায় কথায়। আপনার বিশ্বাস যে সবসময় ১০০% ঠিক হবে এমনটি কিন্তু নয়। যেমন আসা যাক গাড়ী চড়ার উদাহরনে, আপনি যদি বিশ্বাস না করেন যে গাড়িটি সহি সালামতে পৌছাবে তাহলে আপনি গাড়িতে চড়বেন না। হতে পারে এই গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটাবে, তাতে আপনার মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু আপনার যদি কোন বিশ্বাস না থাকে তাহলে আপনি কোনদিনই গাড়িতে চড়তে পারবেননা। উপরোক্তো বিশ্বাসগুলো ধর্ম বিশ্বাস থেকে পৃথক হলে ও এ গুলোও মানুষের জীবনে বিশ্বাসের অংশ।

বিশ্বাসটা অনেক সময় অযৌক্তিক হতে পারে, হয়ে থাকে। কিন্তু এটার অর্থ এ নয় যে, যারা ঈশ্বর বা আল্লায় বিশ্বাস করে তাদের বিশ্বাসটা অযৌক্তিক আর যারা ঈশ্বরহীনতায় বিশ্বাস করে তাদের বিশ্বাসটা সঠিক। পৃথিবীর প্রতিটি বিশ্বাসের পেছনেই রয়েছে কিছু না কিছু অযৌক্তিকতার ছোঁয়া। আপনার দৃষ্টিতে অন্যের বিশ্বাসটা হাস্যকর মনে হতে পারে। আপনি ভাবতে পারেন পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ বোকা। সেটা আপনার বিশ্বাস, তবে সেটাই যে সঠিক তা আপনি বলতে পারবেন না। কখনো কখনো আস্তিক বা ধার্মিকদের বিশ্বাসটা হাস্যকর হতে পারে আবারো কখনো বা নাস্তিকদের বিশ্বাসটা হাস্যকর মনে হতে পারে। বিশ্বাসের সাথে যুক্তি টিকে না। আমি আপনাকে বললাম, আমি আপনাকে ৫০ হাজার টাকা দেব, আপনি বললেন প্রমাণ চাই, নিশ্চয়তা চাই। এক্ষেত্রে তখন আর বিশ্বাসের অস্তিত্ব রইলো না। আমি বললাম, প্রমাণ চান?! আর্শ্চয্য! আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না?! হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই এ ক্ষেত্রে আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন নি।

একজনের বিশ্বাস অন্যজনের কাছে গাজাখুরি মনে হতে পারে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে এ ক্ষেত্রে কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক তা নির্ভর করবে বাস্তবতার উপর। মনে করুন, বর্তমান প্রযুক্তির যুগে একজন গ্রামের লোক কম্প্যুটার সম্পর্কে কিছুই জানেন না, অথচ গ্রামের এই লোকটি বুদ্ধিমান একজন যুক্তিবাদী। একজন লোক হঠাৎ শহর থেকে এসে বললো যে, কম্প্যুটারে বসে আপনি পৃথিবীর খবর

www.pathagar.com

মুহূর্তের মধ্যে নিতে পারেন। ঢাকা থেকে যেসব পত্রিকা বেরোয় এসব পত্রিকার ইন্টারনেট এডিশনে আমেরিকায় বসে ঢাকায় যখন রাত ২টা তখনই আমেরিকার লোকজন পড়তে পারে তখন গ্রামের ঐ লোক নিঃসন্দেহে মনে করবে যে, শহরের ঐ লোকটা শহর সম্পর্কে মিথ্যা গাল গল্পই করে যাচ্ছে। আলোচ্য অংশের মূল বক্তব্য হলো কোন বিষয়ে বিশ্বাস করা বা না করাটা মূলতঃ ঐ বিষয় সম্পর্কে আপনার জ্ঞানের পরিধির উপর নির্ভর করে। যেখানে সেখানে যাকে তাকে বিশ্বাস করাটা যেমন একধরনের বোকামী তেমনিভাবে না জেনে শুনে সকল কিছুতেই অবিশ্বাসটা ও অন্য ধরনের বোকামী।

বিশ্বাসের এই চিরন্তনতা পৃথিবীর জন্ম থেকেই ছিল। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, এরিস্ট্যাটল, প্ল্যাটো, অগস্টিন, হেগেল, ক্যান্ট সবাই ধর্মের সত্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে গেছেন। প্ল্যাটোর দর্শনের অন্যতম মূল সুত্র 'বাস্তব জগৎ' (Real world) এবং'ছায়া জগৎ' (Shadow world/visible world) মুলতঃ ধর্মেরই প্রতিদ্ধনী। বাস্তব জগৎ এবং ছায়া জগৎ দিয়ে প্ল্যাটো বুঝাতে চেয়েছেন যে আমরা যে জগৎ দেখি এটা কিন্তু আসল জগৎ নয় এটা আসল জগতের ছায়া মাত্র। প্ল্যাটোর মতে, মনে করুন আপনার বাসায় যে চেয়ারটা দেখছেন আপনি যদি সে চেয়ারটা ধ্বংশ করে ফেলেন তথাপী আপনি কিন্তু আসল চেয়ারটা ধ্বংস করতে পারেননি আসল চেয়ারটা রয়ে গেছে বাস্তব জগতে। প্ল্যাটোর মতে পৃথিবীতে আমরা যা দেখছি সবকিছুই কিন্তু আসল বস্তুর ছায়া মাত্র। প্ল্যাটোর এই অভিমত বাইবেল এবং কোরানের সাথে সামনজস্যশীল। খৃস্টান ধর্ম অনুযায়ী বিশেষত যারা ট্রিনিটি বা ৩ খোদায় বিশ্বাস করে তারা মনে করে পবিত্র আত্মা বা হলি স্পিরিট হলো সকল কিছুর উৎস। অন্যদিকে কোরানের দৃষ্টিতে **আল্লাহই হলো পৃথিবীর সকল কিছুর উৎস (নুর)**। এছাড়া মুসলমানদের বিশ্বাস হলো আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস বা মালিক। উপরোক্ত তিনটি বিশ্বাসকে একত্রে দেখতে গেলে বলা যায় যে, প্ল্যাটো যেটাকে বাস্তব জগৎ বলেছেন খৃস্টানরা তাকে বলছে পবিত্র আত্মা (হলি স্পিরিট) আর মুসলমানরা বলছে আল্লাহ।

প্ল্যাটো ধর্ম সম্পর্কে সরাসরি বলেছেন, The God should only be represented as good, and pious, because it is the nature of divinity to be good. He says, that the creator, created the universe from his likeness, out of the preexisting chaos.

ধর্ম সম্পর্কে হেগেল বলেন, "Religion's proper task is to strengthen, by means of the idea of God as moral lawgiver, what impels us to act ethically and to enhance the satisfaction we derive from performing what our practical reason demands, specifically with regard to the ultimate end that reason posits: the highest good."

www.pathagar.com

তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাইলামা বলেছেন, "Every religion emphasizes human improvement, love, respect for others, sharing other people's suffering. On these lines every religion had more or less the same viewpoint and the same goal."

ধর্মে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতাঃ

ধর্মে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতা আসলে কি? অবিশ্বাসটা হলো বিশ্বাসের নেতিবাচক দিক। কোন বিষয়ে বিশ্বাস করাটা যেমন একটা বিশ্বাস আবার বিশ্বাস না করাটাও আবার এক ধরনের বিশ্বাস। তেমনিভাবে নাস্তিকতাটাও এক ধরনের বিশ্বাস। যেমন আপনি একটা লোককে বিশ্বাস করেন যে তিনি যা বলছেন তা সত্য বলছেন, আর যদি লোকটাকে অবিশ্বাস করেন তার মানে আপনি বিশ্বাস করেন যে লোকটা মিথ্যা বলছে। বিখ্যাত ওয়েবস্টার অভিধান অনুযায়ী, An Atheist is "a person who **believes** that there is no God". নাস্তিক হলো এমন এক ব্যাক্তি যিনি বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর বা আল্লাহ বলতে কিছু নেই।

Oxford Advanced Learner's Dictionary অনুযায়ী "atheism is **belief** that there is no God, and atheist is a person who **believes** that there is no God" অর্থাৎ একজন নাস্তিকেরও একটা বিশ্বাস আছে আর সে বিশ্বাস হলো আল্লাহ নেই এই বিশ্বাস। একজন নাস্তিকের বিশ্বাস হলো, ধর্মটা হলো আসলে প্রতারণা, আফিম। মজার ব্যাপার হলো, একজন নাস্তিকের বিশ্বাসটা ও কিন্তু একজন আস্তিকের মত দৃঢ় হতে পারে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্ধ হতে পারে, হতে পারে অটল, আপোষহীন, এবং অনড়। যেমন বাংলাদেশের প্রয়াত ডঃ আহমদ শরীফ। এদেরই এক গুরু আইজাক আসিমভ (Isaac Asimov) মৃত্যুর আগে বলেছেন, "Although the time of death is approaching me, I am not afraid of dying and going to Hell or (what would be considerably worse) going to the popularized version of Heaven. I expect death to be nothingness and, for removing me from all possible fears of death, I am thankful to atheism."

নাস্তিকদের মধ্যেও তাদের বিশ্বাস নিয়ে অন্ধতা থাকতে পারে। আইজাক আসিমভের উপরোক্ত মতকে আমরা তার বিশ্বাসের দৃঢ়তা বলতে পারি। সেটাই তার বিশ্বাস। বাংলাদেশের প্রয়াত অধ্যাপক আহমদ শরীফের অনেকগুলো কথাকে তেমনিভাবে তার বিশ্বাসের দৃঢ়তা বলা যেতে পারে। তবে আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবি নামধারী কিছু লোক যখন কথায় কথায় ধর্মকে টেনে এনে দোষারোপ করেন। যখন বলেন, "মসজিদে যায় চোর বাটপাররা" যখন মাদ্রাসা শিক্ষাকে বন্ধ করার দাবী আসে, বাংলাদেশের টি,ভি তো যখন প্রত্যক্ষ বা পরক্ষোভাবে ধর্ম সম্পর্কে অবমাননাকর বিষয় উপস্থাপন করা হয়, তাসলিমা নাসরিন জাতীয় ব্যাক্তিরা যখন কথায় কথায় ধর্মকে টেনে এনে দোষারোপ করে তখন নিঃসন্দেহে সেটা ধর্মের বিরুদ্ধে অন্ধতা। যেটাকে বলা

www.pathagar.com

যেতে পারে ধর্মহীনান্ধতা বা নাস্তিকতান্ধতা। কোন ব্যাক্তি যদি নাস্তিকতায় বিশ্বাস করে এতে অন্য মানুষের মাথা ব্যাথা থাকার কথা নয়। সে স্বর্গে যাক কিংবা নরকে যাক সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্ত একজন নাস্তিক যদি নিজের বিশ্বাসের সীমানা ডিঙিয়ে অন্যের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নামে তাহলে অবশ্যই তা বাড়াবাড়ি। সেটা নিঃসন্দেহে অন্যায়।

নাস্তিকদের বিশ্বাস হলো ঈশ্বর বা খোদা মানুষ সৃষ্টি করেন নি বরং মানুষই ঈশ্বর বা খোদাকে সৃষ্টি করেছে। নাস্তিকরা আরো মনে করে যে, প্রকৃতির বাস্তবতা হলো ধর্মে অবিশ্বাস। তারা মনে করে, মানুষকে নিরপেক্ষ ছেড়ে দেয়া হলে সব মানুষ নাস্তিক হয়ে যেত। কিন্তু নাস্তিকদের এ যুক্তি ঠিক নয়। কারণ প্রথম কথা হলো, ধর্ম আসলো কিভাবে তাহলে। প্রকৃতির বাস্তবতা যদি নাস্তিকতা হতো তাহলে প্রথম মানুষগুলো নিশ্চয়ই নাস্তিকই ছিল যেটা নাস্তিকরা প্রকৃতপক্ষেই বিশ্বাস করে কিন্তু এখানে কথা হলো তখন তো ঐ নাস্তিক মানুষগুলোকে (যদি সত্যি সত্যিই থেকে থাকতো) তো নিরপেক্ষই ছেড়ে দেয়া হয়েছিল এবং তখন তো কোন ধর্ম ছিলনা তারপর ও ঐ মানুষগুলো ধর্ম পেল কোথায়? এবং আস্তে আস্তে সারা পৃথিবী গ্রাস করলো কিভাবে? এখনতো ধার্মিকদের সংখ্যাই বেশী। সৃষ্টিকর্তা আছে কি নেই সে বিতর্কে না গিয়েও বলতে হবে আপনি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করেন তথাপী মানতে হবে যে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস নিয়েই বেচে আছে। আর এই কোটি কোটি মানুষগুলো অথর্ব নয়।

www.pathagar.com

আধুনিক বিশ্বে ধর্ম

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন সময় ছিলনা যে যখন কোন মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করেনি। এমন কোন স্থান নেই যেখানে কোন ধর্মবিশ্বাসী নেই। এই ধর্মহীনান্ধদের অনেকে পাশ্চাত্যকে উপাসনা করেন, পাশ্চাত্যে যা কিছু দেখেন তাই তাদের কাছে স্বর্গ মনে হয় অথচ তারা দেখেননি, এই পাশ্চাত্য জগতই ধর্মকে কিভাবে মূল্যায়ন করে থাকে। আমার এ কথা দ্বারা পাশ্চাত্য জগতের মাহাত্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং ধর্ম বিশ্বাসের চিরন্তনতাই এখানে উদ্দেশ্য। এরা হয়তো জানেননা, বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র অঘোষিতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে খৃষ্টান ধর্মের আদর্শ এবং ধর্ম বিশ্বাস দিয়ে। আমাদের এই বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবিরা যারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বা মাদ্রাসা নাম দেখলে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান, মাদ্রাসাকে গালাগালি করেন, তাদের এই জ্ঞান আছে কিনা জানিনা যে, এই পাশ্চাত্য জগতে হাজার হাজার ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, এবং প্রাইভেট স্কুল রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে অনেকগুলো প্রভাবশালী বিশ্ববিদ্যালয়ই হলো ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়। জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটি, সেন্ট লুইস ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ সান ডিয়াগো, ইউনিভার্সিটি অফ সান ফ্রানসিসকো, ইউনিভার্সিটি অফ ডেট্রয়েট মার্সি এই সবগুলো নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ই কিন্তু ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়। অপরদিকে ইউরোপ আমেরিকায় অনেকগুলো ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেমন বাল্টিমোর কলেজ অফ জুইশ স্টাডিজ, ক্লিভল্যান্ড কলেজ অফ জুইশ স্টাডিজ, লন্ডন স্কুল অফ জুইশ স্টাডিজ, অক্সফোর্ড সেন্টার ফর হিব্রু এন্ড জুইশ স্টাডিজ। এছাড়া হার্ভাড, কর্নেল, কলাম্বিয়া, নিউইয়র্ক, ক্যাম্ব্রিজ সহ সবগুলো বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে খৃষ্টবাদ এবং ইহুদীবাদের উপর উচ্চশিক্ষার সুযোগ।

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস বা প্রায় সবগুলো রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম শুরু হয় বাইবেল পাঠ দিয়ে। আপনার কাছে যদি যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন মুদ্রা থাকে এক, পাঁচ, দশ বা যে কোন ডলার নোট কিংবা ১ সেন্ট, ৫ সেন্ট, ১০ সেন্ট, ২৫ সেন্ট যে কোন রকম মুদ্রা, এর এক পৃষ্ঠ ভালভাবে উল্টিয়ে দেখুন। প্রতিটি আমেরিকান মুদ্রায় লেখা রয়েছে In God We Trust "আমরা আল্লাহ বা ঈশ্বরের উপর আস্থা স্থাপন করি"।

সত্যি এদেশে ধর্মকে খুবই সম্মান করা হয়। হ্যাঁ, বাংলাদেশের মত ধর্মান্ধ এদেশেও আছে, আছে ধর্মহীনান্ধও। এই অন্ধরা ছাড়া বাকি এদেশের জনগন যে কোন ধর্ম বিশ্বাসকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। আপনি ধর্ম পালন করলে যে কোন অফিসে আপনি বিশেষ সম্মান পাবেন। হ্যাঁ ধর্মান্ধতা বা ফেনাটিসিজম এদেশেও আছে তবে আপনি যদি কোন ফেনাটিক এর হাতে না পড়েন তাহলে এদেশে যে কোন ধর্ম পালন করা অনেক নিরাপদ বাংলাদেশের তুলনায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বাংলাদেশে দাড়ি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেতে ভয় করতে পারে কিন্তু এদেশের ক্যাম্পাসে বা কোথাও ভয় করবেনা।

www.pathagar.com

শুধু ইহুদীবাদ এবং খৃষ্টবাদের উপরই নয় ইসলামের উপরও রয়েছে বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চতর ডিগ্রী। শুধু ডিগ্রীই নয়, এত উন্নত গবেষনা হয় যে ইসলাম ধর্মের অনেক দুর্লভ পুস্তকাদি হয়তো মুসলিম বিশ্বে পাবেন না অথচ এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষনাগারে গেলে তা হয়তো পেয়ে যাবেন। কথাটা আরো স্পষ্ট করেই বলি, যেমন বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা বা শরাহ 'ফাতহুল বারী' পুস্তকটি, কিংবা মনে করুন ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী রচিত তাফসীর আল কবির কিংবা বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ "সিয়ার আ'লাম আন নুবালা" গ্রন্থটি বাংলাদেশের খুব কম সংখ্যক আলেম আছেন যারা চোখে দেখেছেন। উক্ত পুস্তকত্রয়ের কপি বাংলাদেশের একেবারে গুটি কয়েক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্টানে থাকতে পারে অথচ যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলো বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেমন, হার্ভাড, টেম্পল, ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে এসব গ্রন্থের কপি দেখতে পাবেন। এমনিভাবে অনেকগুলো গবেষনাধর্মী দুর্লভ ইসলামী পুস্তক এখানকার লাইব্রেরীতে বিদ্যমান।

শুধু তাই নয় এখানকার অনেক নামকরা নামজাদা জ্ঞানী অধ্যাপক ইসলামের উপর

ক্যারেন আর্মস্ট্রং

গবেষনা করে যাচ্ছেন। কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, এ সমস্ত অরিয়েন্টালিস্টরা তো ইসলামের বিরোধীতা করার জন্যই ইসলামের উপর গবেষনা করে। না, কথাটা সর্বাংশে সঠিক নয়। হ্যাঁ, এ সমস্ত গবেষকদের অনেকে ইসলামের বিরোধীতায় রয়েছেন আবার এদের অনেকে ইসলামের সমর্থনে অনেক পুস্তকাদি রচনা করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলো **Karen Armstrong**, যিনি ইসলামের উপর অনেকগুলো পুস্তক রচনা করেছেন।

এই সকল ধর্ম বিশেষত ইহুদী, খৃষ্টান এবং ইসলামের ৪০০০ (চার হাজার) বছরের ইতিহাস খুব সুক্ষভাবে আলোচনা এবং পর্যালোচনা করেছেন। **Karen Armstrong**, ইসলামের উপর রচিত বই সমুহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

1. A History of God: The 4000-year Quest of Judaism, Christianity, and Islam,
2. Islam: A Short History, The Great Transformation:
3. The Beginning of Our Religious Traditions,
4. The Battle for God
5. Beginning the World
6. Muhammad: A Biography of the Prophet
7. Muhammad: A Prophet for Our Time,
8. Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam

www.pathagar.com

9. Talking to God: Portrait of a World at Prayer

ক্যারেন আর্মস্ট্রং এর পর অন্য যিনি ইসলামের উপর গুরুত্বপূর্ন পুস্তকাদি রচনা করেছেন তিনি হলেন ওয়াশিংটন ডি,সির জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটির Religion, International Affairs and Islamic Studies অধ্যাপক (জন এসপোজিটো) John Esposito যিনি Center for Islam and Christian Muslim Understanding এ প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর ও।

জন এসপোজিটো

তিনি ইসলামের উপর অনেকগুলো বই রচনা করেছেন। ইসলামের উপর তার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে রয়েছে: Islam: The Straight Path; The Islamic Threat: Myth or Reality?; Islam and Democracy (with John 0. Voll); Islam and Politics; Political Islam: Revolution, Radicalism or Reform?; Islam and Secularism in the Middle East (with Azzam Tamimi); The Iranian Revolution: Its Global Impact; Islam, Gender and Social Change and Muslims on the Americanization Path (with Y. Haddad); Voices of Resurgent Islam; Islam in Asia: Religion. Politics, and Society; and Women in Muslim Family Law. এছাড়াও তিনি The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World and The Oxford History of Islam এর সম্পাদক।

জন এসপোজিটোর মত অন্য অধ্যাপক হলেন জন ও, ভল (John 0. Voll) তিনি ও ইসলামের উপর একাধিক পুস্তক রচনা করেছেন। শুধু আমেরিকা নয় ইসলামের উপর গবেষনা রয়েছে বিশ্বময়। এছাড়া অনেক নামকরা মুসলিম অধ্যাপক এবং গবেষক রয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্যেখযোগ্য ব্যাক্তিত্ব হলো টেম্পল ইউনির্ভাসিটির প্রফেসর মাহমুদ আইয়ুব যিনি একজন অন্ধ প্রফেসর। এছাড়াও টেম্পল ইউনির্ভাসিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রফেসর খালিদ ব্ল্যাংক্যানশীপ। যিনি আমেরিকায় জন্মগ্রহনকারি ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত সাদা আমেরিকান মুসলমান। এছাড়া ও যুক্তরাস্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান রয়েছে যে গুলো ইসলামের উপর গবেষনা চালিয়ে যাচ্ছে। তন্মধ্যে উল্যেখযোগ্য হলো International Insititute of Islamic Thought এবং Islamic Foundation UK

www.pathagar.com

আমেরিকায় ইসলাম ও মুসলমান

ইসলামের বিরোধীতা যুগে যুগে সবযুগেই ছিল। ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে মিথ্যা আখ্যাও দেয়া হয়েছিল সবযুগে। কিন্তু তারপরও থেমে থাকেনি এমন এক মানবতাবাদী, কল্যানময় এবং অপ্রতিরোধ্য ঐশিবাণী। ষড়যন্ত্র হয়েছিল ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পরও। সন্ত্রাসী এই হামলাকে এবং হামলাকারীদেরকে ইসলামের সাথে লেভেল লাগানোর ও অপচেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু কিছুতেই কাজ হয়নি। ইসলাম শুধু বিস্তৃতিই লাভ করেছে। এমনকি যেখানে সবচে বেশী বিরোধীতা হয়েছে সেখানেই।

আমেরিকাতে ইসলাম বা মুসলমান সম্পর্কে আলোচনা করাটা কিছুটা কঠিন এবং ব্যাপক। বিষয়টা জটিল একারণে যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসলাম এ দুটো বিষয়ই মুলতঃ বিশ্ব জুড়ে রয়েছে। এ বিষয়টা আলোচনা করতে যাওয়া মানেই এর সাথে অন্য অনেকগুলো বিষয়ে আলোচনার সুত্রপাত করা। তাছাড়া এ বিষয়ের সাথে এই আমেরিকারই অনেকগুলো বিষয় জড়িত।

ঐতিহাসিক পটভুমিকা ঃ

প্রাথমিক পর্যায়েঃ

ঐতিহাসিকদের মতে আমেরিকায় মুসলমান আগমনের ইতিহাস অনেক অনেক পুরনো। প্রফেসর Dr. Sulaiman Nyang তাঁর সম্প্রতি লিখিত ইসলাম ইন আমেরিকা বইতে লিখেছেন, ১৩১২ সালে আফ্রিকার মালি রাজ্যের মানসা আবু বকর সেগোমবিয়ান এলাকা থেকে মেক্সিকো উপকূলে ভ্রমণ করেন। (ইসলাম ইন আমেরিকা পৃষ্ঠা ১২)

প্রফেসর Dr. Sulaiman Nyang এর মতে, ইভান ভ্যান সারটিমা নামে নিউ জার্সির রজার ইউনিভার্সিটির সত্তুরের দশকের শেষদিকের একজন গবেষক এবং চিন্তাবিদ তাঁর বইতে উল্লেখ করেন যে, নিঃসন্দেহে কলোম্বাসের পূর্বেও ভ্রমনকারী আমেরিকায় এসেছিলেন। তাঁর বর্ণনা পুরো আমেরিকা ব্যাপি আলোড়ন সৃষ্টিকারি আলোচনায় পরিগনিত হয়। সোলায়মান নায়াং বর্ননা করেন যে, ইভানের বর্ণনায় যে সময়ের কথা উল্লেখ আছে মূলত সে সময়ই আলেক্স হ্যালির বই ও টিভি সিরিজের বর্ণনা মতে এটাই আমেরিকাতে প্রথম ভ্রমনকারী। তাঁরা একটা ঐক্যমত্য আসে যে, কুনটা কিনটি নামে জনৈক মুসলমান দাস যিনি সেগেমবিয়ান উপকুল থেকে আমেরিকায় এসেছিলেন। (প্রাগুক্ত ১২)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পর্যায়ে ঃ দাস হিসেবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমেরিকায় মুসলমানদের আগমন ঘটে দাস হিসেবে। আফ্রিকা থেকে আগত দাসদের এক দশমাংশ ছিলেন মুসলমান। (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৩) সোলায়মান নায়াং এর বর্ননা ছাড়াও প্রায় সকল ঐতিহাসিক এবং গবেষকদের মতে বিভিন্ন সময় আফ্রিকা মহাদেশ থেকে অনেক দাসকে আমেরিকায় নিয়ে আসা হয় যাদের বেশির ভাগ ছিলেন মুসলমান।

থমাস টরয়িদ নামক এক গবেষক তাঁর "Islam in America : From Slavery to Malcom X" নামক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ওমর ইবনে সাইদ নামক জনৈক আফ্রিকান মুসলমানকে ১৮০৭ সালে সাউথ ক্যারোলিনার চার্লস্টোন শহরে দাস হিসেবে আনা হয়েছিল। থমাস টরয়িদ এর মতে ওমার ইবনে সাইদ ছিলেন একজন ইসলামিক স্কলার এবং একজন ব্যাবসায়ী ছিলেন।

ওমার ইবনে সাইদ

আনুমানিক ৪ (চার) বছর পর ওমরকে নর্থ ক্যারেলিনার জেমস ওয়েন নামক জনৈক ব্যাক্তির কাছে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয়।

থমাসের মতে ১৮১৯ সালে নর্থ ক্যারোলিনার একজন সাদা (ককেসিয়ান) প্রোটেস্ট্যান্ট ফ্রান্সিস স্কট কী নামক জনৈক খৃষ্টানকে চিঠি লেখেন অনুরোধ করেন ওমরের জন্য আরবী ভাষায় লিখিত এক কপি বাইবেল পাঠাতে। কিন্তু ওমর আরবী বাইবেল পাঠ করেও বা চারদিকে থেকে খৃষ্টান প্রভাব থাকার পরও তাঁর ইসলামিক পরিচয় এবং নীতি অব্যহত রাখেন। থমাসের লেখা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওমরকে পাঠানো এবং তাঁর পঠিত সেই আরবী বাইবেল খানি সম্প্রতি নর্থ ক্যারোলিনার লাইব্রেরী অফ ডেভিডসনে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে ঃ ইমিগ্রেন্ট হিসেবে

তৃতীয় পর্যায়ে আমেরিকায় মুসলমানদের আগমন ঘটে উনবিংশ শতাব্দিতে সিভিল ওয়ারের পর (পোস্ট সিভিল ওয়ার) ইমিগ্রেন্ট হিসেবে। ১৯০০ এবং ১৯৩০ সালের মধ্যে ইমিগ্র্যান্ট মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে। (ইসলাম ইন আমেরিকা পৃষ্ঠা ৪৮)

ঐতিহাসিকদের মতে অটোমান অ্যাম্পায়ার বা তুর্কীস্থান থেকে আরবরা, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া থেকে উহমহাদেশীয়রা, সিরীয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, তুর্কিস্তান এবং ইরান থেকে হাজার হাজার ইমিগ্র্যান্ট মুসলমান এদেশে আগমন করেন।

www.pathagar.com

থমাস টরয়িদ "ইসলাম ইন আমেরিকা ঃ ফ্রম আফ্রিকান স্লেভারী টু ম্যালকম এক্স" প্রবন্ধে উল্ল্যেখ করেন যে, এ সমস্ত আরব ইমিগ্র্যান্টরা ১৯২০ সালে আইওয়া রাজ্যের সিডার রেপিড শহরে হল ভাড়া করে নামাজ আদায় করতেন। এবং এর ১৫ বছর পর অর্থাত ১৯৩৫ সালে এখানে নিজেদের মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

এছাড়াও দক্ষিণ ইউরোপ অর্থাৎ যুগোস্লাভিয়া, বসনিয়া, আলবেনীয়া এবং গ্রীস থেকে উনবিংশ শতাব্দিতে সিভিল ওয়ারের পর মুসলমানরা আমেরিকায় ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে আমেরিকায় আগমন করেন।

সোলায়মান নায়াং এর মতে এই সমস্ত দক্ষিণ ইউরোপীয় বিশেষত বোসনীয়, আলবেনীয় এবং পোলিশ মুসলমানরা চেঙ্গিস খানের বংশধর। (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৬১) এছাড়াও থমাস টরয়িদ তাঁর পুর্বোল্লিখিত "ইসলাম ইন আমেরিকা ঃ ফ্রম আফ্রিকান স্লেভারী টু ম্যালকম এক্স" প্রবন্ধে উল্ল্যেখ করেছেন যে, চীন এবং জাপান থেকেও মুসলমানরে আমেরিকায় এসে বসত গড়ে এবং ইসলামী শিক্ষা এবং বৈশিষ্ট অব্যহত রাখে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলিম সংখ্যা লগিষ্ঠ দেশগুলোর মধ্যে চীন হলো অন্যতম যেখানে চীনের পশ্চিমাঞ্চলের সিংকিয়াং অঞ্চল যেট মুলত মধ্য এশিয়ার কাজাকাস্তান, কিরগিজিস্তান এবং তাজিকিস্তানের সীমান্তবর্তি এ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মুসলমান বাস করে। এরা চাইনীজ হলেও সভ্যতা সংস্কৃতির দিক থেকে ইসলামের অনেক শিক্ষা বহন করছে। এদের অনেকেই চীনা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা এমনকি ইংরেজীর এ.বি.সি.ডি না জানলেও আরবী ভাষায় অনেকে পন্ডিত। সারা বিশ্বের মধ্যে আরবী ক্যালিওগ্রাফি লেখার ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মুসলমানরা বিখ্যাত। এদের আরবী ক্যালিওগ্রাফিক হস্তলেখা সকল আরব বিশ্বকেও হার মানায়। তেমনিভাবে রয়েছে এদের কোরআন তেলাওয়াত। বাংলাদেশের ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার মরহুম ওস্তাদ আল্লামা আবদুর রহমান আল কাশগরী ছিলেন চীনের এই অঞ্চলের মুসলমান। যিনি হিজরত করে বাংলাদেশে চলে এসেছিলেন এবং আজীবন বাংলাদেশেই কাটিয়েছেন এবং বাংলাদেশে ইসলামের খেদমত করেছেন।

আল্লামা আবদুর রহমান কাশগরীর আরবী ভাষায় লিখিত আরবী সাহিত্যের কিতাব "আল হাদ্বীক্বাহ" ছিল সরকারী মাদ্রাসায় দাখিল ক্লাসের প্রসিদ্ধ কিতাব।

ইউক্রেইন এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেও অনেক মুসলমান আমেরিকায় ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসে। যাদের অনেকেই নিউইয়র্ক এর আশে পাশেই বসতি গাড়ে।

অন্যন্য যে সব এলাকা থেকে মুসলমানরা আমেরিকায় এসে ইমিগ্র্যান্ট হয় তাদের মধ্যে রয়েছে মধ্য এশিয়া তথা ইরান, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া, ক্যারিবিয়ান অঞ্চল যেমন গায়ানা, পশ্চিম আফ্রিকা, এছাড়া ও এবং ভারতীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহ থেকে। প্রথম দক্ষিণ পূর্ব এশিয় মুসলমানরা হলেন ইউনান চায়নীজ মুসলমানরা যারা কোয়উমিনটাং আর্মিতে ছিলেন। যারা দক্ষিণ থাইল্যান্ডে বসত গাড়ে এবং এদের শিক্ষিত অংশ আমেরিকায় পাড়ি জমায়। যাদের বেশীর ভাগই ওয়েস্ট কোস্ট (কেলিফোর্নিয়া এলাকা) বা শিকাগো উপকণ্ঠে বসত গাড়ে।

www.pathagar.com

ইমিগ্রান্ট মুসলমানদের মধ্যে এ ছাড়াও রয়েছে ভিয়েতনামীয়, কম্বোডীয়, এবং ফিলিপাইনের মিন্দানাও থেকে। ফিলিপাইনের মিন্দানাও এর মুসলমানরাও একটা বিশেষ কারনে প্রসিদ্ধ এবং উল্লেখযোগ্য যে, একদিকে মিন্দানাও এর মুসলমানরা ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলে একটি দ্বীপে বাস করে। মিন্দানাও মূলত একটি দ্বীপ, এই দ্বীপ বাসিরা শত শত বছর আগে আফ্রিকার উল্টরাঞ্চল মরক্কো এবং তিউনিসিয়া যেটা আল মাগরেব নামে পরিচিত সেখান থেকে এসেছিলেন। মিন্দানাও এর এই মুসলমানরা দীর্ঘদিন থেকে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে আসছে।

ভিয়েতনামীয় মুসলমানরা সাধারণত চাম্পা মুসলমান নামে পরিচিত। এ সমস্ত ভিয়েতনামী মুসলমানরা এখন ওয়েস্ট কোস্ট এবং উত্তর ভার্জিনিয়ায় রয়েছে। কম্বোডিয়ার মুসলমানদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো উদ্ধাস্ত।

আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানদের বিশাল অংশ আমেরিকায় আসে বিভিন্নভাবে। এদের মধ্যে আফ্রিকার সকল অঞ্চল থেকেই রয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশের সোমালিয়া, সুদান, ইথিওপিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সংকটের কারণে পশ্চিম অনেক মুসলমান তাদের দেশভুমি ছেড়ে আফ্রিকায় পাড়ি জমায়। অবশ্য আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় ভারত উপমহাদেশ থেকে যাওয়া ইমিগ্র্যান্ট থাকার কারণে আফ্রিকা মহাদেশে দক্ষিণ এশিয় বিশেষত ভারতীয় প্রভাব রয়েছে। এদের মধ্যে শীয়া ও রয়েছে। আমেরিকায় ইমিগ্র্যান্ট মুসলমানদের মধ্যে আরো রয়েছে ফিজি, মরিশাশ, মালদ্বীপ, এবং শ্রী লংকা। ফিজি বা মরিশাশের অধিবাসীরা ভারতীয় বংশধর হওয়ায় এদের মধ্যে ভারতীয় প্রভাব রয়েছে। এদের অনেকেই এখনো উর্দুতেই কথা বলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ এশিয় ইমিগ্র্যান্ট মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ সমস্তদের মধ্যে একটি উল্ল্যেখযোগ্য অংশ ভারতের হায়দ্রাবাদের। এই হায়দ্রাবাদী মুসলমানদের বেশীর ভাগই ছিল প্রফেশনাল। ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্টের ইমিগ্র্যাশন আইন পরিবর্তনের ফলে অন্যন্য ইমিগ্র্যান্টদের মত এই হায়দ্রাবাদী মুসলমানরা তাদের আত্নীয় স্বজনদেরকে স্পন্সর করার সুযোগ পায়।

আমেরিকায় ইমিগ্র্যান্ট মুসলমানদের মধ্যে আরো যারা রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে গায়ানা, ত্রিনিদাদ এবং জামাইকার। যদিও নিউ ইয়র্ক বা অন্য অনেক এলাকায় গায়ানা বা ত্রিনিদাদের মুসলমানদের অনেকেই উর্দূভাষী। দেখতে ভারতীয় মনে হয়। এদের সাথে বাংলাদেশীদের অনেক ক্ষেত্রে সখ্যতাও রয়েছে। অনেকে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হচ্ছে। তবে গায়ানা, ত্রিনিদাদ এবং জামাইকার ইমিগ্র্যান্ট মুসলমানদের সর্ম্পকে অধ্যাপক সোলায়মান নায়াং বলতে চান যে এদের দু' ধরনের বংশ পরিচয় রয়েছে। ভারতীয় এবং আফ্রিকান বংশধর গায়ানীজ, ত্রিনিদাদী।

আমেরিকায় মুসলমানদের ধারা ও প্রকৃতিঃ

আমেরিকাতে যে ধরনের মুসলমান বাস করে তাদেরকে ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

(১) আফ্রিকান-আমেরিকানঃ বা কালো মুসলমান

www.pathagar.com

(২)ইমিগ্র্যান্ট মুসলমান

(৩) **আমেরিকায় জন্ম নেয়া নতুন প্রজন্ম ঃ** ইমিগ্র্যান্টদের ঔরষজাত আমেরিকায় জন্ম নেয়া মুসলমান।

এই তিন ধারার মুসলমানদের মধ্যে আবার বেশ কিছু উপধারা রয়েছে। **এই তিন ধারার মুসলমানদের মধ্যে সবচে' জটিল প্রকৃতিতে রয়েছে ইমিগ্র্যান্ট মুসলমানরা।**

আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলমান

এরা মূলত আফ্রিকার বংশোদ্ভুত। এদের পূর্ব পুরুষরা আফ্রিকা মহাদেশ থেকে স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্যতামূলকভাবে আগত। আফ্রিকান-আমেরিকানদের মধ্যে ইসলামের সুত্রপাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মুলত দু'ভাবে এদের মধ্যে ইসলামের পরিচিতি ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। (ক) যেহেতু এরা আফ্রিকার বংশোদ্ভুত। এবং আফ্রিকা মহাদেশে ইসলামের ব্যাপ্তি রয়েছে সে প্রেক্ষিতে এদের স্বত্ত্বায় ইসলামের অস্তিত্ব রয়েছে। (খ) 'ন্যাশন অফ ইসলাম' নামে একটি বর্ণবাদী সংগঠনের মাধ্যমে ইসলাম নামটা এদের মধ্যে পরিচিতি লাভ করে। যদিও ন্যাশন অফ ইসলামের আক্বিদা এবং বিশ্বাসকে ইসলামের মূল আক্বিদা বিশ্বাসের পরিপন্থি বলে প্রায় সকল ইসলামী প্রতিষ্ঠান সংগঠন এবং বুদ্ধিজীবি মহল মনে করেন, তথাপী মজার ব্যাপার হলো এই ন্যাশন অফ ইসলামের মাধ্যমেই অনেক আফ্রিকান-আমেরিকান ইসলামের পরিচিতি লাভ করে।

ইমাম সিরাজ ওয়াহহাজ

আমেরিকাতে বর্তমানে আফ্রিকান-আমেরিকানদের মধ্যে অনেক নামজাদা মুসলিম নেতা ন্যাশন অফ ইসলাম থেকে আগত। নিউ ইয়র্কের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ইমাম সিরাজ ওয়াহহাজ এক সময় ন্যাশন অফ ইসলামেই ছিলেন। এমনকি ন্যাশন অফ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এলিজা মোহাম্মদের ছেলে ইমাম ওয়ারিসুদ্দিন মোহাম্মদ এখন ইসলামের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত। এবং একজন প্রভাবশালী মুসলিম নেতা। এমনিভাবেই অনেক প্রভাবশালী আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলিম নেতাই ন্যাশন অফ ইসলাম থেকে আগত। মজার ব্যাপার হলো এদের অনেকেই ন্যাশন অফ ইসলামের মাধ্যমে 'ইসলাম' শব্দের সাথে পরিচিত হয়, তারপর পরিচিত হয় কোরআন নামের সাথে। তাই তারা আগ্রহী হয় কোরআন পড়তে। আর দেখা গেছে এদের অনেকেই কোরআন পড়তে গিয়েই কুপোকাত হয়ে ইসলামের দীক্ষায় দিক্ষিত হয়ে পড়ে। অবশ্য এই আফ্রিকান-

www.pathagar.com

আমেরিকান মুসলমানদের অন্যতম নেতা ম্যালকম এক্স বা আলহাজ্ব মালেক শাহবাজ ইসলামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন হজ্ব করতে গিয়ে।

যেহেতু অধিকাংশ কালোরাই আমেরিকাতে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা এক সময় অত্যাচারিত হয়েছিল। তাই স্বভাবতই বেশীর ভাগ কালো সংগঠনই শ্বেতাঙ্গ বিরোধী। ম্যালকম এক্স সারাজীবন শ্বেতাঙ্গ বিরোধী কথা শুনতে শুনতেই বড় হয়েছেন। ন্যাশন অফ ইসলামের কাছেও তিনি শ্বেতাঙ্গ বিরোধী দীক্ষাই পেয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি হজ্জ পালনের সিদ্ধান্ত নেন। আর এই হজ্জই তাঁর জীবনের পরিবর্তন নিয়ে আসে। শুধু পরিবর্তনই নয় পরিণামে তাঁকে জীবনই দিতে হলো।

হজ্জ পালন করতে গিয়ে ম্যালকম এক্স বা আলহাজ্জ মালেক শাহবাজ ইসলামের সাম্যতার এক অপূর্ব নিদর্শন দেখতে পান। আমেরিকাতে আজীবন যেখানে তিনি শুধু শ্বেতাংগ বিরোধী কথাই শুনে আসছিলেন হজ্জে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন ইসলামে সাদা-কালো কোন ভেদাভেদ নাই। সাদা কালো,এশিয়ান, ইউরোপীয়ান সবাই একত্রে হজ্জ পালন করছে। হজ্জ করে এসে ম্যালকম এক্স ইসলামের মূলধারার সাথে একিভূত হয়ে যান। ম্যালকম এক্স, বা আলহাজ্জ মালেক শাহবাজের মত একজন আদর্শবাদী এবং শক্তিশালী আফ্রিকান-আমেরিকান নেতা ইসলামের মূল ধারার সাথে একিভূত হওয়া খুব সোজা কথা ছিলনা; বিশেষত সে সময়। যার কারণে পরিশেষে তাঁকে জীবন দিতে হলো। হ্যাঁ, আলহাজ মালেক শাহবাজকে মেরে ফেলা হয়েছিল।

আলহাজ মালিক শাহবাজ

আমেরিকাতে আফ্রিকান-আমেরিকার মুসলমানদের কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধার দিক ও আছে। সুবিধার দিক হলো, ইসলামের মূল শক্তি বলতে এদেরকেই বুঝানো যেতে পারে। এদের গায়ে এবং মনে দুদিকেই শক্তি রয়েছে। এদের যারা ইসলাম গ্রহন করেছে বা করে তারা ইসলামকে তাদের জীবনের সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেয়। আফ্রিকান-আমেরিকানদেরকে জানেন এমন কারো কারো মতে এদের চরিত্র সাহাবাদের চরিত্রের সাথে মিল আছে। খুবই সাদামাটা বিশ্বাস। এছাড়াও এরা যেহেতু আমেকিরায়ই জন্ম, আমেরিকায়ই জীবন, তারা আমেরিকার জীবন আগাগোড়াই জানা সেহেতু এদের মধ্যে ভোগের মানষিকতা কম, ডলারের লোভ নাই বললেই চলে। এ ব্যাপারে ইমিগ্র্যান্ট মুসলমানদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে তখন সম্ভবত কথাটা আরো স্পষ্ট হবে।

www.pathagar.com

আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলমানদের অসুবিধার দিকটা যেটা সেটা হলো, বৈষয়িক দিক থেকে এরা খুবই পিছিয়ে। এদের দেহে এবং মনে অসম্ভব জোর থাকলেও পকেটের আর মাথার জোরটা কম। অন্যান্য ইমিগ্র্যান্টরা এ দেশে এসে যেভাবে ডলার বা শক্তির হাল ধরে ফেলে আফ্রিকান-আমেরিকানরা তা পারেনি। আমেরিকায় এদের ইতিহাস যত পুরনো সে তুলনায় প্রফেশনাল যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবি, সাংবাদিক খুবই কম। সার্বিকভাবেই এরা একটু মন্থর গতির। আফ্রিকান আমেরিকান বা কালো আমেরিকানদের ইতিহাস অনেক পুরনো হলেও বৈষয়িক দিক বা অর্থনৈতিক দিকে এরা খুব একটা সফল হয়নি। তবে শারিরীক যে শক্তির কথা বলা হয়েছে তাতে এরা অতুলনীয়। মজার ব্যাপার হলো অনেকটা এই দৈহিক কারণে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকলেও অনেক শ্বেতাংগীনি নারী অনেক কালোদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে।

আফ্রিকান আমেরিকান মুসলমানদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আরো যে ক'জন ব্যাক্তি আলোচনায় এসে যান তাঁরা হলেন মিনিস্টার লুইস ফারা খান, ইমাম ওয়ারিসুদ্দিন মোহাম্মদ এবং ইমাম জামিল আল আমিন।

লুইস ফারা খানঃ

লুইস ফারা খান হলো ন্যাশন অফ ইসলামের নেতা। যে ন্যাশন অফ ইসলামের ব্যাপারে একটু আগে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টার আরো কিছু জটিলতম দিক হলো একদিকে ন্যাশন অফ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সংঘর্ষ অপরদিকে লুইস ফারা খানের বিরুদ্ধে ম্যালকম এক্সের হত্যার পরিকল্পনায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ফারা খান বা ন্যাশন অফ ইসলামের সাথে বিশ্বাসগত সংঘর্ষ বা অভিযোগ যাই থাকুক না কেন লুইস ফারা খানের শক্তিকে অস্বীকার করার উপায় কারো নেই। শুধু তাই নয়। ফারা খানের সাথে মুসলিম বিশ্বের অনেক নেতার সাথে ব্যাক্তিগত বন্ধুত্ব রয়েছে।

লুইস ফারা খান

মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশই ফারা খান সফর করেছেন। লুইস ফারা খান যখন বক্তৃতা দেন তখন ইমিগ্র্যান্টসহ হাজার হাজার মুসলমানকে কান্নায় চোখের পানি ফেলতে দেখা গেছে। লুইস ফারা খানের এই সম্মোহনী শক্তি কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে সর্বোপরী আবার আগের কথায়ই ফিরে যেতে হবে যে, ন্যাশন অফ

www.pathagar.com

ইসলাম বা লুইস ফারা খানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সমূহ রয়েছে সেগুলোও ফেলে দেয়ার মত নয়।

ইমাম ওয়ারিসুদ্দিন মোহাম্মদঃ

ইমাম ওয়ারিসুদ্দিন মোহাম্মদ মুলত ন্যাশন অফ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এলিজা মোহাম্মদের ছেলে। তিনি এক সময় তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন বা মতবাদ ন্যাশন অফ ইসলামের কর্ণধার ছিলেন কিন্তু পরিশেষে ইসলাম সম্পর্কে অনেক জ্ঞানার্জনের পর ইসলামের মূলধারার প্রতি সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু লুইস ফারা খান ন্যাশন অফ ইসলামেরই হাল ধরে রাখেন। ইমাম ওয়ারিসুদ্দিন পরে নিজে 'মুসলিম আমেরিকান' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

ইমাম ওয়ারিসুদ্দিন মোহাম্মদ

ন্যাশন অফ ইসলাম ছেড়ে চলে আসলেও মুসলিম আমেরিকান সংগঠনের মাধ্যমেও তাঁর অসংখ্য ভক্ত অনুরক্ত রয়েছে। কালো মুসলমানদের মধ্যে এই ইমাম ওয়ারিসুদ্দিন মোহাম্মদই সবচে' প্রভাবশালী বা শক্তিধর ব্যাক্তি। ইমাম ওয়ারিসুদ্দিন মোহাম্মদ সংক্ষেপে ডব্লিউ ডি মোহাম্মদ নামেও পরিচিত। তিনি এবং তাঁর সংগঠন মুসলিম জারনাল নামের একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন।

ইমাম জামিল আল আমিনঃ

আফ্রিকান আমেরিকান মুসলমানদের অন্যতম কিংবদন্তি হলেন ইমাম জামিল আল আমিন। মূলধারার মুসলমানদের একাংশের নেতা। ইমাম জামিল আল আমিন একজন আপোষহীন আফ্রিকান আমেরিকান নেতা। তবে তাঁর ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে। বর্তমানে তিনি অস্ত্র ও হত্যা মামলায় জেলে রয়েছেন। তাঁর অনুসারীরা মনে করে তাঁর আপোষহীনতার কারণে তাঁকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মামলা দিয়ে জেলে পুরে রাখা হয়েছে।

ইমাম জামিল আল আমিন

আফ্রিকান আমেরিকান মুসলমানদের অনেকেই মনে করেন যে ইমাম জামিল আল আমিনকে অন্যায়ভাবেই আটক করে রাখা হয়েছে। তবে এটাও মানতে হবে, ইমাম জামিল আল আমিন তাঁর অনুসারীরা

www.pathagar.com

এগ্রেসিভ।

আমেরিকায় যেহেতু লাইসেন্সসহ এবং লাইসেন্স বিহীন অসংখ্য অস্ত্র রয়েছে সেখানে অস্ত্র রাখা ব্যাবহার একদিকে যেমন স্বাভাবিক তেমনিভাবে ইসলামিক দল এবং গ্রুপগুলোর মধ্যে ইমাম জামিল আল আমিন তাঁর অনুসারিরা এই অস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়টাকে তেমনিভাবে স্বাভাবিক মনে করেন। কথাটাকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলতে গেলে বলা যায় ইমাম জামিল আল আমিনের গ্রুপের কেউ কেউ অন্য মুসলমান বিশেষত ইমিগ্র্যান্ট মুসলমানদের ভীরু এবং আপোষকামী মনে করেন।

ককেসিয়ান মুসলমান ঃ

আফ্রিকান আমেরিকানদের পাশাপাশি ককেসিয়ান বা সাদা আমেরিকানদের মধ্যেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পশ্চিমা জগতে ইসলাম গ্রহন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে যেমন বিখ্যাত পপ সংগীত শিল্পী কেঁস স্টিভেনস বর্তমানে যিনি ইফসুফ ইসলাম নামে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রেও এমনি অনেক ককেসিয়ান আমেরিকান আছেন শুধু ইসলাম গ্রহনই করেননি তাঁরা বিভিন্নভাবে সামাজিক নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকার মুসলমানদের সবচে' বড় সংগঠন ইসলামিক সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট সিস্টার ইনগ্রিড মেটসন একজন একজন ককেসীয় মহিলা। এ ছাড়াও ইমাম হামজা ইউসুফ নিজেও একজন ককেসীয় মুসলমান। মজার ব্যাপার হলো ককেসীয়ানদের মধ্যে আপেক্ষিক বিচারে নারীদের ইসলাম গ্রহন আপেক্ষিকভাবে বেশী।

বামে ইসলামিক সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডঃ ইনগ্রিড ম্যাটসন এবং ডানে ইমাম হামজা ইউসুফ

www.pathagar.com

ইমিগ্র্যান্ট মুসলমান

আমেরিকায় অপর যে ধরনের মুসলমান রয়েছে তারা হলো ইমিগ্র্যান্ট। আমেরিকাকে বলা হয় মেল্টিং পট। অর্থাৎ এমন এক পাত্র যেখানে সবকিছু ঢেলে দিয়ে একাকার করে ফেলা হয়। আমেরিকা হলো ইমিগ্র্যান্টদের দেশ। সব দেশের, সব বর্ণের, সব ভাষার এবং সব ধর্মের লোকই এখানে আছে। আর ধর্মে দিক থেকে ইসলাম হলো ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং বা দ্রুততম বেড়ে উঠা ধর্ম। যদিও এই মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারটা কোয়ানটিটির দিক থেকে, অপরদিকে কোয়ালিটির দিক থেকে লক্ষ্যনীয় কিছু বিষয় রয়েছে। অর্থাৎ সংখ্যায় মুসলমান বাড়ছে ঠিকই কিন্তু মুসলমানদের মানের দিক থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

এই ইমিগ্র্যান্টদের মধ্যে প্রায় সব দেশের মুসলমানই রয়েছে বিশেষত আরব, পাকিস্তানী, ভারতীয় (হায়দ্রাবাদী, গুজরাটি), ইন্দোনেশীয়, বোসনিয়, আফগান, সোমালিয়, এবং চীনা প্রমূখ।

বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম পালনে কিছুটা বিভিন্ন রকমের পার্থক্য রয়েছে। যেগুলো মজ্জাগতভাবে মাজহাবগত বা কোন কোন ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙির পার্থক্যেও কারণে। সাধারণত দেখা যায় পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান আর তুর্কিস্তানের মুসলমানরা বেশীর ভাগ হানাফী মাজহাবের। মালয়েশীয়া, ইন্দোনেশীয়া বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যন্য দেশের মুসলমানরা শাফেয়ী মাজহাবের। আফ্রিকা এবং উত্তর আফ্রিকাসহ আরবরা সাধারণত মালেকী কিংবা হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী। অবশ্য এর ব্যাতিক্রম যে নেই তা নয়। যেমন আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষত দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং দক্ষিণ আমেরিকার গায়ানায় অনেক মুসলমান ভারত থেকে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসা। তাই এদের মধ্যে দেওবন্দী দৃষ্টিভঙ্গি এবং হানাফী মাজহাবসহ অনেক ভারতীয় প্রভাব বিদ্যমান।

আমেরিকায় ইমিগ্র্যন্ট মুসলমানদের মধ্যে এলাকা ভিত্তিক আরো কিছু জটিল সমস্যা বিদ্যমান। এলাকাভিত্তিক এ সমস্যাটি বিশেষভাবে বলা যায় ভারত উপমহাদেশীয়দের মধ্যে, অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান থেকে আগতদের মধ্যে। এবং ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করাটা একটু কঠিন বৈ কি। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা আসলে একটু গভীরেই। কথাটাকে আরেকটু সহজ করে বলতে গেলে বলতে হবে। উপমহাদেশের মহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে দুটি ধারার ফাটল ক্রমেই বৃহত্তর হচ্ছে। একটি হলো ভারতের বিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দ বা তদানিন্তন দেওবন্দের কর্ণধার হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ) এবং তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহ) এঁর অনুসারী অপরদিকে ইসলামের সামাজিক এবং রাজনৈতিক রুপকে প্রাধান্য দানকারি বা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ)

www.pathagar.com

এঁর অনুসারী বা জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভঙি পোষনকারী। ব্যাপারটা আরো বেশী গভীরে একারণেই মানতে হবে যে এই দুই দৃষ্টি ভংগির উভয় গ্রুপেরই আর্ন্তজাতিকভাবে তৎপরতা রয়েছে। আধুনিক বিশ্বের যে কোন স্থানেই মুসলমানদের কর্ম তৎপরতা রয়েছে সেখানেই এই দু দৃষ্টিভঙির লোকদেরই অস্তিত্ব এবং প্রভাব রয়েছে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, থাইল্যান্ডের ব্যাংককে মুসলামনরা একতাবদ্ধ হয়ে যে এলাকায় বসবাস করে তার নাম দেয়া হয়েছে দারুল ইসলাম, দারুল ইসলামের পাশেই 'মসজিদ হারুন' নামে একটি মসজিদ আছে সেখানে গেলে দেখা যাবে যে, মসজিদগুলোতে বা মুসলমানদের মধ্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, মিশরীয় ইখওয়ানুন মুসলিমুন এর অন্যতম তাত্বিক গুরু সাইয়েদ কুতুব এর বই এবং তাবলীগ জামায়াতের তাবলীগি নেসাবের থাই ভাষায় অনুবাদ করা আছে বই রয়েছে। তেমনিভাবে ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চল মিন্দানাও দ্বীপের মুসলমানদের যাদেরকে মরো মুসলিম বলা হয়ে মধ্যেও এই দুই প্রকৃতির মুসলমানদের প্রভাব রয়েছে, এমনিভাবে অস্ট্রেলিয়ার নিকটবর্তী ফিজি দ্বীপের অবস্থাও সেরকম।

অনেক ইসলামী চিন্তাবিদের মতে পার্থক্যটা আসলে অন্যভাবে। অর্থাৎ মুসলমানদের একটি অংশ ইসলামের সামাজিক প্রকৃতিতে বিশ্বাস করেন আবার অন্য ধরনের মুসলমানরা ইসলামের শুধু আধ্যাতিকতায় বিশ্বাস করেন। জটিল এই বিষয়ের অন্য আরেকটা বিশেষ বিষয় উল্যেখ করার মত। তাবলীগ জামায়াতের অনুসারী হোক বা জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টি ভঙির অনুসারী হোক পৃথিবীর আর কোন দেশের মুসলমানই একে অপরের প্রতি এত বৈরি ভাব পোষন করেনা ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা যেভাবে করে। অর্থাৎ অন্য এক দেশের মুসলমানগন দেখা যাচ্ছে তাবলীগি জামায়াতের সাপ্তাহিক গাশতেও বসছে আবার জামায়াত সমর্থিত বা আরব বিশ্বের ইখওয়ান সমর্থিতদের ক্বিয়ামু লাইল বা রাত্রি জাগরনেও অংশ গ্রহন করছে। অবশ্য এরকম হবার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হলে ইমিগ্রেশনের বিশ্ব ধারা। অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাসে যুগ যুগ থেকে চলে আসছে ইমিগ্রেশনের ধারা আর তার সাথে সাথে চলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন। আমাদের উপমহাদেশে যেমন আর্য আর অনার্যের ইতিহাস।

বাংলাদেশী মুসলমান

আমেরিকায় বাংলাদেশীদের ইতিহাস খুব পুরনো নয়। ওপি ওয়ান আর ডিভি লটারীর আগে বাংলাদেশীদের অস্তিত্ব আমেরিকায় ছিলনা বললেই চলে। খুব কম সংখ্যক যারা কেউ স্টুডেন্ট ভিসায় কিংবা জাহাজে চাকুরীরত অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমায়। এদের বাইরে আমেরিকায় বাংলাদেশীরা খুব একটা ছিলনা বললেই চলে। ওপি ওয়ান এবং ডিভি লটারীর পর থেকেই ব্যাপক বাংলাদেশী আমেরিকায় এসে বসতি গড়ে। ছাত্র হিসেবে এসে ইমিগ্রেশনের সংখ্যাটা উল্লেখযোগ্য

www.pathagar.com

নয়। আমেরিকায় বাংলাদেশীদের ইতিহাস খুবই অল্প সময়ের হলেও বিভক্তিটা আপেক্ষিকভাবে বেশী।

মদিনা মসজিদ নিউ ইয়র্ক ঃ

আমেরিকায় বাংলাদেশী মুসলমানদের ইসলামী তৎপরতার তথ্য খুব সম্ভবত নিউ ইয়র্কের মদীনা মসজিদ দিয়েই হয়তো শুরু করতে হবে। আমেরিকায় বাংলাদেশীদের ইতিহাস আরো পুরনো হলেও বাংলাদেশীদের ইসলামী পরিচয় সংগঠিত রুপের ক্ষেত্রে বিশ্বে বানিজ্য রাজধানী নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে অবস্থিত মদীনা মসজিদ। ওয়ার্ল্ড ট্রেইড সেন্টার থেকে বড়জোর ২ মাইল, এম্পয়ার স্টেইট বিল্ডিং থেকে আনুমানিক মাইল খানেক দুরে বাংলাদেশী মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই মদীনা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালে, হাজী ইব্রাহীম, হাজী মুনীরুদ্দিন নামের কয়েকজন বাংলাদেশী দ্বারা।

মদীনা মসজিদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিনের দেয়া তথ্য মতে তিন তলা মসজিদে প্রতি জুমায় প্রায় ১,৫০০ লোক নামাজ পড়তে পারে। জনাব নাসিরুদ্দিনের মতে সেসময় নিউ ইয়র্কে ৩টি মাত্র মসজিদ ছিল।

নিউ ইয়র্কের শহরের কেন্দ্রভুমি ম্যানহাটনে বাংলাদেশী মুসলমানদর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত মদীনা মসজিদ এবং ইসলামিক স্কুল। ছবিটি ইন্টারনেট স্যাটেলাইল থেকে নেয়া।

মদীনার মসজিদ কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর একাধিক ওপেন হাউজের ব্যাবস্থা করেন। ওপেন হাউজ আমেরিকায় অনেক মসজিদই আয়োজন করে থাকে যেখানে বিশেষত অমুসলমানদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনের মত স্থানে

www.pathagar.com

এমন একটি সফল ওপেন হাউজ শুধু মাত্র বাংলাদেশী নয় আমেরিকায় মুসলমানদের জন্য গর্বের বিষয়।

মদীনা মসজিদ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ট্রেইড সেন্টার এর সন্ত্রাসী আক্রমন এর সময় ক্ষতিগ্রস্থদেরকে রেড ক্রসের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছিলেন, এছাড়াও সুনামী, কেত্রিনা, এবং বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগে অর্থ সাহায্য করেন বলে জানান।

বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক

আমেরিকায় বাংলাদেশী মুসলমানদের অবদানের ক্ষেত্রে আরেকটি প্রতিষ্ঠানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হলো বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার। ১৯৮৮ সালে নিউ ইয়র্ক সিটি আরেক প্রান্তের ব্রুকলিন এই মসজিদ প্রতিষ্টিত হয় বাংলাদেশীদের দ্বারা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত রয়েছেন প্রেসিডেন্ট আবুল হাশেম। চার তলা ভবন এই বিশাল মসজিদে একত্রে ৪ থেকে ৫ হাজার লোক একত্রে নামাজ পড়তে পারে। জুমার নামাজে অংশগ্রহন করেন প্রায় ১২শত লোক। রমজানের ঈদে দুটি জামাত হয় প্রতি জামাতে প্রায় ৩ হাজার মুসুল্লী অংশগ্রহন করেন। রমজানের তারাবীতে প্রায় ১৫শত মুসুল্লী নামাজ পড়েন।

বিভক্তি ঃ

অপরদিকে বাংলাদেশীরা আপেক্ষিক বিচারে সবচে' বেশী বিভক্ত। আমেরিকায় আর কোন কম্যুনিটিতে মুসলমানদের মধ্যে এত বিভক্তি লক্ষ্য করা যায় না। বাংলাদেশ নাম নিয়ে দেশভিত্তিক সমিতি ছাড়াও জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এমনকি গ্রামভিত্তিক সমিতিও দেখা যায়। দু' চারজন নিয়েই সমিতি, ফোরাম, সংঘ গড়ে উঠে। সবচে' বেশী বেদনাদায়ক বিষয় হলো শুধু বিভক্তি আর সমিতি নিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, মাঝে মধ্যে সংঘাত আর মারামারিতে লিপ্ত হতে দেখা যায়। ফোবানা নামে একটি সংগঠন যেটা বাংলাদেশীদের সবচে' বড় সংগঠন সেটিও আজ দ্বিধাবিভক্ত। ফোবানা (FOBANA) বা (Federation of Bangladeshi Associations in

www.pathagar.com

North America) এই সংগঠনটি বর্তমানে দু ভাগে বিভক্ত। কখনো কখনো তিন ভাগও হতে দেখা গেছে। ১৯৯৩ সালে এক গ্রুপের সম্মেলন হলো ওয়াশিংটন ডি,সি তে অপর দু'গ্রুপের সম্মেলন হলো ডেট্রয়েট মিশিগানে

নিউ ইয়র্কের এস্টোরিয়াতে রাস্তার ঠিক এপাশে এবং ওপাশে ১০০/১৫০ গজের মধ্যে দুটো মসজিদ রয়েছে; গাওছিয়া মসজিদ এবং শাহজালাল জামে মসজিদ। দুটো মসজিদই বাংলাদেশীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাদেশীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিউইয়র্কের অন্য এলাকা ব্রুকলীনে ঠিক একইভাবে রাস্তার ঠিক এপাশে এবং ওপাশে রয়েছে দুটি মসজিদ। বায়তুল জান্নাত এবং দারুল জান্নাত। দু'টাই বাংলাদেশীদের দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত।

এখানে মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির একটা প্রধান উপলক্ষ্য হলো ভিন্ন ভিন্ন দিনে রোজা শুরু করা বা ঈদ করা। ভিন্ন ভিন্ন দিনে ঈদ বা রোজা করার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য থাকলে দেশ বা এলাকা ভিত্তিক পার্থক্য শুধুমাত্র বাংলাদেশীদের মধ্যেই রয়েছে। কথাটা আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হবে যে, সাধারনত সব আরবরা একদিনে ঈদ করে আরবরা সাধারণত সৌদি আরবকে অনুসরণ করে, অন্যদিকে উর্দূভাষী পাকিস্তানী বা ভারতীয়রা অন্যদিন ঈদ করে। আমরা বাঙ্গালীরা কেউ আরবদেরকে আর কেউ উর্দূভাষীদেরকে অনুসরণ করি।

নন বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্ট মুসলমানঃ

নন বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্ট মুসলমানদের মধ্যে সবচে' বেশী প্রভাবে রয়েছে আরব আর পাকিস্তানীদের। অবশ্য পাকিস্তানীদের ক্ষেত্রে পাকিস্তানী না বলে হয়তো উর্দুভাষী বলা যেতে পারে কারণ এদের একটি প্রভাবশালী অংশ ভারতের হায়দ্রাবাদী উর্দুভাষী। আসলে এখানে প্রভাবশালী মুসলমান বলতে আরব আর পাকিস্তানীরাই রয়েছে। আমেরিকায় মুসলমানদের প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় মুলত আরব আর পাকিস্তানীদের দ্বারাই। আরবদের মধ্যে সবচে' বেশী অগ্রগামী রয়েছে ইরাকী এবং মিশরীয়রা। ইয়েমেনীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এলাকাভিত্তিক বসবাস করে। এক্ষেত্রে আরবদের সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমুন এবং পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকদের সংখ্যাই বেশী। ইরাক এবং পাকিস্তান থেকে আমেরিকায় পড়তে আসা কিছু তরুণ ছাত্র ১০৬৩-৬৪ সালে প্রথম সংগঠন মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন বা (MSA) প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের পথ ধরে পরে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিক সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা বা (ইসনা / ISNA). এই ইসনা'ই এখন আমেরিকায় মুসলমানদের সবচে' বড় সংগঠন। প্রতি বছর ইসনা'র সম্মেলনে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪০ হাজার উপস্থিতি দেখা যায়।

www.pathagar.com

তবে ইসনা'র বিরুদ্ধে মূলধারার অনেক সংগঠনের অভিযোগ রয়েছে যে, এরা অতি মাত্রায় উদারপন্থী বা প্রকারান্তরে ইসলামের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত। ইসনা সম্মেলনে গেলে দেখা যায় পর্দা পুশিদার কোন বালাই নেই। মাথায় ওড়না বা কোনপ্রকার পর্দা ছাড়াই মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এজন্য অনেকে মন্তব্য করেন যে, ইসনা' কে মুসলমানদের সংগঠন বলা যেতে পারে, ইসলামী সংগঠন নয়।

অবশ্য এ ব্যাপারে ইসনার ব্যাখা হলো মুসলমানদের এ অবস্থা তো আমরা সৃষ্টি করিনি বা করছিনা। আমেরিকার প্রভাবই তা করছে। আমরা এদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়ার পক্ষপাতি নই বলেই এদের সাথে কাজ করছি।

ইসনা'র পর দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে ইসলামিক সার্কেল অফ নর্থ আমেরিকা বা ইকনা (ICNA)। ইকনা মুলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐ সমস্ত পাকিস্তানীদের দ্বারা যারা এম.এস.এ বা মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন করার সময় জড়িত ছিলেন। কিন্তু ইসনা বা ইসলামিক সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা প্রতিষ্ঠা করার পর দুটো সমস্যা এসে দাঁড়ায়। কিছুটা আরব পাকিস্তানী দ্বন্ধ, যেটার সাথে মাজহাবী এবং সংস্কৃতিক দ্বন্ধও কিছুটা বিদ্যমান ছিল। এছাড়াও পাকিস্তানীদের পক্ষ থেকে আরো একটি বিশেষ অভিযোগ এই যে ইসনার অতি মাত্রায় লিবরালাইজেশন বা তাদের দৃষ্টিতে অনৈসলামি পরিবেশ। পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণা মহিলারা ইসনা সম্মেলনে গিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। আরো গভীরে গেলে বলা যায় ইকনা হলো জামায়াতে ইসলামী সমর্থকদের সংগঠন। ইকনার পরিবেশ আপাত দৃষ্টিতে বা বস্তত পক্ষে অনেক বেশী ইসলামী হলেও এটাও মানতে হবে ইকনার মধ্যে কিছুটা পাকিস্তানিজম কাজ করে। অপরদিকে ইসনার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রভাব থাকলেও সেভাবে আমেরিকার প্রভাবের সাথে মিলিত হয়ে গেছে।

তবে পাকিস্তানিদের ব্যাপারে একটা কথা না বললে সত্যিই কৃপণতা হয়ে যাবে। এই পাকিস্তানিরা আসলেই কর্মঠ। আমেরিকায় এমন কোন ছোট খাট বা বড় শহর পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে যেখানে একটি মসজিদ আছে অথচ পাকিস্তানীরা জড়িত নয়। আমেরিকার আনাচে কানাচে মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং মসজিদ কার্যক্রমে অংশগ্রহনের দিক থেকে উর্দু ভাষীরা অনেক এগিয়ে। বেশীর ভাগ মসজিদেই উর্দু ভাষী অথবা আরবরা জড়িত। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো আরব বলতে অনেকগুলো দেশ বুঝায় কিন্তু উর্দূ ভাষীরা মূলত পাকিস্তানী এবং ভারতীয়। শুধু তাই নয়, এই প্রবন্ধ রচনাকালে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হোয়াইট হাউজে দু'জন মুসলমান কাজ করেন। একজন হলো ভারতের হায়দ্রাবাদী বংশদ্ভুত মহিলা অন্যজন হলো পাকিস্তানী বংশদ্ভুত আমেরিকায় জন্ম নেয়া পুরুষ। শুধু এই আমেরিকায় কেন। ব্যাংককের মত শহরে ব্যাংকক জেনারেল পোস্ট অফিসের নিকটবর্তী মসজিদ হারুন নামের এই মসজিদে গেলে উর্দুতে বয়ান শোনা যায়। শুধু তাই নয় ব্যাংকক থেকে প্রায় ১২ শ' মাইল দক্ষিণে Hatyai (উচ্চারণ হাজ্জাই) শহরেও এই পাকিস্তানীরা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে। যে মসজিদের সামনের গেটেই উর্দুতে লেখা রয়েছে "মসজিদ পাকিস্তান"।

www.pathagar.com

তবে পাকিস্তানীদের অহংবোধ বা সুপিরিরিউটি কমপ্লেক্স সমস্যাটাও বিশ্বজোড়া। তারা সবসময় নিজদেরকে আগে দেখতে চায়, নিজদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়।

আমেরিকায় ইমিগ্র্যান্টদের অন্য প্রভাবশালী গ্রুপদের মধ্যে রয়েছে আরবরা। এক্ষেত্রে ইরাকী এবং মিশরয়ীরা সবচে' অগ্রগামী। আরো গভীরে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যারা আরব জগতের সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সমর্থক। প্রত্যক্ষ বা পরক্ষোভাবে ইখওয়ান সমর্থিত সংগঠন হলো মুসলিম আমেরিকান সোসাইটি বা মাস (MAS)। যেহেতু আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামী এবং আরব জগতের ইখওয়ানুল মুসলিমীনে মিল রয়েছে। বলা যায় সেহেত সাম্প্রতিককালে মাস (MAS) এবং ইকনা যৌথভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। যা কিছুটা একিভূতির মত। এক্ষেত্রে মূল কারণ হলো ইকনা'র সাবেক সভাপতি ডঃ জুলফিকার আলী শাহ'র ভূমিকা। যিনি একজন আলেম এবং আরবী ভাষায় পন্ডিত হওয়ার কারণে আরবদের সাথে যোগাযোগে সুবিধা হয় এবং সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ইখওয়ান সমর্থিত বা মাস MAS ছাড়া আরো কিছু আরব সংগঠন বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কেয়ার বা Council of American Islamic Relations (CAIR) হলো এক্ষেত্রে সবচে' বড় সফলতা।

কেয়ার মুলত আমেরিকায় মুসলমানদের অধিকার এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলো দেখাশোনা করে। কেয়ার এর কেন্দ্রীয় অফিস ওয়াশিংটন ডি.সি তে। হোয়াইট হাউজের কাছাকাছিই। যেটা বিরাট এক মনস্তাত্বিক মনোবল যে আমরা হোয়াইট হাউজের কাছাকাছিই আছি। শুধু তাই নয় কেয়ার তাদের বিভিন্ন প্রকাশনায় ক্যাপিটল হিল বা হোয়াইট হাউজসহ গুরুত্বপূর্ণ ছবি ব্যাবহার করে। আমেরিকার পোস্টাল সার্ভিসে ঈদ উপলক্ষ্যে ইসলামি ডাক টিকেট প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কেয়ারের অবদান রয়েছে।

বুশ প্রশাসনের ওয়ার অন টেররিজম প্রকল্পে কেয়ারের উপরও অনেক রকম খড়গ হস্ত বয়ে গিয়েছিল। অনেকেই আশংকা করেছিলেন কেয়ারকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হতে পারে। কেয়ার ছাড়াও মুসলমানদের আরো একটি সংগঠন রয়েছে যার নাম আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিল বা (এ.এম.সি)। তবে এটি নামে মাত্র লিয়াজোঁ জাতীয় কিছু কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকায় জন্ম নতুন প্রজন্ম ঃ

আমেরিকায় জন্ম নেয়া নতুন প্রজন্মের মুসলমান বলতে মুলত ঐ সমস্ত ইমিগ্র্যান্টদের সন্তানদের কথাই মূলত বুঝানো যেতে পারে যে সমস্ত ইমিগ্র্যান্টদের কথা আগে বলা হয়েছে. অর্থাৎ চোখে পড়া বা প্রভাব বিস্তার ইমিগ্র্যান্ট মুসলমান বলতে বুঝানো যেতে পারে আরব, পাকিস্তানী, হায়দ্রাবাদী এবং বাংলাদেশীদেরকে। বা বলা যেতে পারে আরবী ভাষী,

www.pathagar.com

উর্দুভাষী এবং বাংলাভাষীদেরকে। আমেরিকায় জন্ম নেয়া এবং বড় হওয়া মুসলমান তরুন, কিশোর যুবকদের ব্যাপারটা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ অনেক দিক থেকেই। একে তো এরা আমেরিকার মত দেশে বড় হচ্ছে এদের চিন্তা চেতনা দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশ কেন সারা বিশ্বের মানুষ থেকে ভিন্ন বা বলা যায় অগ্রসর। মুসলমান পিতামাতার ঘরে জন্ম নেয়া এই কিশোর তরুনদের মধ্যে দুটো ধারা পরিলক্ষিত হয়।

(১) এদের প্রথম ধারা প্রজন্মদের অনেকে ধর্ম কর্ম থেকে অনেক দূরে। শুধু ধর্ম কর্ম নয় দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও এদের মধ্যে নেই। এদের কেউ নিজেদের মা বাবার ভাষায় কথা বলে না।

(২) মুসলমানদের ঘরে জন্ম নেয়া অন্য যে ধরনের কিশোর তরুন এবং যুবকরা বড় হচ্ছে তাদের অন্য একটি প্রধান অংশ খুবই ধর্মপ্রাণ। খুবই ধর্মপ্রাণ বলতে আসলেই এরা খুবই ধর্মপ্রাণ। এদের কারো কারো ইসলামী জ্ঞান এত গভীরে বাংলাদেশের অনেক মাওলানাই হয়তো এদের ইসলামী জ্ঞানের কাছে হার মানবে। এদের অনেকেই ১২-১৩ বছর বয়সে কোরআন শরীফের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মুখস্থ করে ফেলে। এদের অনেকে ১৫-২০ বছর বয়সে যতগুলো তাফসীর পড়ে বাংলাদেশের অনেক মাদ্রাসা শিক্ষিতরাও অতগুলো তাফসীর পড়ার সুযোগ পায়না। অতি অল্প বয়সেই এদের অনেক ছেলেই দাঁড়ি রাখে এবং মেয়েরা হিজাব পড়ে। মুসলিম তরুণদেরকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচে' সফলকাম এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে ওয়াশিংটন ডি.সি এবং ভার্জিনিয়া-মেরিল্যান্ড এরিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া এবং মিশিগান। ওয়াশিংটন ডি-সির নিকটবর্তি ভার্জিনিয়ার (ADAMS Center)

অন্যন্য রাজ্য বা শহরের তুলনায় নিউ ইয়র্কে এ ধরনের তরুন মুসলমানের সংখ্যা আপেক্ষিক বিচারে অনেক অনেক কম হলে ও রয়েছে। আর একবার নিউ ইয়র্কে এসে এদেরকে দেখে ডঃ হুমায়ুন আজাদ খুব আক্ষেপ করে নিউইয়র্কের পত্রিকায় কলাম লিখেছিলেন। ডঃ আজাদ হয়তো অন্য অনেক বাঙ্গালীর মতো ভেবেছিলেন আমেরিকায় যখন এসে পৌছে গেছি তখন আবার ধর্ম কর্ম কিসের। ধর্ম তো বাংলাদেশের মত গরীব দেশের জন্য। হ্যাঁ, ডঃ আজাদ সাহেবের মত অনেকেই এরকম মন্তব্য করে থাকেন। কিন্তু, দুঃখিত! তাদের আক্ষেপের প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি করুণা করা ছাড়া আর করার কিছুই থাকে না।

সুফীবাদের প্রভাব ঃ

যদিও একদিকে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিকতাবাদের আধিক্যই বেশী পরিলক্ষিত হয় তথাপী এটা অমোঘ সত্য যে মুসলমানদের একটি প্রভাবশালী অংশ আধ্যাত্যবাদের শিক্ষায় প্রভাবিত। অধ্যাপক সোলায়মান নায়াং তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন যে,

The history of Islam in the US would be incomplete if we fail to add the role and place of the followers of the Sufi orders in the country. (Islam in America, Prof. Solaiman Nayangh, page 20)

প্রফেসর সোলায়মান নায়াং ছাড়াও আমেরিকায় মুসলমানদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের উপর ব্যাপক গবেষনাকারীদের মধ্যে ইভান হাদ্দাদ, ওয়াশিংটন ডি.সিস্থ জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সাইয়েদ হোসাইন নাসের ও আমেরিকার মুসলমানদের মধ্যে

www.pathagar.com

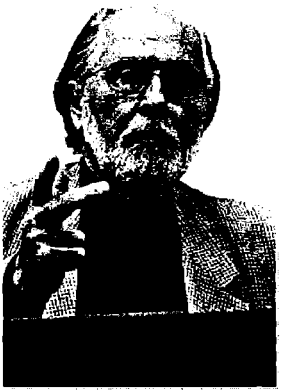

সাইয়েদ হোসাইন নাসের

সুফীবাদের প্রভাবের কথা বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রফেসর সাইয়েদ হোসাইন নাসের নিজেও একজন সুফীবাদী ইরানি মুসলমান।

এ প্রসংগে প্রফেসর সাইয়েদ হোসাইন নাসেরের কথা একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন বৈ কি। সাইয়েদ হোসাইন নাসের একজন ইরানী গবেষক এবং চিন্তাবিদ। অসাধারণ মেধাবী এই অধ্যাপক পুরো বিশ্বে নামকরা আমেরিকার দুটি সেরা বিশ্ববিদ্যালয় ইয়েল এবং হার্ভাড ইউনিভার্সিটি থেকে দুটি বিষয়ে পি.এইচ.ডি ধারী। একটি পি.এইচ.ডি সাইন্সের উপর অন্যটি ইসলামের আধ্যাত্যবাদের উপর। প্রফেসর সাইয়েদ হোসাইনের চিন্তা এবং জ্ঞান এতই গভীর যে জ্ঞানের গভীরতা না থাকলে সাধারণ পাঠকরা তাঁর বই পড়ে বুঝতে খুব কষ্ট হবে। তবে মজার ব্যাপার হলো, প্রফেসর হোসাইন নাসের সুফীবাদের এতই ভক্ত যে, তিনি যে বিষয়েই আলোচনা করেন কোননা কোন ভাবে আধ্যাত্ম বাদের সম্পর্ক তাতে আনবেনই। আরো মজার ব্যাপার হলো তাঁর লেকচার এবং লেখা এতই শক্তিশালি যে তাঁর ছাত্ররাও প্রায় সকলে আধ্যাত্মবাদের প্রবক্তা হয়ে পড়েন। ওয়াশিংটন ডি.সির জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটি থেকে যে সমস্ত ছাত্র ইসলাম নিয়ে অধ্যয়ন করেন বা বিশেষত সাইয়েদ হোসাইন নাসেরের ক্লাস নেন, তাদের প্রায় সকলেই আধাত্ববাদের প্রবক্তা হয়ে পড়েন। মালয়েশীয়া এবং ইন্দোনেশীয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে একটা গ্রুপ রয়েছেন যারা সাইয়েদ হোসাইন নাসেরের আদর্শের এতই ভক্ত যে, অনেক সমালোচকের দৃষ্টিতে সাইয়েদ হোসাইন নাসেরের এই সমর্থকদেরকে গ্রুপকে নাসেরিয়া গ্রুপ নামে আখ্যায়িত করে থাকেন।

সুফীবাদী গ্রুপগুলোর মধ্যে এ ছাড়াও সেনেগাল এবং সাহেলী উপকূল এরিয়া থেকে আগত সুফীবাদী শীয়া মুরাদিয়া এবং তীজানিয়া গ্রুপ, চিশতিয়া, কাদেরীয়া, নকশবন্দিয়া, এবং নিয়ামতুল্লাহি তরীকাপন্থি পন্থী গ্রুপ রয়েছে। প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২১

জ্ঞান, গবেষনা এবং বুদ্ধি বৃত্তিক ক্ষেত্রে ঃ

জ্ঞান, গবেষনা এবং বুদ্ধি বৃত্তিক ক্ষেত্রে মুসলমানর এখনো অনেক অনেক পেছনে রয়েছে। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম বা মুসলমানদের আগমন আমেরিকায় তের বা চৌদ্দ শতকে হলেও সেই কয়েকশত বছরে সংগঠিতভাবে বা বুদ্ধি ভিত্তিক কোন ক্ষেত্রে মুসলমানর তেমন কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখতে পারেনি ফলস্রুতিতে সেই কয়েকশত বছরে মুসলমানরা নিজদের বিসর্জন দিয়েছে অনেক বেশী।

www.pathagar.com

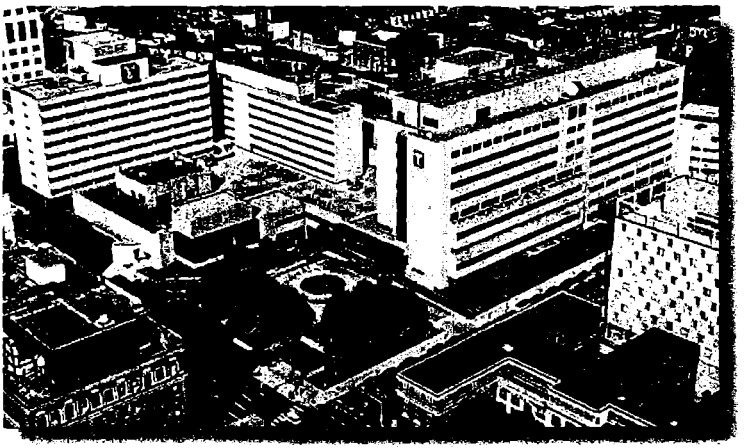

ফিলাডেলপিয়াস্থ টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল

মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (এম.এস. এ) প্রতিষ্ঠা

জ্ঞান, গবেষনা এবঙ বুদ্ধি বৃত্তিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানের কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু হয় ষাটের দশকের শুরুর দিকে। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ১৯৬৩-৬৪ সালের দিকে ইরাকের কুর্দিস বংশদ্ভুত তদানিন্তন যুবক ডঃ আহমদ তুতুঞ্জি, ডঃ হিশাম আল তালিব, ডঃ জামাল বারজিঞ্জি এবং পাকিস্তানী বংশদ্ভুত ডঃ তালাত সুলতান, মিশরীয় বংশদ্ভুত ডঃ জামাদ বাদাওয়ী প্রমুখ যুবক যারা সে সময় আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে এসে মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন বা (এম.এস.এ) প্রতিষ্ঠা করেন। ডঃ আহমদ তুতুঞ্জি ছিলেন

মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের ছাত্র ছাত্রীরা

www.pathagar.com

এম.এস. এর প্রথম প্রেসিডেন্ট। আমেরিকায় মুসলমানদের ইতিহাস জানতে বা পর্যালোচনা করতে গেলে কোন ক্রমেই এম.এস.এ বা তদানিন্তন এই যুবকদের ভূমিকা কোন অংশেই ছোট করে দেখা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রে অনেকগুলো জ্ঞান বিজ্ঞানধর্মী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই যুবকরা ভূমিকা রাখেন।

ইসলামিক সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা (ইসনা)

Islamic Society of North America (ISNA)

ইসনা সম্মেলেনে একটি অধিবেশন

এই এম.এস.এর পথ ধরেই এই সংগঠিত যুবকরাই পরবর্তীতে ইসলামিক সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি বর্তমানে মুসলমানদের সবচে' বড় সংগঠন। এই সংগঠনটির ইসলামিক মান নিয়ে কিছু প্রশ্ন থাকলে এ সংগঠনটি নিঃসন্দেহে মুসলমানদের বিরাট মুখপত্র। বর্তমানে এই সংগঠনটির মূল দায়িত্বে বা প্রেসিডেন্ট এর পদ অলংকৃত করছেন একজন মহিলা। কানাডায় জন্মগ্মহনকারী ককেশীয় এই মহিলা ২০০৪ সালে ইসনার সভাপতি নির্বাচিত হন।

ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিউট অফ ইসলামিক থট

International Institute of Islamic Thought (IIIT)

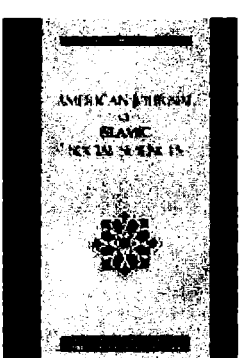

এই সংস্থাটির নামের বাংলা অনুবাদ হতে পারে "ইসলামী চিন্তা এবং চিন্তাবিদদের আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান"। আর প্রকৃত পক্ষেই এই সংগঠনটি মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের সংগঠন। এদের প্রধান হেড কোয়ার্টার্স ওয়াশিংটন ডিসি থেকে প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমে ভার্জিনিয়া রাজ্যের হার্নডন উপশহরে। লন্ডন, কায়রো, কুয়ালালামপুর. রিয়াদ, ইসলামাবাদ এবং দিল্লীসহ অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যা লগিষ্ঠ দেশেই এই সংগঠনের অফিস রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের একটি

www.pathagar.com

প্রধানতম কাজ হলো প্রকাশনা এবং গবেষনা। বাংলাদেশে এই সংস্থাটির শাখা **Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT)** নামে কাজ করছে।

এই সংগঠনেরই তত্ত্বাবধানে **American Journal for Muslim Social Scientists** বা **AJMSS** নামে একটি গবেষনাধর্মী জার্নাল প্রকাশিত হয়ে থাকে। এছাড়াও মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সংগঠিত করা হয়েছে **Association of Muslim Social Scientists (AMSS) and Associaiton of Mulsim Scientist and Enginers (AMSE)** দুটি সংগঠন মুসলমানরা সংগঠিতভাবে কাজ করতে শুরু করে আসছে।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় ছাড়াও ব্যাক্তিগত পর্যায়ে বেশ কয়েকজন গবেষক এবং লেখকের নাম উল্লেখ করতে হবে তাদের মধ্যে রয়েছেন ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের অধ্যাপক ডঃ আবদুল হাকিম জ্যাকসন, ক্যাম্পাসে যিনি ইসলাম পুর্ব নাম শেরমন জ্যাকসন নামেও পরিচিত। প্রফেসর ডঃ সোলায়মান নায়াং যিনি একদিকে একজন ডিপ্লোম্যাট, একসময়ের রাষ্ট্রদূত বর্তমানে ওয়াশিংটন ডিসির হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। ফিলাডেলফিয়াস্থ টেম্পল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক প্রফেসর মাহমুদ আইয়ুব।

মরহুম ইসমাঈল ফারুকী।

প্রফেসর মাহমুদ আইয়ুব একজন অন্ধ যার স্মরণশক্তি অসাধারণ। অন্ধত্ব নিয়েই যিনি লিখেন, পড়েন, বক্তব্য দেন এমনকি বিশ্বময় ঘুরে বেড়ান। টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন অধ্যাপক যাঁকে বলা যেতে আমেরিকায় মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তির জনক। মরহুম ইসমাঈল ফারুকী (রহঃ) তাঁর মেধা, যোগ্যতা, লেখনী এতই শক্তিশালী ছিল যে, ইসলামের শত্রুরা সহ্য করতে না পেরে রাতে অন্ধকারে তাঁকে হত্যা করে। মরহুল ইসমাঈল ফারুকীই তাঁর ছাত্রদের মধ্যে থেকে ইরাকী বংশদ্ভুত তরুনদেরকে অনুপ্রাণিত করেন।

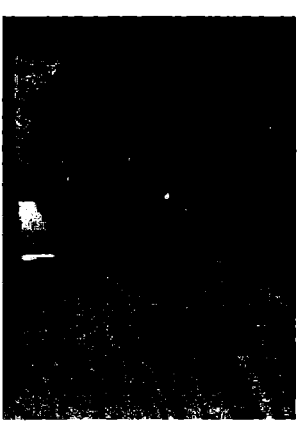

আবদুল হামিদ আবু সোলায়মান

www.pathagar.com

মরুহুম ইসমাঈল ফারুকী (রহঃ) এঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম সফল ব্যাক্তিত্ব হলেন ডঃ আবদুল হামিদ আহমাদ আবু সোলায়মান। পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহনকারী আবদুল হামিদ আবু সোলায়মান ট্রিপল আইটি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় ১০ বছর যিনি মালয়েশীয়াস্থ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির রেক্টর (ভাইস চ্যান্সেলর) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মুসলমান ছাড়াও বেশ কিছু অমুসলিম আছেন যারা ইসলামের উপর গভীর জ্ঞান রাখেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ওয়াশিংটনস্থ জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন এসপোজিটো এবং জন ও ভল। জন এসপোজিটো ইসলামের উপর অনেকগুলো পুস্তক রচনা করেছেন। জন ও ভল এর মুসলিম সম্পর্কে জানা তথ্য এত গভীরে যে সত্যি সত্যি সম্ভবত মুসলিম বিশ্ব সর্ম্পকে এত গভীর জ্ঞানের অধিকারী দ্বিতীয়জন নাও পাওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ভুল বুঝার অবকাশ নেই এজন্য যে, জন ও ভল এর জ্ঞান হলো মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে মুসলমানদের সর্ম্পকে, ইসলামের ক্লাসিক্যাল ইলম নয়। বাংলাদেশে কখন কোন তারিখে কি ঘটছে জন ও ভল এর কাছে গেলে বুঝতে পারবেন যে একটি ছোটখাট ঘটনাও তাঁর অজানা নয়। মজার ব্যাপার হলো জন এসপোজিটো এবং জন ও ভল খৃষ্টান ক্যাথলিক। এবং তাঁরা দুজনই জজ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আর জর্জ টাউন হলো নামকরা ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়। অবশ্য অন্য একজন আমেরিকান যিনি ইসলামসহ সকল ধর্মের উপরই পান্ডিত্য অর্জন করেছেন তিনি হলেন ক্যারেন আর্মস্ট্রং।

মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ঃ

কংগ্রেসম্যান কিথ এলিসন

রাজনৈতিকভাবে ও মুসলমানরা আপেক্ষিকভাবে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। গত ইউ এস কংগ্রেস নির্বাচনে সোমালিয়ান বংশদ্ভুত কিথ এলিসন নামে একজন মুসলমান ইউ কংগ্রেসম্যান নির্বাচিত হয়ে আমেরিকার ইতিহাসে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, যেহেতু কিথ এলিসন একজন ইউ এস কংগ্রেসম্যন এবং সাম্প্রতিক অর্থাৎ এ লেখা যখন লেখা হচ্ছে এবং যখন প্রকাশিত হবে সম্ভবত তখনও তিনি কংগ্রেসম্যান থাকবেন। সেজন্য কিথ এলিসন আমেরিকায় মুসলমানদের

কংগ্রেসম্যান কিথ এলিসন। পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে শপথ নিচ্ছেন।

www.pathagar.com

ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি ঐতিহাসিক মাইলস্টোন। কিথ এলিসনকে বিশেষ মাইলস্টোন হিসেবে উল্লেখ করার বিশেষ কারণ হলো কংগ্রেসম্যান কিথ এলিসন ব্যাক্তিগতভাবে তাঁর ইসলামিক পরিচয়ে গর্বিত এবং তিনি লড়াই করেই পবিত্র কোরআন হাতে নিয়েই কংগ্রেসম্যান হিসেবে শপথ নিয়ে আমেরিকার ইতিহাসে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। কংগ্রেসম্যান হিসেবে নির্বাচিত হবার পর তিনি ইসলামিক সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা এবং মুসলিম আমেরিকান সোসাইটিসহ বেশ কয়েকটি ইসলামি সংগঠনের সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন এবং সাহসের সাথে ইসলামিক পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। ব্যাক্তিগতভাবে এই প্রাবন্ধিকের সাথে কিছুক্ষণ আলাপের প্রেক্ষিতেও ইসলামের প্রতি তাঁর আস্থা এবং শ্রদ্ধা প্রতিফলিত হয়েছে।

বারাক ওবামা ঃ

কিথ এলিসন ছাড়াও আমেরিকার মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০০৮ সালের

বারাক ওবামা

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সবচে' আলোড়ন সৃষ্টিকারি ব্যাক্তিত্ব সিনেটর বারাক ওবামার বিষয়টাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বারাক ওবামার বাবা একজন মুসলমান ছিলেন যিনি কেনীয়া থেকে আমেরিকায় আগত এবং পরে আবার কেনীয়া ফিরে গেছেন। সবচে' মজার ব্যাপার হলো, বারাক ওবামার মা দ্বিতীয় বারও একজন ইন্দোনেশীয় মুসলমানকে বিয়ে করেছেন। যাতে ধারনা করা যেতে পারে যে, বারাক ওবামার মা মুসলমানদেরকে ভালবাসেন। বারাক ওবামাও সাম্প্রতিক নির্বাচনে মুসলমান প্রসঙ্গে এক চিঠিতে বলেন যে,

My father was a Muslim and although I did not know him well the religion of my father and his family was always something I had an interest in. This interest became more intense when my mother re-married an Indonesian Muslim man.

বারাক ওবামার ছেলেবেলা কেটেছে ইন্দোনেশীয়াতে। ইন্দোনেশীয়ার তিনি মুসলমানদের শিশু কিশোরদের সাথে যে স্কুলে পড়েছে সেটাকে মাদ্রাসা বলে অভিযোগ করেছেন হিলারী ক্লিনটনের পক্ষ থেকে।

ওবামা আরো উল্ল্যেখ করেনঃ

www.pathagar.com

While I attended college at Columbia University and Harvard Law that I became reacquainted with Muslims as both schools had large Muslims student populations. Some of them were my friends.

সর্বোপরী এটা এখন অমোঘ সত্যে পরিনত হচ্ছে যে, আমেরিকার রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে মুসলমানরা একটি বিরাট নিয়ামক। কংগ্রেসম্যান কিথ এলিসন ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছু আফ্রিকান আমেরিকান মুসলমান সিটি মেয়র, কাউন্সিলম্যান, স্টেইট রিপ্রেজেন্টেটিভ সহ বেশ কিছু পদে অধিষ্ঠ হয়েছেন। তন্মধ্যে জর্জিয়ার, মিশিগান, মেরিল্যান্ড এবং মিনেনসোটা এবং নিউ জার্সি রয়েছে। মিশিগান এবং নিউ জার্সিতে দু'জন বাংলাদেশী মুসলমান সিটি কাউন্সিলম্যান ও রয়েছেন। যদি এদের অনেকেই মুসলমান হলেও তাঁরা তাদের পরিচয়ে ধর্মীয় পরিচয় প্রাধান্য দিতে বেশী আগ্রহী নন।

১১ই সেপ্টেম্বর পরবর্তী আমেরিকায় ইসলাম

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিশেষ করে বাংলাদেশে বা আমেরিকার বাইরে বসবাসী মুসলমানদের প্রশ্ন থাকতে পারে, ১১ই সেপ্টেম্বর পরবর্তী আমেরিকায় মুসলমানরা কেমন আছে। স্পষ্টতই এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের আগের এবং পরের আমেরিকা এক নয়। অনেক পরিবর্তন এসেছে। এবং এ পরিবর্তন যে আপেক্ষিকভাবে কঠিন সেটাও সম্ভবত বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এ পরিবর্তন যে সর্বাংশে নেতিবাচক সেটা বলা যাবে না। এ পরিবর্তন মুসলমানদের জন্য অনেক কল্যাণও বয়ে এনেছে। ১১ই সেপ্টেম্বর এর পট পরিবর্তন এর পর

১. মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালনের ব্যাপারে বেশী আগ্রহী হয়েছে।
২. অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামকে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে সাথে সাথে জানার সুযোগও বৃদ্ধি হয়েছে।
৩. ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সাহিত্য এবং প্রচার প্রকাশনা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪. নেতিবাচক প্রচারণা যত বেশী হয়েছে সে তুলনায় আপেক্ষিক বিচারে ইতিবাচক ফল বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামী তৎপরতার ৭টি প্রকৃতি

1. **মসজিদ নির্মান ঃ** যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে আসলে কত মসজিদ আছে তার সঠিক হিসাব বের করা আসলেই কঠিন। অনেক গবেষকের মতে আমেরিকায় মসজিদের সংখ্যা দুই হাজারের চেয়ে বেশী। আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে ইভান হাদ্দাদ তাঁর বই 'Islamic Values in North America' আমেরিকায় মসজিদের

www.pathagar.com

যে সংখ্যা বর্ননা করেছেন তার কয়েক বছরের মধ্যেই তার সংখ্যা প্রায় দ্বীগুন হয়ে যায়।

২. **ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র ঃ** ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র বলতে প্রধানত ইসলামী স্কুলকে বুঝা যেতে পারে। ইসলামিক স্কুল ছাড়া আরো কিছু প্রতিষ্ঠান ইসলামি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু ভুমিকা রাখছে। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

   a) Internet Islamic University (Established by a Pakistani/ICNA Muslim)
   b) Sister Clara Mohammad Schools (by MAS of Imam W.D. Mohammad)
   c) Islamic American University, Michigan (by Muslim American Society, Ikhwanul Muslimun Oriented)
   d) School of Islamic and Social Sciences (by IIIT, Dr. Taha J. Alwani, IIIT)
   e) American Open University
   f) Madrasah Madinatul Uloom, Buffalo, NY (by the followers of Darul Uloom Deoband , India)
   g) American Islamic College (by late Ismail al Faruqi (R)

3. সামাজিক এবং রাজনৈতিক তৎপরতা

   a) CAIR (Council of American Islamic Relations)
   b) AMC (American Muslim Council)
   c) MPAC (Muslim Public Affairs Council
   d) Muslim American Society of Imam W.D. Mohammad
   e) AMA (American Muslim Alliance
   f) Islamic Society of North America
   g) Islamic Circle of North American
   h) Muslim Ummah of North American
   i) North American Bangaldeshi Islamic Community (NABIC)
   j) Bangaldeshi American Islamic Society (BAIS)

4. মুসলিম বিজনেস ঃ

   a) LaRiba.com
   b) Sharia'ah Compliant Mortgage

5. মুসলিম প্রকাশনা শিল্প

   a) Message International (ICNA publication)
   b) Islamic Horizon (ISNA Publication)
   c) Al-Jummah (by Islamic Revival Association in Medison)
   d) Al-Talib (by MSA of UCLA)

www.pathagar.com

e) Muslim Journal (by MAS of Imam W.D. Mohammad)
f) Muslim Observer (by An Indian Physician)
g) Bangla Amar (by a Bangladeshi origin writer and Journalist)

6. Web sites:
   a) www.islamonline.com
   b) www.islamway.com
   c) www.islamicity.com
   d) www.Dahuk.org
   e) www.witnesspioneer.org
   f) www.Banglaamar.com
7. বুদ্ধিভিত্তিক সংগঠন ঃ
   a) International Institute of Islamic Thought (IIIT)
   b) AMSS (Association of Muslim Social Scientists)
   c) AMSE (Association of Muslim Scientist and Engineers)
   d) IMA (Islamic Medical Association)

উপসংহার ঃ

১. ইসলাম আমেরিকাতে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এখন আমেরিকার বাস্তবতায় স্থান করে নিয়েছে। ইসলাম আমেরিকার একটি অংগ।

২. বিরোধীতা যতই এবং যেভাবেই হোক না কেন, ইসলামী সভ্যতা এবং সংস্কৃতি এখন মূলত আমেরিকান সংস্কৃতির অংগ হয়ে পড়েছে। আমেরিকান প্রচার মাধ্যমে ইসলাম এখন আর অপরিচিত বা অদ্ভূত কিছু নয়।

৩. বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা ধর্ম পালন করেন তাদের অনেক মুসলিম দেশের চে' অনেক দিক থেকে ভাল। আমেরিকাতে মুসলমানরা বা মুসলমানদের বংশধররা আগের চে' অনেক ভাল মুসলমান এবং অনেক ভাল আমেরিকান হিসেবে গড়ে উঠছে। মুসলিম বংশধররা একদিকে ইসলামের প্রতি খুব অনুরক্ত হচ্ছে অপরদিকে আমেরিকার সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিতে মুসলমানদের প্রভাব বাড়ছে।

৪. ইসলামী সংস্কৃতি আমেরিকাতে প্রভাব বিস্তার করছে। বর্তমানে প্রায় দেড় থেকে দুই সহস্রাধিক মসজিদ বা ইসলামিক সেন্টার রয়েছে। এছাড়া শত প্রতিকুলতা বা ১১ সেপ্টেম্বরের পরও হিজাব পরা মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে। যেসব মেয়েরা বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে হিজাব করতো না। তারা আমেরিকায় এসে হিজাব পরছে। বাংলাদেশে এক সময়ের স্বনামধন্য চিত্র নায়িকা শাবানা যিনি বর্তমানে আমেরিকায় আছেন তিনিও পর্দা করছেন। এভাবে বাংলাদেশে গায়িকা ছিলেন এমন কেউ কেউ আমেরিকায় এসে পর্দানশীন হয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

ছবি এলবাম

মিশিগানের মসজিদুন নুর সামারে শিশু কিশোররা পবিত্র কোরআন শিক্ষা করছে।

মিশিগানের একটি ঘরোয়া মক্তবে শিশু কিশোররা পবিত্র কোরআন শিক্ষা করছে।

www.pathagar.com

মিশিগানের হ্যামট্রামিক সিটিতে বসনিয়ান মসজিদে কিশোরীরা পবিত্র কোরআন শিক্ষা করছে

মিশিগানের একটি ইসলামী স্কুলে হাস্যোজ্জ্বল একদল কিশোরী

www.pathagar.com

২০০৩ সালে ফ্রান্স সরকার হিজাব পরা নিষিদ্ধ করলে আমেরিকায় মুসলিম নারীরা জাতিসংঘ ভবনের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে

হিজাব পরা নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে জাতিসংঘ ভবনের সামনে বিক্ষোভের পর প্রচন্ড ঠান্ডা এবং বরফের উপর প্লাস্টিকের আচ্ছাদন দিয়ে জোহর নামাজ আমেরিকায় মুসলিম নারীরা

www.pathagar.com

জাতিসংঘ ভবনের সামনে বিক্ষোভের পর প্রচন্ড ঠান্ডা এবং বরফের উপর জোহর নামাজের সেজদারত মুসলিম নারীরা

২০০৬ সালে মিশিগানের মসজিদ আল ফালাহতে ঈদের নামাজে মসজিদের বাইরে নামাজ পড়ছে মুসুল্লিরা। ২০০৭ সালে নিকটবর্তী গির্জা খরিদ পরার পর বর্তমান ব্যাবস্থায় প্রায় দুই হাজার লোক একত্রে নামাজ পড়তে পারে।

www.pathagar.com

মিশিগানের ইসলামিক এসোসিয়েশন অফ গ্রেটার ডেট্রয়েট (ট্রয় মসজিদ)

আমেরিকার মুলধারায় ইসলাম একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। উপরের ছবিটি আমেরিকার মুলধারার একটি নাটকের দৃশ্য যেখানে একজন পাকিস্তানী মুসলমান এবং আমেরিকান তরুন গলাগলি করে আছে

www.pathagar.com

লং আইল্যান্ড ইসলামিক সেন্টার, নিউ ইয়র্ক

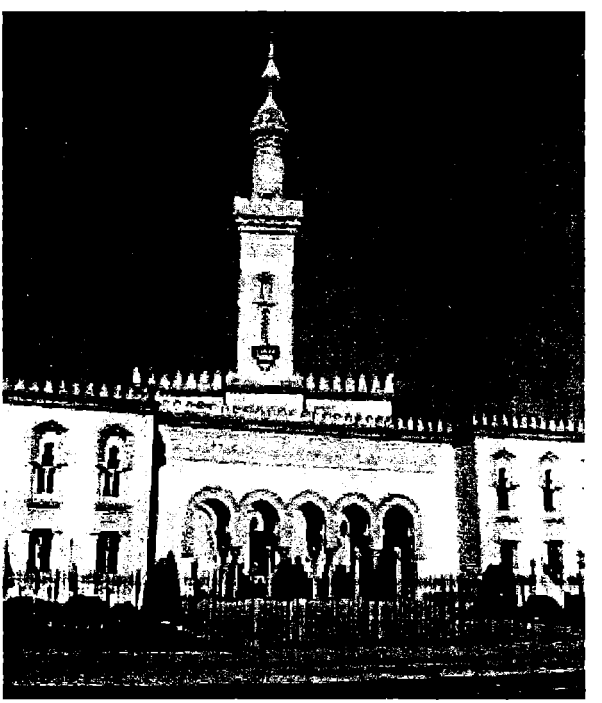

ওয়াশিংটন ডি.সি. ইসলামিক সেন্টার

www.pathagar.com

উপরে এবং নীচে মিশিগানের ডেট্রয়টস্থ আল ফালাহ মসজিদে জুমার নামাজের দৃশ্য

www.pathagar.com

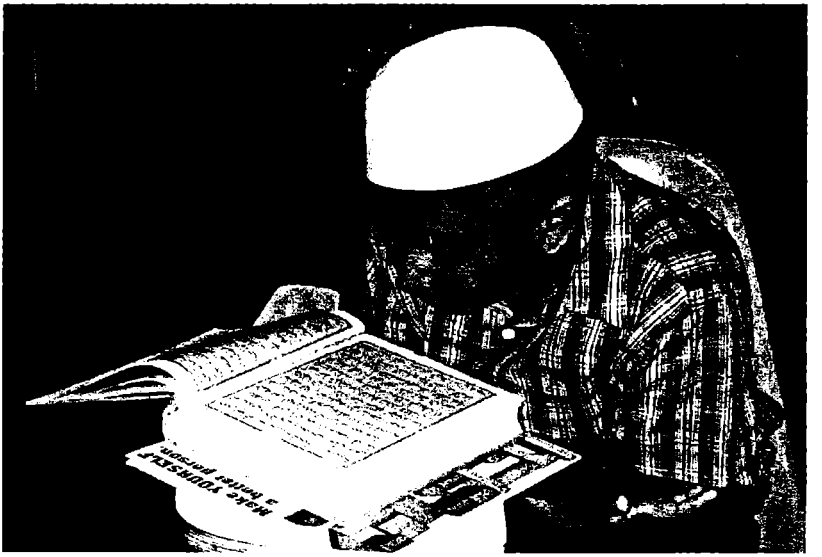

উপরে এবং নীচে মিশিগানের শিশু কিশোরদের পবিত্র কোরআন শিক্ষার দৃশ্য

www.pathagar.com

ইউরোপ এবং আমেরিকায় চাঁদ দেখা বির্তক ঃ সমাধান কোন পথে

চাঁদ দেখা নিয়ে বিতর্ক নিয়েতো লেখার শেষ নেই, আবার বলতে গেলে লেখার কিছুই নেই। কথাটা হয়তোবা একটু বেখাপ্পা শুনা যেতে পারে। লেখার শেষ নেই আবার লেখার কিছুই নেই। তবে সেটাই সত্য কথা। মুলত লিখতে গেলে লোকাল আর গ্লোবাল মুনসাইটিং নিয়ে পাতার পর পাতা বা বইয়ের পর বই বা থিসিস ও লেখা যেতে পারে। রাসুল সাঃ এর কয়েকটি হাদিসকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পেঁচিয়ে যিনি যেভাবে পারেন নিজের মন মত করে ব্যাখ্যা করেন। সেই হাদিসটি "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ আর চাঁদ দেখে ঈদ করো।" তারপর এ নিয়ে কোন ইমাম কোন ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই নিয়ে কপচানো।

একই হাদীসকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষন, আলোচনা পর্যালোচনা সবই করা যেতে পারে। কিন্তু সেসব লেখা ইউসুফ জুলেখার সারারাতের কাহিনীর মত সকাল বেলা শেষ প্রশ্ন থাকবে জুলেখা পুরুষ না মহিলা। কিংবা বাংলাদেশের সেই প্রবাদ বাক্যের মত। বিচার মানি তবে তালগাছটা আমার এর মত।

পরিস্থিতিটা এতই নেতিবাচক অবস্থায় এসেছে যে, অনেকেই আছেন যাঁরা চাঁদ দেখা বিষয়ে আলোচনা শুনলে আসলেই একটু বিরক্তি বোধ করেন। কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে বিতর্কটা অহেতুক। একবার একজন বলেছিলেন, "আপনারা অযথাই লোকাল আর গ্লোবাল নিয়ে বিতর্কে সময় নষ্ট করছেন। সমস্যাটা মোটেই লোকাল আর গ্লোবাল নয়, সমস্যাটা আমাদের ইমাম সাহেবদের মগজে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে।"

কারণ বিষয়টা চাঁদ দেখা না দেখা নয়। সারা জীবনে কে কজন চাঁদ নিজ চোখে দেখেছেন। মসজিদ থেকে ঘোষনা এসেছে কাল রোজা বা ঈদ সেটাই সাধারণত মুসুল্লিরা অনুসরণ করেন। বাংলাদেশের গ্রাম দেশের যাঁরা আগের দিন মাগরিবের নামাজের সময় মসজিদে গেলেন তাঁরাই হয়তো চাঁদ দেখলেন। বাকিরা চাঁদ দেখা গেল এটাই শুনলেন এবং ঈদ বা রোজা শুরু করলেন।

আসলে ব্যাপারটা হলো কে কোন পন্থী সেখানে। কোন মসজিদে কখন ঈদ করবেন তা মোটেই গ্লোবাল দেখা বা লোকাল চাঁদ দেখার সাথে সম্পর্ক তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক কোন মসজিদে কোন দৃষ্টিভঙি বা আক্কিদা বিশ্বাসের।

www.pathagar.com

আপনার এলাকায় যে মসজিদটি আছে, বা যে মসজিদে আপনি যান সেটি কোন পন্থি সেটার ওপর নির্ভর করবে ঐ মসজিদ কবে ঈদ করবে বা রোজা শুরু করবে।

সমাধান কি আসলে আছে? হ্যাঁ সমাধান অবশ্যই আছে। সমস্যা যেহেতু আছে সমাধানও আছে। তবে সমাধানটা লোকাল আর গ্লোবালের তত্ব আর তথ্য কপচানোতে নয়। এখানে মূল বিষয় ইসলামের বিভিন্ন ইস্যুগুলোর অথরিটি বা দায়িত্ব কাদের। প্রশ্নটা হলো সেখানেই। একথা দুঃখজনকভাবে অপ্রিয় তিক্ত হলেও সত্য যে, ইসলামী শরীয়া বা হুকুম আহকামের আজ কোন মা বাপ নাই। যিনি যেভাবে পারেন ফতোয়া জারি করেন। এটা করার জন্য একটা মাত্র সম্পদ দরকার সেটা হলো লম্বা জোব্বা আর লম্বা দাড়ি।
রাসুল সাঃ এর হাদীস অনুযায়ী ইসলামী শরীয়ার প্রাথমিক সুত্র হলো কোরআন এবং হাদীস। কোরআন এবং হাদীসের প্রাথমিক সুত্রকে কেন্দ্র করে ফিকহের ভাষায় ইজমা এবং কিয়াসে আরো দুটো পরিভাষা রয়েছে।

সমস্যার ইসলামী সমাধানের জন্য কোরআন এবং হাদীসের পরই ইজমা এবং কিয়াসের স্থান। ইসলামী পরিভাষায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হলো ফকিহ বা মুফতি।
ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞদের ব্যাপারে পরিভাষা ব্যাবহার করা হয়েছে মুফতি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যিনি হাদীস শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী বা সিহাহ সিত্তাহ এর উপর জ্ঞানার্জন করেন তাকে বলা হয় মওলানা। আর যিনি ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ তাকে বলা হয় ফকিহ বা মুফতি। ফকিহ বা মুফতিরাই ইজমা এবং কেয়াসের বিষয়গুলো তত্বাবধান করার কথা এবং উচিত ছিল।
যদিও বড়ই বেদনাদায়কভাবে সত্য যে, এই পরিভাষাগুলোকে বিভিন্নভাবে অপব্যাবহার করা হচ্ছে। অবশ্য এই অপব্যাবহারের সংগত কারনও রয়েছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে যারা এই সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন তাঁরা নিজেরাই জানেন না সেটা কি। তাই অনেকে তিক্ত বিরক্ত হয়ে আল্লামা নামক নতুন পরিভাষা ব্যাবহার শুরু করেছেন। কেউ কেউ আবার শায়খুল হাদীস পরিভাষা নিয়েও টানা হেঁচড়া শুরু করেছেন। যদিও এরা এটা বুঝছেন না যে, নাম দিয়ে কোন কাম নাই, কাম দিয়েই কাম।
মওলানা, মুফতি বা ফকিহ কেউ যেন নিজস্ব মনগড়ায় কিছু করতে না পারেন সেজন্য রয়েছে নীতিমালা। কোরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে যেটার নাম উসুল

www.pathagar.com

আত তাফসীর বা তাফসীর শাস্ত্রের নীতিমালা, হাদীসের ক্ষেত্রে রয়েছে উলুমুল হাদীস এবং উসুলূল হাদীস বা হাদীস বিজ্ঞান বা হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা তেমনিভাবে ফিকহের ক্ষেত্রে রয়েছে উসুলুল ফিকহ বা ফিকহের নীতিমালা।
ফিকহ শব্দের দুটো অর্থ করা যেতে পারে শাব্দিক অর্থ হলো বুঝা। অন্য অর্থ হলো ইসলামী শরীয়ার আইন কানুন। আমাদের বাংলাদেশী পরিভাষায় ফিকহকে আমরা মাসলা মাসায়েল হিসেবে বুঝে থাকি।
কথাটাকে সহজ করে বলতে গেলে বলা যেতে পারে, কোরআন এবং হাদীসকে উসূল অনুযায়ী বুঝা এবং অনুধাবন করার পর ফোকাহা এবং ইমামগন ফিকহ বা ইসলামী শরীয়া তৈরি করেছেন। যিনি বা যাঁরা এই ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ তিনিই ফকিহ। মুফতি শব্দটি এসেছে ফতোয়া থেকে অর্থাৎ যিনি ফতোয়া দেন।

নবী করিম (সাঃ) এঁর হাদীস "আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা কোনদিন পথভ্রষ্ট হবে না যতদিন তোমরা এই দুটি জিনিসকে আকঁড়ে ধরে রাখবে। সে দুটি জিনিস হলো কোরআন এবং হাদীস।"
মজার ব্যাপার হলো মুসলমানদের যতগুলো গ্রুপ বা দলই আছে প্রত্যেকেই কিন্তু এই হাদীসটিরই দোহাই দিয়ে কোরআন বা হাদীস থেকে উদৃতি দেন কিন্তু ব্যাখ্যাটা দেন নিজের। তিনি বা তাঁর দল হাদীসটি যেভাবে বুঝেছেন বা যেভাবে তাঁর ওস্তাদ বা গুরু কিংবা আমীর সাহেব ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি চান আপনিও হাদীসটির ব্যাখ্যা সেভাবেই গ্রহন করেন। সমস্যাটা ঠিক এখানেই।
একজন ব্যাক্তি তিনি যেভাবে বড় হয়েছেন, যাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন, যে পরিবেশে বড় হয়েছেন সেগুলোর প্রভাব তাঁর মধ্যে পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। এবং একটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করার মধ্যে দোষের কিছুতো নয়ই বরং এটা প্রয়োজনী য় এবং কল্যাণকর। কিন্তু ব্যাপারটা দোষের হয়ে দাঁড়ায় যখন নিজের মত এবং পথটাকে চুড়ান্ত বা একমাত্র সঠিক পথ বলে মনে করা হয়। যখন অন্যদের মত এবং পথকে শুধুমাত্র ভুলই মনে করা হয়না বরং অনৈসলামিক মনে করা হয়। সেটাই জঘন্য এবং অন্যায়।

সমাধান কিভাবে

চাঁদ বিতর্কের সমাধান লোকাল আর গ্লোবাল মুনসাইটিং এর নিজের মনমত ব্যাখ্যা দিয়ে নয়। মুসলমানদেরকে এক করতে হলে একদিনে ঈদ করতে হলে মুসলমানদের অন্তরকে এক করতে হবে। আর অন্তরকে এক করতে হলে বিদ্ধেষ, হিংসা ছড়ানো বন্ধ করতে হবে। সমাধানের একমাত্র পথ। আলেম

www.pathagar.com

সমাজের অন্তরকে এক করা। ক্লাসিক্যাল বা আক্কিদাগত বিভেদ দূর করা। মতপার্থক্যকে সম্মান করা। যুগে যুগে, রাসুল সাঃ এঁর সময় বা পরবর্তীতে সাহাবাদের সময় সমস্যা এবং মতপার্থক্য ছিল এবং তা সম্মানজনকভাবে দূর করা হয়েছে। সেগুলো পর্যালোচনা করা করা দরকার।

মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য আছে থাকাটা স্বাভাবিক। সমাধান করতে হলে আলেম সমাজকে নিজেদের মধ্যে বিভেদ কমাতে হবে। কোরআন হাদীস এবং আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। ধর্মীয় বা শরয়ী বিষয় গুলো চিন্তা করা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য আলেমদের উপরই ছেড়ে দিতে হবে। আলেমরা বা মসজিদের ইমামরা যদি ভুল সিদ্ধান্তও নিয়েছেন বলে মনে করা হয় তথাপী সাধারণ মুসুল্লী এবং মসজিদ কমিটি সেটাকেই গ্রহন করা উচিত।

বিষয়টাকে আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়। রোজা রাখা, ঈদ করাসহ সকল ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে (১) আমাদের আমাদের ক্ষমতা এবং টেকনিক্যাল এবং ইখতিলাফি বিষয় বুঝার যোগ্যতা থাকতে হবে (২) ইমাম এবং আলেমরা সিদ্ধান্ত নেয়ার পর মসজিদ কমিটি এবং সাধারণ মানুষকে সেটাই গ্রহন করতে হবে। ইমামদের উপর এতটুকু আস্থা থাকতে হবে। আর আলেমরাও সে আস্থা ক্ষমতা এবং অর্জন করতে হবে।

আলেমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়ার পর মসজিদ জনগন সে সিদ্ধান্ত মেনে নেয়াই সমাধানের একমাত্র উপায়।

www.pathagar.com

ইসলাম এবং আধুনিকতা

ইসলামের সাথে আধুনিকতার কোন সংঘাত কখনো নেই। বরং ধর্ম মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে উৎসাহিত করেছে। কোন ধর্মই মুক্তচিন্তা, যৌক্তিকতা এবং বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারেনা। প্রধান ৩ টি সেমেটিক ধর্ম ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ এবং ইসলামে অনেক সংস্কার পরিবর্তন পরিবর্ধন যুগে যুগে হয়েছে এবং হচ্ছে। হিন্দু ধর্মে সংস্কার হয়ে ব্রাহ্মন্যবাদ এসেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্রাহ্মন্যবাদের অনুসারী ছিলেন। ইহুদী ধর্মে প্রধান গ্রন্থ তাওরাত থেকে ওল্ড টেস্টামেন্ট এসেছে অনেকগুলো সংস্কারের পর। তাওরাত থেকে তারগুমান (টারগুমান) তারপর "তানাখ" (টানাখ) সংস্করণের পর ওল্ড টেস্টামেন্টে এসেছে তেমনিভাবে খৃষ্টধর্মে ও এসেছে অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন। বরং বলা যেতে সংস্কারের দিক থেকে খৃষ্টধর্ম বেশী এগিয়ে। যদিও মৌলবাদী (মুল আদর্শে বিশ্বাসী) খৃষ্টানরা এবং ক্যাথলিকরা খুব বেশী সংস্কারের বিরোধী। ইসলাম ধর্ম ও যুগে যুগে প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামী আইনের সংস্কারের শুধু অধিকারই দেয়নি সংস্কারকে ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে পরিগনিত করেছে। যে কোন ফিকাহবিদ বা যে কোন মতাদর্শের বিশ্বাসী মুসলমানরা জানেন যে, ইসলামী আইনের উৎস ৪ টি (১) কোরান (২) হাদিস (৩) ইজমা (৪) কিয়াস এই চতুর্থ উৎসটিই হলো সংস্কারধর্মী। কিয়াসের অপর নাম হলো ইজতিহাদ।
হাদিস শরীফে নবী করিম (সঃ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক প্রতি শতাব্দিতে (যুগে যুগে) এমন কিছু ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান পাঠাবেন যাঁরা তাদের জীবন ব্যাবস্থাকে (ধর্মকে) সংস্কার করবেন।" পবিত্র কোরানে অসংখ্যবার মুক্তবুদ্ধির প্রতি অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে। চিন্তাশীলদের বারবার সম্বোধন করা হয়েছে। কোরান বলছে, "নিঃসন্দেহে এই সৌর জগতের সৃষ্টি, আকাশ, ভুমন্ডল, রাত দিনের পরিবর্তন, আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, সাগরে চলমান জাহাজ, মেঘ-বৃষ্টি-জলীয় বাষ্প, আবহাওয়ার পরিবর্তন সকল কিছুর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিজীবিদের জন্য চিন্তার নিদর্শন। (আল কোরান ২:১৬৪,)
পবিত্র কোরানের দৃষ্টিতে নবী ইবরাহীম এই সৌর জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করতেই করতেই স্রষ্ঠার সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি আকাশে তারকা, চন্দ্র, সুর্য্য দেখে একে একে এসবকে তার প্রভু মনে করেছিলেন চিন্তা করতে করতেই এক সময় তার ভুল ভেংগেছিল। (আল কোরান ৬:৭৬-৮০)

www.pathagar.com

পবিত্র কোরানে চিন্তা এবং গবেষনাকে এত বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, অসংখ্যবার বলা হয়েছে হে চিন্তাশীলেরা, তোমরা কি দেখনা? তোমাদের কি বুদ্ধি নেই, তোমাদের কি চোখ নেই? এই সৃষ্টির দিকে তাকাও, চোখ খোল। পবিত্র কোরানের দৃষ্টিতে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই ছিল মেধা এবং আত্মার বিকাশ সাধন। কোরানের ৩ টি স্থানে (৬২:২) অতি স্পষ্ট এবং জোরালোভাবে নবী প্রেরনের লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে যে এই নবীরা মুলতঃ ৪টি কাজ করবেন।

(১) আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতির নিদর্শনাবলীর উপর গবেষনার মাধ্যমে সত্যাপলব্ধি করাবেন

(২) আত্মশুদ্ধি করবেন

(৩) কিতাব বা (কোরান এবং অন্যান্য পুস্তক) শিক্ষা প্রদান করবেন

(৪) হিকমত বা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেবেন এবং চর্চা করবেন

মুক্ত বুদ্ধির চর্চাকে অনুপ্রাণিত করতে গিয়ে পবিত্র কোরানে আরো বলা হয়েছে, "এরা কি উটের দিকে তাকায়না? যে কত বিচিত্র এবং রহস্যপুর্ণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা কি দেখেনা সৌরজগৎ দেখেনা যে কিভাবে গ্রহ নক্ষত্র গুলো শুন্যে বিরাজ করছে? এবং পাহাড় পর্বতকে কিভাবে সুনিপুনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যমীনকে উচুঁ নীচু পাহাড় পর্বত দিয়ে কিভাবে নির্মান করা হয়েছে?" (আল কোরআন। (৮৮ঃ১৭-২০)

ধর্মের সাথে আধুনিকতার কখনই কোন সংঘাত নেই বা ছিলনা। বিশেষতঃ ইসলামের সাথে, ইসলাম আধুনিকতাকে ইসলামী শরীয়ার উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছে। তাহলে কোথায় কোন ধর্মে বুদ্ধিবৃত্তিকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা কেন ধর্মের বিরুদ্ধে এত উঠে পড়ে লেগেছেন। বরিশালের সেই আরজ আলী সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আজে বাজে মন্তব্য করতে পেরেছে বলেই আমাদের তথাকথিত এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিরা তাকে নিয়ে মহাগবেষনা করছেন। মজার ব্যাপার হলো এই ধর্মে বিরুদ্ধে যারা অন্ধ তারা ভীরু এবং কাপুরুষ, এদের সত্য বলার সাহস নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলার সাহস তাদের নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে এই নাস্তিকরা সবসময় অন্যের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আসছে। শব্দের মারপ্যাঁচ দিয়ে কলমবাজি করেছে আর নীরিহ জনগনকে প্রতারিত করেছে। কখনো এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ঘাড়ে চেপে বুদ্ধিজীবি সাজে। শ্রমিকদের অধিকারের নামে এরা শ্রমিকদেরকে উস্কানী দেয়।

www.pathagar.com

যে অর্থনৈতিক সাম্যতা এবং মুক্তিটাই বলতে গেলে সমাজতন্ত্রের একমাত্র সম্বল, সমাজতন্ত্রের সুতিকাগার সেই সোভিয়েত ইউনিয়নে সেই সেই সমাজতন্ত্র অর্থনীতির ধ্বংস ঘটিয়েছে। কখনো কখনো এরা নারি অধিকারের নামে নারি আন্দোলনের ঘাড়ে সওয়ার হয়, মেয়েদেরকে মাঠে নামায় স্বাধীনতার নামে সুযোগের সদ্ব্যাবহার করে। কিন্তু ইসলামটাই তাদের এই স্বাধীনতার পথে অন্তরায়, ইসলামটাই তাদের স্বাধীনতার বিরোধী। শ্রমিক অধিকারের নামে, অর্থনৈতিক সাম্যতার নামে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে সোভিয়েত ইউনিয়ন শ্রমিকদের কোন অধিকারই দিতে পারেনি, অর্থনৈতিক কোন উন্নতিই দিতে পারেনি বরং দিয়েছে নির্যাতন এবং অভাব।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এই সমাজতন্ত্রের মাকাল ফল এ দেশের লক্ষ লক্ষ তরূন যুবককে বিভ্রান্ত করেছে ধ্বংস করেছে তাদের খুবই সম্ভাবনাময়ী ক্যারিয়ার, তাদের জীবন। আজকের তরুনরা এ ইতিহাস না জানতে পারে কিন্তু বাংলাদেশের যে সব মানুষের বয়স এখন চল্লিশোর্ধ, সমাজতন্ত্রের মাকাল ফলের এসব ইতিহাস তাদের জানা থাকার কথা।

ইংরেজীতে বলে ফেনাটিক। যে কোন বিষয়ে এক রোখা ভাব। অপরের মত, পথ, বিশ্বাসের প্রতি অশ্রদ্ধা, দমিয়ে দেয়ার মানষিকতাটাই আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা।

www.pathagar.com

ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু কটুক্তির জবাব

(এ লেখাটা মূলতঃ বেশ কিছু ওয়েব সাইটে ইসলাম সম্পর্কে আপত্তিকর বেশ কিছু প্রবন্ধের জবাব।)

এক.

মহামতি সক্রেটিস একবার বন্ধুর গিয়েছিলেন একজন লোকের কাছ থেকে কিছু জ্ঞান আহরণের জন্য কিন্তু তিনি নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি নিরাশ হয়ে ফিরলেন, তখন সক্রেটিস যার কাছ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলেন তার সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি কিছুই জানিনা, কিন্তু তিনি দেখছি তাও জানেন না"। জ্ঞানের সংজ্ঞায় কোন কোন মনীষি তো সাগরের বেলাভুমিতে দাঁড়ানোর উদাহরন দিয়েছেন যে যত জ্ঞানই আমরা অর্জন করি না কেন, জ্ঞানের সাগরে তা বেলাভুমিতে দাঁড়ানোরই শামিল। ইমাম আবুহানিফা বলেছেন, "আমি একটা জিনিস নিশ্চিত জানি" লোকজন জিজ্ঞেস করলেন কি সেটা, তিনি বললেন, "আমি যে কিছুই জানি না এটা আমি নিশ্চিত জানি"।

বই পুস্তক ঘাটাঘাটি করলে জ্ঞানের সংজ্ঞাটা এভাবে দাঁড়ায় যে, একজন জ্ঞানীর সংজ্ঞা হলো যিনি নিজের অজ্ঞতা, সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা আঁচ করতে পারেন। আর একজন মূর্খের সংজ্ঞা হলো যিনি সবসময় নিজেকে খুব জ্ঞানী মনে করেন। কথা আছেনা "খালি কলসি নড়ে কিন্তু ভরা কলসি নড়ে না।" কথাটাকে আমি এভাবে উদাহরন দেই, মনে করুন আপনি বসে আছেন একটি বদ্ধ ঘরে। বাইরে তুফান হচ্ছে, বাইরে সাগর রয়েছে। কিন্তু আপনি মনে করছেন বাইরে কিছুই হচেছনা। আপনি যদি দরজা বা জানালা খোলার সুযোগ পান তখনই বুঝতে পারবেন বাইরে তুফান বয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান হলো বাইরের এ জগৎ, তুফান, সাগর, বিশাল আকাশ। যারা দরজা জানালা খুলেছেন তারাই কিংবা অন্ততঃ দরজার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারার সুযোগ পেয়েছেন তারাই বুঝতে পারবেন, বাইরের এই ঝড়, ঝাপটা, তুফান, সাগরের তুলনায় আমি তো ছোট্র একটা ঘরেই বসে আছি। কুয়ার ব্যাঙ কুয়াকেই পৃথিবী মনে করে।

দুই।

বেশ কিছু দিন থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে বেশ লেখালেখি হচ্ছিল। বিশেষতঃ ওয়ার অন টেররিজমের পর অনেকে তো আনন্দে আটখানা এই ভেবে

www.pathagar.com

যে ইসলামকে একহাত দেখিয়ে নেয়ার এটাই বোধ মোক্ষম সময়। কিছু কিছু লেখা তো সভ্যতা ভব্যতা সীমা এত ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, কোন রুচিবান লোক পড়তে কষ্ট পাবেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে (প্রদত্ত তথ্য যদি সত্য হয়) জনৈক লেখক তো ইসলামের যৌননীতি আলোচনা করতে গিয়ে রীতিমত পর্ণো ম্যাগাজিন উপযোগী গল্প রচনা করেছেন। ইসলামের নবী এবং আয়েশা (রা), বিয়ে সম্পর্কে, ইসলামের নারী পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে এমন কিছু লেখা এসেছে যা সত্যিই রুচিহীন। স্বভাবতই অনেক মুসলমান এতে আহত হয়েছেন। বন্ধু মহলের অনেকেই এ ব্যাপারে কলম ধরার জন্য বার বার বলছিলেন। আমি বারবারই তাদেরকে বলেছিলাম এটা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই। আমি তাদেরকে এবং অন্য যে সব মুসলমান যাঁরা ঐ সব লেখা পড়ে কষ্ট পান তাদেরকে বলবো কষ্ট না পাবার জন্য। কারণ এ সমাজে তো অনেক পর্ণ ম্যাগাজিন আছে। তাছাড়া ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা, বলা আজ নতুন নয়। এগুলো শুধু চর্বিত চর্বণ। তাই তাদের লেখার কোন জবাব দিয়ে তাদের গুরুত্ব বাড়ানোর কোন ইচ্ছা আমার নেই। আমার এ লেখা মূলতঃ ঐ সমস্ত মুসলমানের জন্য যারা ঐ লেখাগুলো পড়ে আহত হয়েছেন। যারা দ্বিধান্বিত হয়েছেন। আসলেই কি, ইসলামে এ সমস্যাগুলো রয়েছে? মুসলমানরা জানা উচিত আসলে ফ্যাক্টটা কি। আমি জানি আমার এ লেখা দেখার পর তাদের কেউ কেউ ক্ষেপে উঠতে পারেন।

এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথাগুলো বলার আগে একটা বিষয়ে আজ বলতেই হয় তা হলো ডিগ্রী। পরিচিত বেশ কিছু ওয়েব সাইটে এ লেখাগুলোর অন্যতম প্রধান আকর্ষন ছিল ডিগ্রী নিয়ে বাহাদুরী। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আসলেই আমার হাসি পাচ্ছে। আসলেই কিছু লিখবো কিনা ভাবছিলাম, লেখা উচিত হবে কিনা। তাহলে একটা গল্প দিয়েই শুরু করি। গল্পটি সম্ভবতঃ মরহুম ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামালের বলা। গল্পটি নামের আগে লাগানোর জন্য ডিগ্রী সম্পর্কে। এক ব্যাক্তি বিদেশ গিয়ে বহুত টাকা কামাই করেছেন। এবার দেশে যাবার পালা, কিন্তু দেশে যেতে হলে তো শুধু টাকা নিয়ে গেলে হবে না। নামের আগে লাগানোর জন্য একটা ডিগ্রী না হলে হয় কিভাবে। তিনি ঘোড়ায় চড়ে খুঁজতে থাকলেন কোথায় টাকার বিনিময়ে ডিগ্রী কিনতে পাওয়া যায়। পরিশেষে দেখলেন এক ব্যাক্তি গাছের নীচে বসে ডিগ্রী বিক্রি করছেন। লোকটি মোটা অংকের টাকা দিয়ে নামের আগে লাগানোর মত একটা ডিগ্রী কিনে নিলেন। কিছুদূর যাবার পর মনে করলেন, হেই, টাকা দিয়েই যেহেতু ডিগ্রী

www.pathagar.com

কিনতে পাওয়া যায় তাহলে আমার ঘোড়াটার জন্য একটা ডিগ্রী কিনে নিলেই হয়। তিনি ফিরে গেলেন এবং বিক্রেতাকে তাঁর ঘোড়ার জন্য একটা ডিগ্রী দিতে বললেন। তখন বিক্রেতা বললেন, "সরি, এখানে ঘোড়ার জন্য কোন ডিগ্রী বিক্রি করা হয়না, এখানে শুধু গাধার জন্য ডিগ্রী বিক্রি করা হয়।"

আজকের লেখাটা কিছুটা বাধ্য হয়েই লিখছি। আর গল্পটাও বলটি একান্ত বাধ্য হয়েই। ডিগ্রী নেয়া আর জ্ঞানার্জন কখনো এক জিনিস নয়। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "লোকটা বি.এ পাশ করিল কিন্তু শিক্ষিত হইলোনা"। এ সমাজে বহু লোক আছে একাধিক স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়েও, নামের আগে পিছে লাগানোর মত অনেকগুলো লকব অর্জন করে ও সাদামাটা নাম নিয়ে বসবাস করেন। আমার একাধিক বন্ধু আছেন যারা পি.এইচ.ডি শুধু নিজে নেননি; পি. এইচ.ডি দেন ও তাঁদের তারা নামের আগে কোনদিন ড বিষর্গ বা অন্য কোন উপসর্গ ব্যাবহার করেন না। প্রফেসর এমাজ উদ্দিনের সকল বইতে নাম লেখা থাকে "এমাজ উদ্দিন"। আমার কমপক্ষে দু'জন বন্ধুর নাম মনে পড়ছে। তাঁরা যে পি.এইচ.ডি ধারী তা জানতে পেরেছি বহুরাধিককাল পরে, তাও তাদের পি.এইচ.ডি ছিল বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাদেরকে কখনো নামের আগে ড বিষর্গ বসাতে দেখিনি। লিপস্টিক আর মেক আপ দিয়ে কেউ কোনদিন সুন্দরী হতে পারে না চেহারাটা যদি আসলেই বিশ্রী হয়।

তিন।

আরেকটা বিষয় হলো শালীনতা। ইসলামের বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে এদের কেউ কেউ সাধারণ ভদ্রতার সীমা ও ছাড়িয়ে গেছেন। এক লেখক তো ইসলামের যৌননীতি আলোচনা করতে গিয়ে পর্ন ম্যাগাজিনকেও হার মানিয়েছেন।

আমরা জানি ইসলাম সম্পর্কে আপনাদের ক্রোধ, ক্ষোভ আছে। (২) কিন্তু একটু হায়া লজ্জা রেখে লিখুন। আর যদি কুরুচিপূর্ণ লেখা লিখে মজা পান তাহলে দয়া করে পর্ণ ম্যাগাজিনে লিখুন। প্রেম কাহিনী লিখুন। (৩) বিশ্বে কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসে আঘাত দিবেন না। বিশ্বাস বিশ্বাসই, কার বিশ্বাস ঠিক সেটা যাচাইয়ের স্বৈরাচারী মনোভাব পোষন করবেন না। হতে পারে তাদের বিশ্বাস ঠিক আপনাদেরটা ভুল আবার হতে পারে আপনাদের বিশ্বাসটা ঠিক তাদেরটা ভুল। ইসলাম ধর্মে বা কোন ধর্মেই আপনাদের বিশ্বাস না থাকে ভাল কথা, নিজের বিশ্বাস নিয়েই থাকুন। দয়া করে নোংরা কথা লিখে কোটি কোটি

www.pathagar.com

মানুষের মনে আঘাত দেবেন না। ইসলাম বর্তমান পৃথিবীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংখ্যাগষ্ঠি ধর্ম। কোটি কোটি মানুষ এ ধর্মে বিশ্বাস করে। পৃথিবীতে আরো কোটি কোটি মানুষ আছে যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে না। হতে পারে আপনি ও তাদের একজন। কিন্তু বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের প্রিয় ব্যাক্তিত্ব সম্পর্কে বেহায়ার মত কুৎসা রটনা করা চরম অভদ্রতা।

www.pathagar.com

রাসুল (সাঃ) এর বিয়ে এবং
আয়েশা (রা) বয়স।

প্রথম কথা হলো। একটা বিষয়ে ভুল তথ্য হাজার মানুষের মত আপনারা ও প্রয়োগ করেছেন আয়েশার (রা) বয়স নিয়ে। আয়েশার সাথে রাসুলের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আয়েশার বয়স ছিল ১৭ (সতের), ৭ (সাত) নয়। যুগে যুগেই আপনাদের মত কিছু লেখক নামের কলংক ছিল যারাই প্রচার করেছিল যে আয়েশার বয়স ছিল সাত। অনেক মুসলমান আজকের যুগের মত না জেনে বুঝে আপনাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রচার করেছিল। এ প্রসঙ্গে মুসলমানদের জন্য এ ব্যাপারে আরো কিছু তথ্য দেয়া প্রয়োজন মনে করছি। মুসলমানরা জানা উচিত আসলে ফ্যাক্টটা কি।

এ বিষয়ে আলোচনা করার আগে একটা বিষয় একটা বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া দরকার যে, আমরা সবাই জানি আরবী মাস ধরা হয় চান্দ্রমাস নিয়ে। সৌর বৎসরের সাথে চান্দ্রবছরের এই পার্থক্য চিরন্তন। কোন লোকের বয়স যদি আরবী বা হিজরী সন অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয় সৌর বছর অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা না হয় তবে হিসাবে কিছু বেমিল থাকবেই। এ নিয়ে হৈ চৈ করা মূলতঃ উদ্দেশ্যপ্রনোদিত। যুগ যুগ ধরে এ পার্থক্য রয়ে গেছে। একই কারণের জের হিসেবেই আমরা প্রতি বছর দু'দিনে ঈদ করা নিয়ে সমস্যা পড়ি। বর্তমান বিশ্ব চলছে পাশ্চাত্য সভ্যতার বলয়ে। সৌর বছরের সাথে হিজরী ক্যালেন্ডারের বেমিল দেখে ভেঙ্গে পড়ার কিছু নেই। আয়েশার বয়সের একেবারে সঠিক নিরুপন করা কঠিন। শুধু আয়েশা কেন রাসুল সাঃ জন্ম তারিখ নিয়েও তো কিছু বেমিল রয়েছে। ৫৭০ নাকি ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু প্রশ্ন হলো এটা নিয়ে এত হৈ চৈ কারা করে। আরো একটা বিষয় হলো মানুষের বয়স বা জন্মতারিখ সংরক্ষণের ইতিহাস একেবারেই নতুন। বর্তমান বিশ্বের সবচে' উন্নত এবং প্রভাবশালী দেশগুলোতেও জন্মতারিখ সংরক্ষণের ইতিহাস বেশী দিনের নয়। আমাদের দেশেও আজকের যুগেও বয়স নিয়ে গোলমাল রয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগের জন্মতারিখ তাও হিজরী সন নিয়ে বয়সের গরমিল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ নিয়ে এক বিন্দুও আর্শ্চয্য হবার কিছু নেই। আয়েশার বয়স লিপিবদ্ধ ছিল না এটাও সত্য। শুধূ আয়েশা (রাঃ) কেন সে সময় কারো বয়সই লিপিবদ্ধ করার প্রচলন ছিল না। আয়েশার বয়স নিয়ে হৈ, চৈ হবার মূল কারণ হলো, কোন কোন ঐতিহাসিক ভুল তথ্য দিচ্ছেন যে,

www.pathagar.com

রাসুলের (সাঃ) যখন তার বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বা নয় অর্থাৎ তিনি ছিলেন নাবালিকা। আজকের এ লেখায় আমরা এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করবো যে না আয়েশা (রাঃ) নাবালিকা ছিলেন না। তার বয়স ছিল সতের বা আঠার।

(১) অংকে ১৭ লিখতে গেলে আমরা ১ এবং ৭ এভাবে লিখে থাকি। কিন্তু বানান করে লিখতে গেলে আমরা সতের (স, তে, র) লিখি। যার সাথে সাত বা দশের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আরবীতে সতের বানান করে লিখতে গেলে বা লিখতে গেলে ও বলতে হয় সাত এবং দশ, " সাব'আতা আশারা" সাব'আতা অর্থ হলো সাত আর আশারা হলো দশ। অংকে লিখতে গেলে আপনাকে লিখতে হবে বাংলার মত এক এবং সাত। ঐতিহাসিক অনেকে মনে করেন আয়েশার বয়স নিয়ে আরবী ভাষার এই সাত এবং দশের মারপ্যাঁচে গোল বেধে গেছে। অর্থাৎ সাবআতা আশারার শেষ শব্দ কোননা কোনভাবে মুছে গেছে বা মুছে দেয়া হয়েছে। আর তার সুযোগ নিয়েছে ইসলাম বিদ্ধেষী একশ্রেণীর অসৎ লেখকরা।

(২) তাফসীরে ইবনে কাছীর সহ অনেক মুফাসসির এবং ঐতিহাসিকের মতে হযরত আয়েশা ছিলেন তার বোন আসমার চে' দশ বছরের ছোট। আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী এবং প্রায় সকল ঐতিহাসিক এবং অনেক গবেষকদের মতে আসমা (রা) ৭৩/৭৪ হিজরী সনে ১০০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। যদি আসমার (রাঃ) মৃত্যুকালে অর্থাৎ ৭৩ হিজরী সনে তার বয়স ১০০ হয়ে থাকে তাহলে রাসুলের হিজরতের সময় আসমার বয়স ছিল (১০০-৭৩ =) ২৭ বছর। আর আসমা (রা) যেহেতু আয়েশা (রা) থেকে ১০ বছরের বড় ছিলেন সুতরাং হিজরতের সময় আয়েশার (রা) বয়স ছিল ১৭ বছর। তা কোন ক্রমেই সাত হতে পারে না। আর রাসুল (সাঃ) এর সাথে আয়েশার একত্রে বসবাস হয়েছিল হিজরতের বছর দুই পরে। অর্থাৎ যখন আয়েশার বয়স ছিল ১৯।

(৩) ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, হযরত আয়েশা বদর এবং ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন। এ সংক্রান্ত অনেক হাদীস বোখারী এবং মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত আছে। এ ব্যাপারে কোন ঐতিহাসিকের কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন হলো বদর যুদ্ধে আয়েশার (রা) বয়স কত ছিল। হাদীস এবং ইসলামী শরীয়ার নিয়ম অনুযায়ী ১৫ বছরের কম বয়সী কাউকে যুদ্ধে অংশ গ্রহনের অনুমতি দেয়া হয়না। বদর যুদ্ধের সময় আয়েশার বয়স যদি ৭ বা ৮ হয়ে থাকবে তাহলে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন কিভাবে?

www.pathagar.com

(৪) হাদীস সমূহের বর্ণনা অনুযায়া কোরআন মজীদের ৫৪তম সুরা আলক্বামার অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের ৮ বছর আগে। অন্য এক হাদীসে বর্ণনা অনূযায়ী সুরা ক্বামার অবতীর্ণ হবার সময় আয়েশা রাঃ একজন বালিকা ছিলেন। এ সম্পর্কে আয়েশা রাঃ নিজে বলেন যে যে সময় সুরা ক্বামার অবতীর্ণ সে সময় আমি ছিলাম একজন ছোট বালিকা (যারিয়া)আরবী ভাষা অনূযায়ী যারীয়া হলো ঐ সমস্ত বালিকা যা দৌড়াদৌড়ি বা খেলাধুলা করতে পারে। যেটাকে সাধারণ ৬ থেকে ১২ বছর বয়স ধরা হয়ে থাকে। এই হিসাব থেকেও রাসুলের সাথে বিয়ে বা মিলনের সময় আয়েশার বয়স ১৭-১৮ বছরের কম হতে পারে না।

(৫) ঐতিহাসিকভাবে আমরা জানি যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসুলের সাথে তাঁর বিয়ের সময় তাঁর বয়স যদি সাত কিংবা নয় হয়ে থাকে তাহলে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে তিনি এত অল্প বয়সে এতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া অনেকগুলো হাদীস ছিল বয়সের অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত। অর্থাৎ পরিপক্ক বয়স ছাড়া ঐ বিষয়গুলো বুঝা বা হাদীস বর্ণনা করা সম্ভব ছিল না।

রাসুল (সাঃ) এর বিয়ে সম্পর্কে তো অনেক মশকরা করেছেন। অনেক আদি রসের গল্প রচনা করেছেন। শুনেন, এই মহা ব্যাক্তি বিয়ে গুলির মধ্যে ছিল অতি মহৎ উদ্দেশ্য। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র আয়েশা ছাড়া আর সবাই ছিলেন বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা। রাসুল সাঃ এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল খাদিজার সাথে তখন রাসুলের বয়স ছিল ২৫ আর খাদিজার বয়স ছিল ৪০। মানুষের যৌবণের যে তুফান, এই তুফানের সময় এই ২৫। এই তুফানের সময় ২৫ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত তিনি কাটিয়েছেন ৪০ থেকে ৫৫ বয়স্কা রমনীর সংগে। বিয়ে ছাড়া অন্য কোন নারী ঘটিত বিষয় তাঁর কোন কোন বিয়ে ছিল কোন কোন গোত্রের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং বিধবার সদগতি করার উদ্দেশ্যে। এবং রাসুলের ব্যাক্তিগত জীবন পর্যালোচনা করলে কোন মুসলিম বিদ্বেষী অরিয়েন্টালিস্ট ও রাসুলের চরিত্র সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলতে পারেনি। অরিয়েন্টালিস্টরা যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন সেগুলো তাঁর একাধিক বিয়ে নিয়ে। এ প্রেক্ষিতে দুটো বিষয় লক্ষ্যণীয়। (১) রাসুলের বিয়েগুলো আমরা যেভাবেই দেখিনা কেন। এগুলো ছিল বিয়ে। অর্থাৎ উভয় পক্ষের এবং সামাজিক স্বীকৃতি। উভয় পক্ষের রাজীর বিষয়টা পশ্চিমা জগৎসহ পুরো বিশ্বেই একটা প্রতিষ্ঠিত বিষয়। ইসলামে বৈবাহিক সম্পর্কের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কথা হলো, ইজাব এবং কবুল। অর্থাৎ উভয় পক্ষের স্বীকৃতি। পশ্চিমা জগত যদিও সামাজিক স্বীকৃতির বিষয়টা গ্রাহ্যে আনেনি, কিন্তু সামাজিক স্কীকৃতির বিষয়টা খুবই গুরুত্ব

www.pathagar.com

দিয়েছে। কারণ সামাজিক স্বীকৃতির সাথে দায় দায়িত্ব জড়িত রয়েছে। যেটা পাশ্চাত্য জগত সম্পর্ক বিচ্ছেদ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য আইন অনুযায়ী সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবার পর বাড়ী ভাগাভাগি বা সন্তানের ভরন পোষনের বিষয়টা এসে যায়। সে যাই হোক, রাসুল (সাঃ) এর বিয়েগুলো পরস্পরের মতামত এবং সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমেই হয়েছে। তাছাড়া তার প্রতিটি বিয়েই ছিল দায় দায়িত্ব গ্রহন। হযরত খাদিজাকে বিয়ে করার আগে রাসুল (সাঃ) তার ব্যাবসায়িক ব্যাবস্থাপক ছিলেন যেখানে তিনি তাঁর সততার সর্বোচ্চ সাক্ষ্য রেখেছিলেন।

আরো একটা বিষয়ে আপনাদেরকে বলে রাখি। তাহলো দয়া করে থলের বেড়াল থলে থেকে বেরিয়ে আসুন। আপনারা কোথা থেকে এসব তথ্য পান তা আমাদের অজানা নয়। যুগে যুগে খৃষ্টান এবং ইহুদী অরিয়েন্টালিস্টরা ইসলামের বিরুদ্ধে এভাবে লিখে গেছে আর আপনারা সেসব রেফারেন্স ব্যাবহার করছেন। ভাল কথা তারা তো লিখবেই। মুসলমানদের কেউ কেউ তো আবার খৃষ্টবাদ বা ইহুদীবাদ কিংবা হিন্দুবাদের বিরুদ্ধে বলে আসেন বা লিখতে ও পারেন। যদিও সেটা ইসলামের শিক্ষা নয়। তবু মানুষ হিসেবে সেটা তারা করবেই, এটা তেমন বেদনার বিষয় নয়। আপনারা ও লিখুন তবে নিজের পরিচয়টা দিয়ে লিখুন। কিন্তু বেদনার বিষয় হলো আপনারা কেউ কেউ মুসলমান নাম নিয়ে ইসলামের পন্ডিত সাজেন। আর কোরান নিয়ে গবেষনায় বসেন। দয়া করে আপনাদের পরিচয় দিন তারপর কলম ধরুন। মনে রাখবেন পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ বোকা নয়। একমাত্র বোকারাই অন্যদেরকে বোকা ভাবে। একমাত্র অজ্ঞরাই মনে করে করে সবকিছু বুঝে গেছি। মুক্তমনা দাবী করার বিষয় নয়, মনের মুক্ততা প্রমাণ করার বিষয়।

www.pathagar.com

শেষ কথা

আধুনিক বলতে যাই বুঝিনা কেন বা যিনি যেভাবেই বুঝতে চেষ্টা করুন না কেন। ইতিহাসের প্রতিটি সময়ই সে সময়ের জন্য আধুনিক। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে সক্রেটিস যে কথাগুলো বলেছিলেন যে দর্শন দিয়েছিলেন সে সময়ের জন্য সেটা ছিল আধুনিক। আড়াই হাজার বছরের মাঝে যুগ পাল্টেছে, মানুষের দৃষ্টিভঙি বদলিয়েছে কিন্তু সক্রেটিসের আড়াই বছর আগের পুরনো অনেক কথাই আজো চিরন্তন। তেমনিভাবে দুই হাজার বছরের পুরনো যীশু খ্রীষ্টের কথাগুলো পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের কাছে আজো চিরন্তন, আজো চির নতুন, সক্রেটিসের কথাগুলো যীশু খ্রীষ্টের বাণীগুলো আজো আধুনিক। এটাই ধর্মের অন্যতম রুপ। স্থান কাল এর প্রেক্ষিতে মানুষের জীবন পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে দৃষ্টি ভঙির পরিবর্তন ঘটে কিন্তু মানুষ কখনো বদলায় না। মানুষের কোন চাহিদারই পরিবর্তন ঘটে না। ক্ষুধা পেলে সবাই খাদ্য খোঁজে। সক্রেটিসের সময়ও মানুষের ক্ষুধা পেত, ঠান্ডা কিংবা গরম লাগতো, মানুষ মানুষকে কিংবা পশু পাখীকেও ভালবাসতো, আজো ক্ষুধা পায়, ঠান্ডা এবং গরম লাগে, ভালবাসে। কেউ হয়তো ভাত খায় আবার কেউ পিজা বা আটার রুটি খোঁজে কিন্তু ক্ষুধা লাগা, ঠান্ডা কিংবা গরম নিবারনে কেউ হিটিং এন্ড কুলিং সিস্টেম ব্যাবহার করে আবার কেউ হয়তো নাড়ার আগুন পুড়িয়ে শীত নিবারণ করে। তবে মানুষের জীবনের চিরন্তন চাহিদাগুলোর কোন পরিবর্তন হয় না। ৪ হাজার বছরের পুরনো মানুষের মাঝে যেমন ছিল আজো তেমনই আছে।

ধর্ম মানব জীবনের এক অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন। শরীরের জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, আত্মার জন্য তেমনি প্রয়োজন বিশ্বাসের। মানুষ ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক একটা বিশ্বাসকে মনে লালন করে এবং বিশ্বাস করেই নিজকে সুখী করে এবং ভাবে। সৃষ্টি কর্তাকে কেউ আল্লাহ, কেউ খোদা, কেউবা ঈশ্বর বা ভগবান ডাকেন, কেউবা আবার পবিত্র আত্মা কিংবা পবিত্র আত্মার প্রতিচ্ছবি যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করেন। আবার আরো ব্যাপক অর্থে কেউবা আবার একজন সৃষ্টিকর্তাকে সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করে আর কেউ নিজের মনকে সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করেন এবং নিজকে বিশ্বাস নিরপেক্ষ ভাবেন; চিরন্তন অর্থে এ বিশ্বাসটাই ধর্ম। একটা বিশ্বাসের বাইরে কেউই যেতে পারেনি এবং পারেনা।

পৃথিবীতে অনেকগুলো ধর্ম আছে। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ধর্ম অনেক পুরনো এবং অনেক বেশী মানুষ কর্তৃক পালিত হয়ে এসেছে। ইসলাম ধর্মটা পৃথিবীর সবচে' প্রভাবশালী কয়েকটি ধর্মের মধ্যে অন্যতম। চৌদ্দ শত

www.pathagar.com

বছরেরও বেশী সময় ধরে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ ইসলামের এই বিশ্বাসকে লালন এবং পালন করে এসেছে।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের সক্রেটিসের কথা যদি চিরন্তন হতে পারে, দু হাজার বছরের পুরনো যীশু খ্রীষ্টের বাণী যদি পালনীয় হতে পারে, কার্ল মার্কস, লেনিন, মাও সেতুং, আব্রাহাম লিংকন, গৌতম বুদ্ধের বাণী যদি লালনীয় এবং পালনীয় হতে পারে তাহলে কোরআনের বানী কেন চিরন্তন হবে না। সক্রেটিসের কথাকে যত মানুষ পড়েছে, শুনেছে এবং গ্রহন করেছে কার্ল মার্কস, লেনিন, মাও সেতুং, আব্রাহাম লিংকন, গৌতম বুদ্ধের বাণী যতটুকু পঠিত কোরান তার চে' অনেক বেশী পঠিত এবং পালিত। যুগ যুগান্তরে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই অনেক কল্যানময় কাজ করে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত সেই মহান কাজগুলোকে হঠাৎ করে তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দেয়া কোনদিন সম্ভব নয়।

ইসলাম আধুনিকায়নকে শুধু সমর্থনই করেনা বরং আধুনিকায়ন ইসলামে একটি যুগান্তকারী প্রয়োজন। ইসলামকে আধুনিকায়ন করার যে পদ্ধতি ইসলাম নিজে বাতলিয়ে দিয়েছে তার নাম তাজদীদ এবং ইজতিহাদ। প্রতি শত বছরের ব্যাবধানে যুগে যুগে ইসলামকে মুজাদ্দিদ নামের মহা মনীষিরা বা প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিকায়ন করবেন এটাই ইসলামের নির্দেশ।

আধুনিক বিশ্বে ইসলাম এবং মুসলমানদের ইতিহাস, প্রচার এবং প্রসার সময়ের প্রেক্ষাপটে বিশেষ ভুমিকা রাখে। এমনকি সময়ের প্রেক্ষাপটে ইসলাম পাশ্চাত্যসহ সমগ্র বিশের্ব জীবন ধারার একটি বাস্তবতা হিসেবে পরিগনিত হয়েছে। মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বে প্রাচ্য, প্রতিচ্য কিংবা পাশ্চাত্যে অর্থনীতি, রাজনীতি সহ সমাজ বিনির্মানে বিশেষ ভুমিকা রাখছে। আশ্চার্যজনক ব্যাপার হলেও, এটা কাল পরিক্রমায় স্বাভাবিক গতিতে যেমন এগিয়েছে বিশেষ করে পাশ্চাত্যে স্বাভাবিকতার চে' বেশী গতিতে এগিয়েছে ১১ সেপ্টেম্বর এর সন্ত্রাসী হামলার পর নেতিবাচক প্রচারণার কারণে, বিশেষ যে নারীদের মাঝে। যে নারীদের ব্যাপারে ইসলামী বিদ্ধেষী মহল অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছে যে ইসলাম নাকি নারী অধিকারকে খর্ব করেছে সেই নারীরাই এমনকি পাশ্চাত্যে ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে বীর বিক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক গবেষনা এবং গবেষনা এবং পর্যালোচনায় দেখা গেছে পৃথিবীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের মত ইসলামের ক্ষেত্রেও নারীরা অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে। আমেরিকায় মুসলমানদের সর্ব বৃহৎ সংগঠন ইসলামিক সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকার বর্তমান নেতৃত্বে রয়েছেন একজন নারী, একজন

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের নারী, একজন মা এবং স্ত্রী। মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন এর বর্তমান এক্সিকিউটিভ মেম্বারদের ৮০% মহিলা। কে বলেছেন ইসলাম নারী অধিকার খর্ব করেছে।

কিছু কিছু কথা আছে, খবর আছে যেগুলোকে বলা হয় ওপেন সিক্রেট। মানুষ আসলে এত বোকা নয়। কোন মানুষই নয়। একজন মানুষকে বা সব মানুষকে একবার প্রতারিত করা যায় দু'বার ধোঁকা দেয়া যায় কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষকে বোকা বানিয়ে সারা জীবন রাখা যায় না। অসম্ভব।

গত ৮ বছরে বা এই ৮ বছরের আগে থেকে ইরাকে কি ঘটে আসছিল তা তো অনেকটা ওপেন সিক্রেট ব্যাপার। পৃথিবীর একজন সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন মানুষকেও কি বুঝিয়ে বলতে হবে ইরাকে গত ৮-১০ বা ১৫ বছরে কি ঘটে আসছিল! আফগানিস্তানে কি ঘটেছে? পাকিস্তানে কি ঘটেছে এবং ঘটতে যাচ্ছে? বিন লাদিন নামের এক অদৃশ্য ভৌতিক শক্তি নাকি আফগানিস্তানের কোন এক স্বপ্ন পুরীর পর্বতের গুহায় বসে সারা পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত এবং তটস্থ করে রেখেছে। আধুনিক প্রযুক্তির বিশ্বে আমরা সবকিছু খুঁজে বের করতে পারি কিন্তু বিন লাদিনকে খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি কয়েকদিন পর পরই তাঁর হুমকী ধমকী টেপ রেকর্ড ছাড়েন। কোথা থেকে যে এই টেপগুলো আসে আর কোথায় চলে যায় তাও আধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে আমরা টের পাই না। হায়নে নাটক, হায়রে গল্প! আচ্ছা সাহিত্য নোবেল পুরস্কার যদি পাওয়া যায় গল্পে বা নাটকে রচনায় কি নোবেল পুরস্কার হতে পারে না? আর এমন একটা দারুন নাটক অথচ কোন সাহিত্যিকের কি কোন নজর নেই এই গল্পের প্রতি!

এটাই কি রাজনীতি? এটাই কি সাম্রাজ্যবাদ। এটাই কি তাহলে আসল সন্ত্রাসবাদ?

মানুষ তো এত বোকা নয়। সবাই সব কিছু বুঝে। কিন্তু অনেক কথা আছে বুঝেও কিছু বলা যায় না। এটাই প্রকৃতির অমোঘ সত্য।

১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর ওয়ার অন টেরোরিজমের নামে মুসলমানদের উপর যখন খড়গ নেমে আসে তখন একটি ধরে নিয়েছিল মুসলমানরা বুঝি এবার গেল। ভুল বন্ধু ভুল বুজেছো। আজ স্মরণ করি কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি গান,

যদি কেউ ভেবে থাকো ইসলাম ডুবে গেছে
যদি কেউ বুঝে থাকো মুসলিম মরে গেছে
ভুল ভুল বন্ধু ভুল বুঝেছো।
ভুল ভুল বন্ধু ভুল জেনেছো।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনে হাকীমের একটি আয়াত দিয়ে উপসংহার টানা যেতে পারে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'লা বলেছেনঃ "তারা আল্লাহর নুরকে তাদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ্ নিজেই তাঁর নুরকে পরিপূর্নকারী। যদিও (ঐ আহমক এবং দাম্ভিক) মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (আল কোরআন)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি

ক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ

াদেশের প্রক্ষাত আলেম বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব, মরহুম মাওলানা ফায়েল আহমদের চতুর্থ পুত্র ।

এবং শৈশব ঃ সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী ।

া ঃ কামিল হাদিসঃ ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা, বাংলাদেশ, এম.এ ফাস্ট ক্লাস, বাংলাদেশ ইসলামী বিদ্যালয়;এম.এ (ইসলামী আইন শাস্ত্রে গবেষনা (থিসিস) সহ), ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি য়েশীয়া; এম.এস কম্পিউটার ইনফরমেশন সিস্টেম, ইউনিভার্সিটি অফ ডেট্রয়েট মার্সি, ডেট্রয়েট, গান

জীবন ঃ সফটওয়্যার কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ার, ফোর্ড মোটর কোম্পানী, ফোর্ড হেডকোয়াটার্স, মিশিগান; টাইম অধ্যাপক, মুসলিম ওয়ার্ল্ড স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট, ওয়েন কাউন্টি কমিউনিটি কলেজ, মিশিগান ।

ঠন এবং নেতৃত্ব ঃ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তরুন বেতার শ্রোতা সংঘ, ভয়েস অফ আমেরিকা ফ্যান ক্লাব াইমুড়ী, নোয়াখালী, ৮৫-৮৮; প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ব্যাতিক্রম সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ইসলামী বিদ্যালয়, বাংলাদেশ, ৮৭-৯০; প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি,ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, য়া, ৯০-৯২; কেন্দ্রীয় আহবায়ক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদ, ৯১-৯২; সেক্রেটারী ারেল ইসলামিক ফোরাম, মালয়েশীয়া; স্টুডেন্ট কো অডিনেটর, ইন্টারন্যাশনাল ইনিস্টিউট অফ ামিক থট, মালয়েশীয়া, ৯২-৯৫; বোর্ড মেম্বার Michigan Roundtable for Diversity and lusion 2005-

রাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতি ঃ চেয়ারম্যান, মিশিগান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, বাংলাদেশী ককাস - ২০০৩-২০০৮

াদিকতা ঃ সহযোগী সম্পাদক, মহান একুশে প্রকাশনা, "একুশ" ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর, ৯

ষ্ঠাতা সম্পাদক ঃ Reflections, Graduate Journal, International Islamic iversity Malaysia. 2004; Associate Editor: Al Bayan Multimedia, Detroit chigan, 1997; প্রকাশক এবং সম্পাদক ঃ বাংলা আমার, ডেট্রয়েট, মিশিগান ২০০২-বর্তমান